The Most Circulated Bengali Newspaper in North America

শুক্রবারের পত্রিকা

উত্তর-আমেরিকায়
বাংলা ভাষায়
সর্বাধিক প্রচারিত

সাপ্তাহিক আজকাল

find us online
www.ajkalusa.com
/weeklyajkal

The Weekly Ajkal | Vol.18, Issue 872 | 30 May 2025 | শুক্রবার ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

Mamdani gaining on Cuomo
→ Page 18

Jaya Ahsan and Churni Ganguly pair up for 'Ardhangini' sequel
→ Page 19

US halts student visa appointments and plans expanded social media vetting
→ Page 18

US is close to reaching a new Iran nuclear deal: Trump
→ Page 19

ডিসেম্বরে জাতীয় সংসদ নির্বাচন

ওয়াকার-তারেক ও ভারত একপথে!

আজকাল রিপোর্ট

বিএনপি আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন দাবি করছে। দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান গত ২৮ মে ঢাকার পল্টনে লাখো জনতার সমাবেশে লন্ডন থেকে ভার্চ্যুয়াল বক্তব্যে ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন দাবি করেছেন। এমন বক্তব্যের এক সপ্তাহ আগেই বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান ওয়াকারুজ্জামান বলেছেন, ডিসেম্বরের মধ্যেই নির্বাচন করা উচিত। ভূ-রাজনীতি ও কূটনীতির সমীকরণে ভারত সরকারও একই সুরে গত ২৯ মে বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে বিস্ফোরক বক্তব্য প্রদান করেছে। যা তারেক রহমান ও সেনা প্রধান ওয়াকারুজ্জামানের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি। বাংলাদেশে দ্রুততম সময়ের মধ্যে নির্বাচন চেয়েছে ভারত। বৃহস্পতিবার দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের নিয়মিত ব্রিফিংয়ে উঠে আসে বাংলাদেশ প্রসঙ্গ নির্বাচন প্রসঙ্গ। এ সময় এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধির জয়সওয়াল বলেন, দ্রুততম সময়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের ইচ্ছা ও ম্যান্ডেট নিশ্চিত করতে হবে। এদিকে জাপানে গিয়ে ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলছেন, জুনের মধ্যেই নির্বাচন হবে। আর ইউনূসের আশীর্বাদপুষ্ট এনসিপি জাতীয় নির্বাচনকে পাশ কাটিয়ে আগে তারা স্থানীয় সরকার নির্বাচনের প্রস্তাব করছে। জামায়াত এনসিপির সুরে কথা বলছে। তবে তারা জাতীয় নির্বাচনের সাথে সংস্কারের বিষয়টি জুড়ে দিচ্ছে। বিএনপি সরকারের কথায় বিশ্বাস করতে পারছে না। আগামী ফেব্রুয়ারি থেকে পবিত্র রোজা থাকবে। মার্চে এসএসসি পরীক্ষা। তারপর এইচএসসি পরীক্ষা। পরে বর্ষাকাল শুরু ↘ এরপর ৪৪ পৃষ্ঠায়

এসাইলাম প্রার্থীরা আতঙ্কে

আজকাল রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্রে যে সকল বাংলাদেশিরা এসাইলাম আবেদন করেছেন তারা সময়ের পরিবর্তনে এখন আতঙ্কে রয়েছেন। শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর বাংলাদেশে পরিবেশের উন্নয়ন ঘটেছে বলে মনে করছে প্রশাসন। আওয়ামী লীগের সাড়ে ১৫ বছরের শাসনামলে প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দলগুলো গ্রেফতার, গুম ও নিপীড়নের ↘ এরপর ৪৪ পৃষ্ঠায়

আমেরিকায় ঈদুল আজহা ৬ জুন শুক্রবার

আজকাল রিপোর্ট

সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে মিল রেখে আগামী ৬ জুন শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডাসহ উত্তর আমেরিকায় পবিত্র ঈদুল আজহা উদযাপিত হবে। গত ২৭ মে মঙ্গলবার সৌদি আরবে জিলহজ মাসের চাঁদ দেখা গেছে। সে হিসাবে দেশটিতে ৯ জিলহজ, ৫ জুন পবিত্র হজ পালিত হবে এবং ৬ জুন শুক্রবার পবিত্র ঈদুল আজহা উদযাপিত হবে। দেশটির কর্তৃপক্ষ মঙ্গলবার এ ↘ এরপর ৩৮ পৃষ্ঠায়

ম্যানহাটনে কনজেশন প্রাইজিং বহালের পক্ষে আদালতের রায়

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্ক সিটিতে কনজেশন প্রাইজিং কার্যক্রম চালু রাখার পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের একটি ফেডারেল আদালতে বড় ধরনের আইনি জয় অর্জন করেছে এমটিএ। ২৭ মে মঙ্গলবার ফেডারেল বিচারক লুইস ↘ এরপর ৪২ পৃষ্ঠায়

মন্তব্য প্রতিবেদন

সর্বোত্তম পথ একটি নির্বাচিত সরকার গঠন

সাখাওয়াত হোসেন

বিএনপিসহ বেশিরভাগ রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গেই সরকারের ব্যাপক সন্দেহ, সংশয় ও ভুল-বোঝাবুঝি তৈরি হয়েছে। নবগঠিত দল এনসিপির সঙ্গেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকারের সমন্বয়হীনতা দেখা গেছে। এমনকি গণ-অভ্যুত্থানের নেতৃত্বদানকারী ছাত্রসমাজের মধ্যে বিভাজন দেখা দিলেও সরকার সে বিষয়ে নির্বিকার ↘ এরপর ৪৪ পৃষ্ঠায়

উৎসবমুখর পরিবেশে প্রাণের বইমেলার সমাপ্তি

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কসহ বিশ্বের নানা প্রান্তের বাংলা ভাষাভাষী সাহিত্যপ্রেমী, বইপ্রেমী, লেখক ও প্রকাশকের মিলনমেলার মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে চার দিনের ৩৪তম নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা। নিউইয়র্কের কুইন্সে জ্যামাইকা পারফরমিং আর্টস সেন্টারে গত ২৩ থেকে ২৬ মে'র এই বই মেলায় ৩০টিরও বেশি প্রকাশনা সংস্থা অংশগ্রহণ করে এবং তিন হাজারের বেশি নতুন ও পুরাতন বই প্রদর্শিত হয়। বরাবরের মতো এ বছরও বইমেলার আয়োজন করে নিউইয়র্ক মুক্তধারা ফাউন্ডেশন। বই মেলায় লেখক আড্ডা, ↘ এরপর ৪৪ পৃষ্ঠায়

লায়ন্স ক্লাবের নির্বাচন

সভাপতি রাসেল ও মশিউর সাধারণ সম্পাদক পদে বিজয়ী

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্ক বাংলাদেশি-আমেরিকান লায়ন্স ক্লাব ডিস্ট্রিক্ট-২০-আর২-এর ২০২৫-২০২৬ কার্যকরী পরিষদের নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। গত ২৭ মে মঙ্গলবার, জ্যাকসন হাইটসের ৭৪ স্ট্রিটস্থ সানাই রেস্টুরেন্টের পার্টি হলে ↘ এরপর ৪২ পৃষ্ঠায়

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
Health Insurance for New Yorkers
CenterLight
Health System
Anthem.
Hamaspik
MANAGED CARE
MetroPlusHealth
S W H
Senior Whole Health.
FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
A SISTER CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903
সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
SNG
SHAH NAWAZ
GROUP
CONTACT US:
Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suite C
Ozone Park, NY 11416

সাপ্তাহিক আজকাল
Friday, 30 May 2025, Issue 872, www.ajkalnewyork.com PAGE 03

ফিলাডেলফিয়ায় বিএডিভির বৈশাখী উৎসব অনুষ্ঠিত

আজকাল রিপোর্ট

ফিলাডেলফিয়ায় বাংলাদেশি কমিউনিটির জন্য বৈশাখী আনন্দ উৎসবের আয়োজন করেছে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অফ ডেলাওয়ার ভ্যালি (বিএডিভি)। ২৪ মে স্টিটসন মিডেল স্কুলে বর্ণিল ও প্রাণবন্ত আয়োজনে প্রবাসে বাঙালি সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং কমিউনিটির ঐক্যের এক উজ্জ্বল নিদর্শন হয়ে উঠেছে।
বিএডিভির সাবেক সভাপতি ও গুণিজনদের সঙ্গে নিয়ে বর্তমান সভাপতি ফারহানা আফরোজ পাপিয়া ফিতা কেটে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানসূচীর মধ্যে ছিল উদ্বোধনী সংগীত, শিশু ও কিশোরদের নৃত্য পরিবেশনা, পুরস্কার বিতরণী, নতুন সদস্যদের এরপর ৪৪ পৃষ্ঠায়

আটলান্টিক সিটির মেয়র প্রার্থীর বারবিকিউ পার্টি

আজকাল রিপোর্ট

আগামী মাসে অনুষ্ঠেয় আটলান্টিক সিটি কাউন্সিলের প্রাইমারি নির্বাচনে আটলান্টিক সিটির ডেমোক্রাট দলীয় প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে মেয়র মার্টি স্মল। মার্টি স্মল ও তাঁর প্যানেলের নির্বাচনী প্রচারনার অংশ হিসাবে কমিউনিটির মানুষকে ভোটদানে উৎসাহ দিতে আগামী ২ জুন সোমবার 'বারবিকিউ পার্টি'র আয়োজন করেছে। আটলান্টিক সিটির ২৭০৯ ফেয়ার মাউন্ট এভিনিউস্থ বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টারে ২ জুন দুপুর দুইটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত এই বারবিকিউ পার্টির বিভিন্ন আয়োজনের মধ্যে রয়েছে শুভেচ্ছা বিনিময়,বারবিকিউ, সুহৃদ আড্ডা, প্রার্থীদের সাথে মতবিনিময় ইত্যাদি।
আটলান্টিক সিটির বিভিন্ন কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, মূলধারার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সামাজিক ও ধর্মীয় এরপর ৩৮ পৃষ্ঠায়

হর্ষকুমার প্যাটেল কানাডা সীমান্তে পেশাদার মানবপাচারকারী

ভারতীয় পরিবারটি বরফে যেভাবে চাপা পড়ে

হাসান মাহমুদ

চার সদস্যের ভারতীয় একটি পরিবার কানাডা সীমান্ত দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধভাবে প্রবেশের সময় প্রচণ্ড ঠান্ডার মধ্যে তুষারঝড়ের কবলে পড়েন। এক পর্যায়ে মর্মান্তিকভাবে দুই শিশুসহ পথেই সবাই নিহত হন। আদালতে তাদের মর্মান্তিক প্রাণহানির চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। তাদের মা জীবনে কখনো এমন বরফ দেখেনি। তিনি বরফের ওপর পড়ে যান। তারপর তার মেয়ে (১১), ছেলে (৩) এবং পরিবারের প্রধান (৩৯) বরফে ঢেকে যান চিরদিনের মতো। তাদের আর আমেরিকায় আসার সুযোগ হয়নি। ভারতীয় এই চার হতভাগা নাগরিক অনেক অর্থের বিনিময়ে তাদেরকে সীমান্ত পার করার অবৈধ চুক্তি করেছিল আরেক ভারতীয় হর্ষকুমার প্যাটেল (৪০)-এর সঙ্গে। আসলে প্যাটেল এবং তার গ্রুপের সদস্যরা কানাডা সীমান্তে পেশাদার অপরাধি এবং মানবপাচারকারী হিসেবে পরিচিত ছিল। ভারতীয় স্কুল শিক্ষকের একটি স্বচ্ছল ও শিক্ষিত পরিবার উন্নত জীবনের আশায় মর্মান্তিক প্রাণহানির শিকার হন। এর তিন বছর পর প্যাটেলের বিচার শুরু হয়েছিল মিনেসোটার একটি আদালতে। মানব পাচারের এই প্রধান হোতাকে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের জন্য দোষী সাব্যস্ত করে গত বুধবার মিনেসোটায় ১০ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। তাকে সাজা দেওয়ার বিষয়টি তুলে ধরেছে স্থানীয় একটি সংবাদ মাধ্যম।
আদালতে ফেডারেল প্রসিকিউটররা হর্ষকুমার রমনলাল প্যাটেলের জন্য ২০ বছর এবং গাড়ী চালক স্টিভ অ্যান্টনি শান্ডের জন্য ১১ বছরের সাজার এরপর ৪৪ পৃষ্ঠায়

পাচার হওয়া সম্পদ ফেরাতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা চেয়েছে বাংলাদেশ

আজকাল রিপোর্ট

বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশসমূহ থেকে অবৈধভাবে পাচার হওয়া সম্পদ ফিরিয়ে আনার জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অধিকতর জোরদারের আহ্বান জানিয়েছে। জাতিসংঘের সাউথ-সাউথ কোঅপারেশনের উচ্চ পর্যায়ের কমিটির ২২তম অধিবেশনে বক্তব্য প্রদানকালে জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি সালাহউদ্দিন নোমান চৌধুরী বৈশ্বিক ন্যায়বিচার এরপর ৪৪ পৃষ্ঠায়

ড. জিয়াউদ্দীন হায়দারকে ভার্জিনিয়ায় সংবর্ধনা

আজকাল রিপোর্ট

বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য মনোনীত হওয়ায় ড. জিয়াউদ্দিন হায়দারকে সংবর্ধনা জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়া, ওয়াশিংটন ডিসি এবং মেরিল্যান্ডে বসবাসরত বাংলাদেশি কমিউনিটি বিএনপি নেতাকর্মীরা। গত ২২ মে স্থানীয় একটি হোটেলে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।
ভার্জিনিয়ার ধানসিড়ি রেস্টুরেন্টে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সংবর্ধনা শুরু হয়। ড.জিয়াউদ্দীন হায়দারকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান নেতাকর্মীরা। তিনি আয়োজকদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এরপর ৪৪ পৃষ্ঠায়

ইশরাক হোসেনকে শপথ করানোর দাবিতে নিউইয়র্কে সভা

আজকাল রিপোর্ট

ইশরাক হোসেনকে ঢাকা দক্ষিণ সিটির মেয়র হিসেবে শপথ করানোর দাবিতে নিউইয়র্কে সভা করেছে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সর্বস্তরের নেতা-কর্মীরা। সভায় ইশরাককে শপথ না করানোর প্রতিবাদের পাশাপাশি অন্তর্বর্তী সরকারের দুই উপদেষ্টার পদত্যাগ দাবি করা হয়।
গত ২৩ মে সন্ধ্যায় নিউইয়র্ক সিটির জ্যাকসন হাইটসে ডাইভার্সিটি প্লাজায় বিক্ষোভ করেন বিএনপি।
'সাদেক হোসেন খোকা স্মৃতি সংসদ'র যুক্তরাষ্ট্র শাখা আয়োজিত এ বিক্ষোভ-সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি আব্দুস সবুর এবং পরিচালনা করেন মাকসুদ চৌধুরী। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য গিয়াস আহমেদ। এরপর ২৯ পৃষ্ঠায়

জ্যাকসন হাইটস-এ তানিয়া আহমেদের দু'দিনব্যাপি অনুষ্ঠান

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস-এ অভিনেত্রী তানিয়া আহমেদের দুইদিনব্যাপি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। আগামীকাল ৩১ মে শনিবার এবং পরদিন ১ জুন রোববার ২০২৫ তানিয়া আহমেদ তার সহশিল্পী শায়লা আফতাব, মিলি খানকে নিয়ে সাজিয়েছেন এই অনুষ্ঠান। 'চাঁদ রাত মেলা' নামের এই অনুষ্ঠানটি জ্যাকসন হাইটস ৭৪ স্ট্রিটের সানাই রেস্টুরেন্ট পার্টি হলে প্রতিদিন বেলা ১টা থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত চলবে বলে জানা গেছে। এখানে কোন প্রবেশ ফি ছাড়াই দর্শকগণ অনুষ্ঠান উপভোগ করতে পারবেন। জনপ্রিয় অভিনেত্রী, কোরিওগ্রাফার, ডিজাইনার তানিয়া আহমেদ গতকাল বৃহস্পতিবার 'আজকাল'কে জানান, নিউইয়র্কে এটি তার চতুর্থ অনুষ্ঠান। এছাড়া তিনি আমেরিকার বিভিন্ন স্টেইটে ৩০টির বেশি শো করেছেন। প্রবাসে থাকা হাজার হাজার এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

বিরাট মূল্য হ্রাস

BISMILLAH

HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET

১০টি কালার রেড/ব্লাক চিকেন কিনলে ২টি কালার চিকেন ফ্রি

অথবা ৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি, ৩টি রেড হার্ড চিকেন $19.99 ৬টি রেড/ব্লাক চিকেন কিনলে ১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি

আরো রয়েছে কোয়েল, কবুতর, তিতি মুরগী, বালিহাঁস, রেগুলার হাঁস, চাকার পাখি, রাতা মোরগ, কোয়েল ডিম, হাঁসের ডিম, মুরগীর ডিম, অর্গানিক ডিম

Ramadan KAREEM

৩টি রেড হার্ড চিকেন $19.99

Approved by

SBNY Shariah Board New York

HALAL MONITORING SERVICES HMS CERTIFIED HAND ZABIHA ™

শরীয়াহ বোর্ড কর্তৃক একমাত্র অনুমোদিত হালাল পোলট্রি মার্কেট

আমাদের রয়েছে শরীয়াবোর্ড অনুমোদিত প্রতিদিন জবেহকৃত গোট ও বিফ

এছাড়াও এখানে পাবেন সকল ধরণের বাংলাদেশ থেকে আমদানিকৃত মাছ

ইলিশ, রুই, কাতল, মৃঘেল, কোরাল, গলদা চিংড়ী, কই, বাইলা, মলা, কাচঁকিসহ বিভিন্ন ধরণের মাছ

প্রতিদিন স্পেশাল : বিফ উইথ বোন $4.49

অল হোয়াইট চিকেন $ 2.99

১০টি চিকেন কিনলে ১ ফ্রি

Scan Here to Shop & Get Free Delivery

ফ্রি ডেলিভারী
মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp
MasterCard VISA AMERICAN EXPRESS DISCOVER BENEFIT

Open 7 Days: 8:00am to 7:00pm
Direction: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)

718.205-7200 | 718.205.8262

বিশেষ সম্পাদকীয়

সংকট, সংলাপ ও রোডম্যাপ

বিএনপির কান্ডারি তারেক রহমান তারুণ্যের সমাবেশে ২৭ মে স্পষ্ট আহবান জানালেন ডিসেম্বরের মধ্যে জাতীয় নির্বাচনের। গেল সপ্তাহে সেনা প্রধান ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচনের আয়োজন করতে বলেছেন। জামায়াতও নির্বাচনের ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেনি। তবে সংস্কারের তাসটি জুড়ে দিচ্ছেন আলোচনায়। হঠাৎ করেও সেনা প্রধানের সাথে তাদের সাক্ষাৎও আলোচনার ডালাপালা মিলেছে। এমনাবস্থায় প্রাসঙ্গিকতা হারাচ্ছে এনসিপি। ড. ইউনূস কি তার কথিত নিয়োগকর্তা ছাত্রদের মনোবাসনার দিকেই ঝুঁকে থাকবেন?

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ২৪ মে তিনটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে পৃথক বৈঠকে মিলিত হয়েছেন। দল তিনটি হলো বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। এসব বৈঠকে উঠে এসেছে নির্বাচন, বিচার, সংস্কার ও রোডম্যাপ নিয়ে তিনটি ভিন্ন দলের তিনটি ভিন্ন মেজাজ ও প্রত্যাশা। যদিও প্রত্যাশার ভাষা আলাদা, মূলত সব দলের মধ্যেই রয়েছে একটি অভিন্ন উদ্বেগ-নির্বাচনের সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা এবং অন্তর্বর্তী সরকারের নিরপেক্ষতা।

> আমরা মনে করি, এখন আর সময়ক্ষেপণের সুযোগ নেই। প্রধান উপদেষ্টা ও তাঁর উপদেষ্টা পরিষদকে পক্ষপাতমুক্ত হয়ে জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, গ্রহণযোগ্য ও বাস্তবভিত্তিক নির্বাচনী রোডম্যাপ অবিলম্বে ঘোষণা করতে হবে। না হলে দেশে তৈরি হতে পারে এক অনিবার্য অনিশ্চয়তা, যা রাষ্ট্রকে বিভাজনের মুখে ঠেলে দেবে। দেশের মানুষ আর প্রতিশ্রুতি চায় না, তারা চায় সিদ্ধান্ত। সময় এসেছে সিদ্ধান্ত নেওয়ার

বিএনপির অবস্থান অত্যন্ত স্পষ্ট: তারা খলিলুর রহমানসহ তিনজন উপদেষ্টার পদত্যাগ, উপদেষ্টা পরিষদের পুনর্গঠন এবং ডিসেম্বরের মধ্যে জাতীয় নির্বাচন আয়োজনের রোডম্যাপ দাবি করেছে। বিএনপি মনে করে, বিচার ও নির্বাচন-এ দুই প্রক্রিয়া নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন না হলে রাষ্ট্র আবার স্বৈরতান্ত্রিক ধারায় ফিরে যেতে পারে, যার দায় বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ওপরই বর্তাবে।

জামায়াতে ইসলামীর অবস্থান কিছুটা নমনীয়, কিন্তু তারাও চায় নির্বাচন ও সংস্কারের সমন্বিত রোডম্যাপ। তারা সতর্ক করে দিয়েছে যে, সংস্কারহীন নির্বাচন অর্থবহ হবে না। তারা এটাও মনে করিয়ে দিয়েছে, জুলাই বিপ্লব শুধু রাজনৈতিক ক্ষমতার রদবদল নয়, এটি একটি মূল্যবোধের পরিবর্তন, যার প্রতিফলন ঘটাতে হবে বিচার ও গণতান্ত্রিক সংস্কারে।

এনসিপি প্রস্তাব দিয়েছে-জুলাই গণহত্যার বিচার, জুলাই সনদের ঘোষণা এবং গণপরিষদ ও আইনসভা নির্বাচনের সমন্বিত রোডম্যাপ। বিস্ময়ের বিষয়টি হলো তাদের প্রস্তাবে জাতীয় নির্বাচনের বিষয়টিই উপেক্ষিত।

এ ছাড়া তারা নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন এবং শেখ হাসিনার আমলের নির্বাচনের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

এই তিন মত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়-সবাই নির্বাচন চায়, তবে নির্বাচনের সময়সীমা নিয়ে বিএনপির তাড়া থাকলেও অন্য দুই দলের নেই। কারও কাছে নির্বাচন মুখ্য, কারও কাছে বিচার ও সংস্কার, আবার কারও কাছে প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা। এই ভিন্নতা অস্বাভাবিক নয়, তবে এ থেকে উত্তরণের পথ তৈরি করা এখন প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব।

অন্তর্বর্তী সরকারের লক্ষ্য শুধু একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন নয়, একটি স্থিতিশীল, শান্তিপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা। এই প্রক্রিয়ায় সব রাজনৈতিক দলকে আস্থায় নিতে না পারলে গণতন্ত্রের উত্তরণ প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়বে। তবে সংলাপ করেও রাজনৈতিক ঐকমত্যের দেখা পাওয়া নিয়ে সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে। প্রধান উপদেষ্টাকে এখন আর শুধু ধৈর্যশীল মধ্যস্থতাকারী নয়, বরং একটি ভবিষ্যৎ নির্ধারক নেতৃত্ব দিতে হবে। তাঁকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে-কোথায় আপস সম্ভব, কোথায় অনমনীয় থাকা উচিত এবং কোন শর্তে সব দলকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি অন্তর্বর্তী রাজনৈতিক চুক্তি করা সম্ভব।

আমরা মনে করি, এখন আর সময়ক্ষেপণের সুযোগ নেই। প্রধান উপদেষ্টা ও তাঁর উপদেষ্টা পরিষদকে পক্ষপাতমুক্ত হয়ে জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, গ্রহণযোগ্য ও বাস্তবভিত্তিক নির্বাচনী রোডম্যাপ অবিলম্বে ঘোষণা করতে হবে। না হলে দেশে তৈরি হতে পারে এক অনিবার্য অনিশ্চয়তা, যা রাষ্ট্রকে বিভাজনের মুখে ঠেলে দেবে।

দেশের মানুষ আর প্রতিশ্রুতি চায় না, তারা চায় সিদ্ধান্ত। সময় এসেছে সিদ্ধান্ত নেওয়ার।

ঘরে-বাইরে সর্বত্র ইঁদুরের দাপট

আলম রায়হান

'শিলা জলে ভাসি যায়/ বানরে সঙ্গীত গায়।'-এ কি বিশ্বাসযোগ্য? খনা বিশ্বাস করতে বারণ করেছেন। তাহলে কীভাবে বিশ্বাস করা যাবে, সাবেক রাষ্ট্রপতি অ্যাডভোকেট আবদুল হামিদের বিদেশ যাওয়ার বিষয়টি সরকারের কাকপক্ষীও জানে না? হতে পারে, বিলুপ্তপ্রায় কাকপক্ষীকুলকে রাজপাখিরা আগেই বলেছে, 'কা কা করিবা না, মাথা গুঁজিয়া থাকিবা!' প্রসঙ্গত, প্রকৃতিতে শকুন এবং কাকসহ উপকারী প্রাণিকুল বিলুপ্তির পথে। কিন্তু ইঁদুর আছে মাশাআল্লাহ মহা দাপটে এবং এর রূপক প্রভাব সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বত্র। উল্লেখ্য, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক গত ১০ মে বলেছেন, 'আবদুল হামিদের বিদেশে চলে যাওয়ার পেছনে সরকারের কেউ না কেউ অবশ্যই জড়িত।' সাইফুল হক যাদের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন, তারা হয়তো ইঁদুর প্রজাতির। যে কারণে মানবকুলের দৃষ্টির আড়ালে থাকতে পেরেছে। জানা কথা, প্রকৃতির ইঁদুরের দাপট ঘরে-বাইরে সর্বত্র। আর মানুষের কাছাকাছি বিচরণকারী এ প্রাণীটির নানামুখী বিনাশী ক্ষমতা অসীম। শকুন-কাক-ইঁদুর প্রসঙ্গ থাক।

এ ব্যাপারে কোনোই সংশয় নেই, সাবেক রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ বাধাহীনভাবেই বিদেশ গিয়েছেন। বলা হচ্ছে, চিকিৎসার জন্য যাওয়া। তবে তিনি যে অন্য কিছু করতে পারবেন না, অথবা করবেন না-সেটা মনে করা নিশ্চয়ই সমীচীন নয়। প্রবচনই তো আছে, 'রথ দেখা আর কলা বেচা।' ফলে চিকিৎসার জন্য গেলেও সাবেক রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদের প্রশ্নবিদ্ধ নির্গমনের সঙ্গে রাজনীতির সংশ্রব থাকাটাই স্বাভাবিক। আর তা একমুখী মনে করার কোনো কারণ নেই। নেপথ্যে বহুমুখী বাতাস থাকতে পারে। প্রকৃতির বাতাসও কিন্তু একমুখী বয় না। ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে বাতাসের গতিপথ বদলে যায়। আবার একই ঋতুতেও বদলায় বাতাসের গতিধারা। ঝড়ের সময় তো আর কোনো কথাই নেই। কোনো সংশয় নেই, আমাদের রাজনীতিতে ঝড়ের বাস্তবতা বিরাজমান।

> ঘুম থেকে জেগে ময়রার তো কপালে হাত! কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন, খুচরা চালাকিতে সওয়ার হয়ে গ্রাম্য হাটের রসগোল্লা খাওয়া গেলেও রাজনীতিতে এ চালাকি বেশি দিন চলে না, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তো নয়ই! প্রশ্ন উঠতেই পারে, ক্ষমতার মসনদে সমাসীন বদখেদমতে হুজুরে আলারা কি 'কন্ট্রোল্ড ক্যাওয়াজ' তৈরির কৌশলকেই করেছেন ধ্যানজ্ঞান?

এ অবস্থায় সাবেক রাষ্ট্রপতির প্রশ্নবিদ্ধ বিদেশ গমন সংগত কারণেই অনেক প্রশ্নের উদ্রেক করবেই, যা অনেকের জন্য আশার, কারও জন্য হতাশার। তার বিদেশ গমন নিয়ে রাজনীতির পানি বেশ ঘোলা হয়েছে এবং বইছে নানান দিকে।

গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুসারে, সাবেক রাষ্ট্রপতি অ্যাডভোকেট আবদুল হামিদ গত ৭ মে রাত ৩টার দিকে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর দিয়ে ব্যাংককের উদ্দেশে ঢাকা ছেড়েছেন। সঙ্গে গেছেন ছোট ছেলে সাবেক এমপি রিয়াদ আহমেদ ও শ্যালক ডা. নওশাদ খান। সাবেক এ রাষ্ট্রপতি কূটনৈতিক পাসপোর্ট নিয়েই ইমিগ্রেশন সম্পন্ন করেছেন। কিন্তু এ বিষয়টি কেন্দ্র করে সরকারের তরফ থেকে যেসব বয়ান উদগিরণ করা হয়েছে, তা কোনো বিবেচনায় স্বচ্ছ ধারণা দেয় না। গ্রহণযোগ্যতা তো আরও অনেক পরের বিষয়। তবে এ ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে সরকারের 'কঠোর অবস্থান' জানিয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে ৯ মে পাঠানো একটি বিবৃতি বলা হয়েছে, 'ফ্যাসিবাদী সরকারের সাবেক রাষ্ট্রপতি ও হত্যা মামলার আসামি আবদুল হামিদের বিদেশ গমন সম্পর্কে জনমনে ক্ষোভ বিষয়ে সরকার অবগত। এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত সবার বিরুদ্ধে উপযুক্ত আইনগত ব্যবস্থা নিতে সরকার বদ্ধপরিকর রয়েছে।' এর আগে ৮ মে দিনাজপুরে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, 'তাদের (আবদুল হামিদকে বিদেশে যেতে সহায়তাকারীদের) কোনো অবস্থায় ছাড় দেওয়া যাবে না। আর যদি শাস্তির আওতায় না আনি, তাহলে আমি সে সময় চলে যাব।' স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার এ ঘোষণার পর ওইদিন রাতে আবদুল হামিদের দেশত্যাগের ঘটনায় কথিত 'দায়িত্বে অবহেলার' অভিযোগে ব্যবস্থা গ্রহণ শুরু হয়। এ পর্যন্ত চার পুলিশকে কাট টু সাইজ করা হয়েছে। বলির পাঁঠা! সাবেক রাষ্ট্রপতির বিদেশ গমনের বিষয়ে অতিরিক্ত আইজিপি মতিউর রহমান শেখকে প্রধান করে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটিও গঠন করা হয়েছে। এখানেই শেষ নয়, ১১ মে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় থেকে জানানো হয়েছে, সাবেক রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদের বিদেশযাত্রা নিয়ে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে তদন্তের জন্য তিনজন উপদেষ্টা নিয়ে একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করেছে সরকার। শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক সি আর আবরারকে সভাপতি করে এ কমিটিকে ১৫ দিনের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে। তবে জানা কথা, এসব তদন্ত কমিটি শেষতক পর্বতে মূষিকও প্রসব করে না। আর

এরপর ৪২ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশ কি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নিয়ন্ত্রণে চলে যাচ্ছে?

সামছুদ্দীন আজাদ

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বাংলাদেশের নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করে নিজেদের নিয়ন্ত্রিত সরকারকে ক্ষমতায় বসিয়ে তাদের যা যা করা দরকার তা করিয়ে নেবে। তাই তারা ড. ইউনূসকে যে কোন মূল্যে ক্ষমতায় বসানোর জন্য শেখ হাসিনাকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করে ড. ইউনূসকে ক্ষমতায় বসিয়েছে।

প্রিয় পাঠক একটু খেয়াল করলে দেখবেন-ড. ইউনূস তার মার্কিন বন্ধুদের চাপে সে নিজেও সরাসরি সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেছেন, যেমন- পদ্মা সেতু প্রকল্পে বিশ্ব ব্যাংক ঋণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল আওয়ামী লীগ সরকারকে খুব স্বল্প সুদে, চুক্তি হয়েছিল সরকারের সাথে এই ড. ইউনূসের বিরোধিতার কারণে হঠাৎ করে বিশ্ব ব্যাংক পল্টি মারে, তারা ঋণ দিতে অস্বীকার করে- উল্টো সরকারের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তুলে তাদের অবস্থান থেকে সরে দাঁড়ায়। সরকার এর ব্যাখ্যা চাইলে বলা হয় সরকার নাকি দুর্নীতিতে জড়িয়েছে ঠিকাদার নিয়োগে। কোন টাকাও বরাদ্দ দেয়নি বিশ্ব ব্যাংক, কাজও শুরু হয়নি এর মধ্যে আজগুবি মিথ্যা অভিযোগ আনা হয় দুর্নীতির। বলা হয় মন্ত্রী আবুল হোসেন কে বাদ দিতে হবে এবং শিল্প সচিব মশারফ হোসেন ভূঁইয়া কে গ্রেপ্তার করতে হবে।

এভাবে নানা কৌশলে সরকারকে বেকায়দায় ফেলার জন্য নানারকম ফন্দি আটছে বিশ্ব ব্যাংক আমেরিকা ও ইউনূসের কারসাজিতে। সরকার তার স্বচ্ছতা প্রমাণের জন্য মন্ত্রীকে বাদ দেয়, সচিবকে গ্রেপ্তার করে এবং কানাডার আদালতে বিশ্বব্যাংকের বিরুদ্ধে মামলা করে। কানাডার আদালতে কোন প্রমাণ করতে পারেনি দুর্নীতির অভিযোগ, আদালত সাক্ষ্য প্রমাণ শেষে বিশ্বব্যাংকের আনা দুর্নীতির অভিযোগের কোন সত্যতা খুঁজে পায়নি এবং বাংলাদেশ সরকারকে নির্দোষ হিসেবে মামলার রায় দিয়ে সরকারের সততার এবং নিরপেক্ষতার দাবিকে স্পষ্ট করে দেয় কানাডার আদালত। শেষ পর্যন্ত বিশ্ব ব্যাংক তাদের দোষ স্বীকার করে আবারো পদ্মা সেতুর সহ বিভিন্ন প্রকল্পে ঋণ দিতে রাজি হয় কিন্তু শেখ হাসিনা সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। শেষ পর্যন্ত সরকার চীনের এক্সিম ব্যাংকের মাধ্যমে চায়না মেজর ব্রিজ কোম্পানি কে পদ্মা সেতুর কাজ দিয়ে দেয় এবং তারা যথা সময়ে পদ্মা সেতুর কাজ শেষ করে সরকারকে বুঝিয়ে দেয়। এরই মধ্যে ডক্টর ইউনূস আর আমেরিকার বিরোধিতা করার কোন সুযোগ ছিল না।

তবে মার্কিন দালাল যারা বাংলাদেশে বসে আমেরিকার দালালি করে তারা এখন বর্তমানে ইউনূস সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করছে, তারা জামাতিওয়া এবং বিএনপি পদ্মা সেতু নির্মাণের চরম বিরোধিতা করেছিল- খালেদা জিয়া তো রাগে ক্ষোভে তার দুঃখ প্রকাশ করেই ফেলেছেন - পদ্মা সেতুতে কেউ যেন না ওঠে নিষেধ করে দিয়েছেন, এটি নাকি পুরনো লোহা লক্কর দিয়ে তৈরি - যেকোনো সময় এটি ভেঙে পড়তে পারে। কত বড় হিংসুটে, রাষ্ট্রদ্রোহী হলে একটি দেশের সবচেয়ে দামি এবং প্রয়োজনীয় এই সেতুর বিরোধিতা করতে পারে।

উল্লেখ করা প্রয়োজন বিএনপি জামাতের বাহিনী পদ্মা সেতু ভেঙে ফেলার চেষ্টা করেছিল, এমনকি সেতুর নাট বল্টু খুলে নিয়ে গিয়েছিল। কোন কিছু করতে না পেরে পদ্মা সেতুর উপর দাঁড়িয়ে তারা প্রস্রাব পর্যন্ত করে নিজেদের বিরোধিতা প্রকাশ করেছিল। এই সন্ত্রাসীরা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনে আজ বাংলাদেশকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে - বাংলাদেশের সমস্ত নামিদামি স্থাপনা ধ্বংস করে দিয়েছিল, যেমন - আমাদের মেট্রোরেল ধ্বংস করে দিয়েছিল এই জামাত-বিএনপির সন্ত্রাসীরা। আজ সারা বাংলাদেশকে একটি ধ্বংসস্তুপে পরিণত করেছে।

ড. ইউনূস চেয়েছিল আজীবন গ্রামীণ ব্যাংকের এমডি হিসেবে বহাল থাকবেন, কিন্তু সরকার তা চায়নি বলে তাকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল গ্রামীণ ব্যাংক থেকে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল হিলারি ক্লিংটন তখন ছিলেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী তিনি সরাসরি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ফোন করেছিলেন ড. ইউনূসকে কেন সরানো হলো তার গ্রামীণ ব্যাংক থেকে। শেখ হাসিনা বলে দিয়েছেন বাংলাদেশের সরকারি চাকরির বয়সসীমা নির্দিষ্ট করা আছে- ৬৫ বছর, এটি অতিক্রম করলে সে যেই হোক তাকে চাকুরী থেকে বিদায় নিতে হবে - ডক্টর ইউনস্ু তার ব্যতিক্রম নয়। এই কারণে ড. ইউনূস ছিল শেখ হাসিনার উপর প্রতিশোধ পরায়ণ। আন্তর্জাতিক কিছু বিষয় নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আমাদের উপর অন্যায় আচরণ করেই যাচ্ছে যেমন রোহিঙ্গা ইস্যু।

২০১৭ সালের অক্টোবর মাসে প্রায় অর্ধ মিলিয়ন রোহিঙ্গা শরণার্থীকে বাংলাদেশে ঢুকিয়ে দেয়া হয় জোর করে। ক্রমান্বয়ে এর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় দেড় মিলিয়ন। রাখাইন রাজ্যের অধিবাসী রোহিঙ্গারা বংশ পরম্পরায় বসতি স্থাপন করে বছরের পর বছর সেখানে বসবাস করে আসছে এবং তারা খুব শান্তিপ্রিয় একটি জনগোষ্ঠী। কিন্তু নানাভাবে সরকার তাদের নির্যাতন করত আর এখনো করছে। তাদেরকে বার্মার নাগরিকত্ব দেয়া হয়নি, নানারকম নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে দিয়ে রেখেছে, যেমন কোনো আন্দোলন সংগ্রাম করা যাবে না, এমনকি নিজ দেশের অভ্যন্তরে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যেতে পারবে না, যেতে হলে সরকারি অনুমতি লাগবে, এমনকি জরুরী

এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

> এই সুযোগে বাংলাদেশের গোটা পার্বত্য অঞ্চল কে অস্থির করার জন্য আরাকান আর্মির সহজ অনুপ্রবেশ হবে বাংলাদেশে এবং একই সাথে বিভিন্ন সন্ত্রাসী গ্রুপ যেমন কুকি চিনের মত সন্ত্রাসীদের সহজ অনুপ্রবেশ ঘটানো হবে। এমনকি শুনেছি পার্বত্য এলাকায় খ্রিস্টান রাষ্ট্র স্থাপনের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা রয়েছে ইউরোপের এবং আমেরিকার। রোহিঙ্গা, আরাকান আর্মি, খ্রিস্টান রাষ্ট্র সবকিছুই হবে স্বাধীন বাংলার সার্বভৌমত্বকে বিলীন করে দেয়া

Editor & Publisher : Shah Nawaz
Managing Editor : Rano Nawaz
City Editor : Anik Raj
General Manager : Abubakar Siddique

সম্পাদক ও প্রকাশক : শাহ্ নেওয়াজ
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক : রানো নেওয়াজ
সিটি এডিটর : অনিক রাজ
জেনারেল ম্যানেজার : আবুবকর সিদ্দিকী

Weekly Ajkal
71-16 35th Ave, Jackson Heights, NY 11372, USA.
Ph: 646-267-7751, Fax: 718-865-9130
web: www.ajkalnewyork.com
e-mail: ajkalnews@gmail.com

ট্রাম্পের নীতি এবং ইসরায়েলের ভবিষ্যৎ

মার্কো কার্নেলস

সম্প্রতি মধ্যপ্রাচ্যের তিনটি দেশ-সৌদি আরব, কাতার আর সংযুক্ত আরব আমিরাত সফর করেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তার এ সফরের উদ্দেশ্য ছিল মূলত দুটি। তার প্রথমটি হলো, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এই বিশ্বাস তৈরি করা যে, 'আমেরিকা ফার্স্ট' নামে যেই নীতি তার প্রশাসন গ্রহণ করেছে, তা শুধু আমেরিকানদের জন্যই নয়: একই সঙ্গে গোটা বিশ্বের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য মঙ্গলকর। তিনি আশা করছেন যে, আমেরিকার বহু মিত্র রাষ্ট্রের জন্য এ নীতি অনুপ্রেরণা জোগাবে। বর্তমানে এ বার্তাটা তিনি সবার কাছে পৌঁছাতে চাচ্ছেন যে, হোয়াইট হাউসে রিপাবলিকান দলের প্রার্থী থাকুক অথবা ডেমোক্রেট দলের, দিন শেষে যেটা আমেরিকার জন্য কল্যাণকর, সেটা পুরো বিশ্বের জন্যও কল্যাণকর। এ নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তিনি বেশ কৌশলে অগ্রসর হচ্ছেন। যেমন সফরের জন্য তিনি বেছে নিয়েছেন মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে ধনী তিনটি দেশ, যেন মার্কিন অর্থনীতিতে আরব অঞ্চলের বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়।

স্নায়ুযুদ্ধের পর আমেরিকার প্রতি বিশ্ববাসীর যে বিশ্বস্ততা জন্মাতে শুরু করেছিল, তা ২৫ বছর ধরে ক্রমাগত হ্রাস পেয়েছে। এ সময়ের ভেতর আমেরিকার তত্ত্বাবধায়নে মধ্যপ্রাচ্যে একের পর এক অন্তহীন যুদ্ধ পরিচালনা করা হয়েছে। ফলে আঞ্চলিক বিশৃঙ্খলা ও অবৈধ অভিবাসনের স্রোতে এ অঞ্চলকে অস্থিতিশীল করে তুলেছে। এর ওপর নিষেধাজ্ঞাভিত্তিক পররাষ্ট্রনীতি আমেরিকার প্রতিপক্ষ রাষ্ট্রগুলোকে যেমন ক্ষুব্ধ করেছে: একইভাবে তার মিত্র রাষ্ট্রগুলোকেও করেছে অসন্তুষ্ট। আর ওয়াল স্ট্রিটের শেয়ারবাজারে আমেরিকানদের লাগামহীন কর্মকাণ্ড বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা ডেকে এনেছে। এসব কারণে আমেরিকার সাধারণ নাগরিকদের পাশাপাশি ভুগতে হয়েছে গোটা বিশ্বের মানুষকে।

তার ওপর রয়েছে আদর্শিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়। কোন সংস্কৃতিটা ঠিক আর কোনটা বেঠিক, সেটা যেন আমেরিকানরাই নির্ধারণ করে দিচ্ছে। এ কাজ করতে গিয়ে সম্প্রতি মার্কিন সমাজেও নজিরবিহীন বিভক্তি দেখা দিয়েছে। এখন আমেরিকানদের দেখা যাচ্ছে, একে অন্যের বিপরীতে শক্ত নৈতিক অবস্থান নিতে। আবার দেশটির অর্থনৈতিক নীতিগুলো দিনকে দিন সম্পদশালী অভিজাত শ্রেণিকে আরও সুবিধা দিয়ে চলেছে। আরও বঞ্চিত করে যাচ্ছে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে। একদিকে যেমন দেশটিতে বৈষম্য আর ক্ষোভ বেড়ে চলেছে, অন্যদিকে দেশটির ঋণের অঙ্ক দাঁড়িয়েছে ৩৬ লাখ কোটি টাকা।

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে। নিকট ভবিষ্যতে দেখা যাবে বহুকেন্দ্রিক এক নতুন বিশ্বব্যবস্থা, যার নেতৃত্বে থাকবে চীন আর তার ব্রিকস জোট। আমরা বর্তমানে মার্কিন আধিপত্যের সমাপ্তির মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। এ প্রেক্ষাপটে ট্রাম্প গালফ অঞ্চল সফর করেছেন দেশের ভাবমূর্তি পুনর্গঠনের আশা নিয়ে। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি যে বিতর্কিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করেছিলেন, তার মধ্যে অন্যতম ছিল তার শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত। এ পদক্ষেপের কারণে চীন ছাড়াও অনেক মিত্র রাষ্ট্রকেও তিনি আমেরিকার প্রতি ক্ষুব্ধ করে তুলেছেন। এ শুল্কনীতি যুক্তরাষ্ট্রের শক্ত অর্থনৈতিক স্তম্ভগুলোকে নড়বড়ে করে তুলেছে, যার মধ্যে প্রধান একটি হলো যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি বন্ড। সম্প্রতি এ বন্ডের সুদের হার ৫ শতাংশের নিচে, বিপজ্জনক সীমায় নেমে গেছে। এর ফলে জাতীয় ঋণের পুনঃঅর্থায়ন প্রক্রিয়া আরও জটিল ও শঙ্কাজনক হয়ে পড়েছে। এসব ত্রুটি শোধরানোর অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ভাবমূর্তি গড়তে চাচ্ছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। আর সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো বিদ্যমান নীতিকেই অমোচনীয় বলে মনে করছেন না তিনি। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বিতর্কিত শক্তি, বিশ্বের রিজার্ভ মুদ্রা হিসেবে মার্কিন ডলারের মর্যাদাও এখন আলোচনার অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে ওয়াশিংটন এখনো এ বিশেষ সুবিধাটা ছেড়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত নয়। যদিও বর্তমান প্রেক্ষাপটে এ আলোচনার গুরুত্ব সম্পর্কে তারা ওয়াকিবহাল আছে এবং আশা করছে যে, ডলার সংকট নিরসনে বিশ্বের অন্যান্য দেশ তাদের সহযোগিতা করবে।

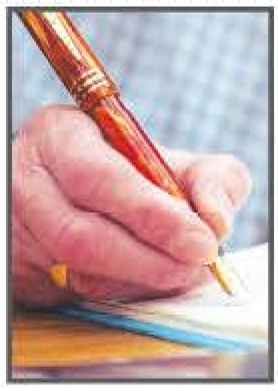

আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রাঙ্গণে মধ্যপ্রাচ্যের গুরুত্ব একবিংশ শতাব্দীতে কোনো অংশেই কমেনি, বরং বেড়েছে। একদিকে যেমন এ অঞ্চল বিশ্বের জ্বালানি সরবরাহের জন্য অপরিহার্য, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্যও তার গুরুত্ব তুলনাহীন। তাই ট্রাম্পের গালফ সফরের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল মধ্যপ্রাচ্যে 'প্যাক্স আমেরিকানা' তত্ত্বকে পুনরুজ্জীবিত করা। প্যাক্স আমেরিকানা এমন একটি নীতি, যার মূল উদ্দেশ্য হলো আমেরিকার নেতৃত্বে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করা। এই নীতি অনুযায়ী, আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠার শ্রেষ্ঠ পন্থা হলো আমেরিকার অর্থনৈতিক ও পররাষ্ট্রনীতিগুলোকে সমর্থন করা। কারণ আমেরিকার উন্নতির ওপর বৈশ্বিক অগ্রগতি নির্ভরশীল। এদিকে মধ্যপ্রাচ্যকে হাতে রাখতে পারলে আমেরিকা যেমন অবাধ্য মিত্রদের বাধ্য করতে সমর্থ হবে, অন্যদিকে প্রতিক্রিয়াশীল শত্রুদেরও চাপে রাখতে সক্ষম হবে।

তবে মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার রাজনীতি চর্চা করাটা মোটেই সহজ কাজ নয়। যেমন, আরব বিশ্বে উত্তেজনা বৃদ্ধি পেলে ইউরোপের বিরুদ্ধে অভিবাসনকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে আমেরিকা। কিন্তু এরপর ২৪ পৃষ্ঠায়

কিন্তু ট্রাম্প নতুন নীতিমালা বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। স্থিতিশীল আর নির্ভরযোগ্য শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ার ব্যাপারে আগ্রহী তিনি। এর মধ্যে রয়েছে উপসাগরীয় অঞ্চলের নেতারা এবং তুরস্কের প্রেসিডেন্টও। এসব দেশের সঙ্গে তিনি নতুন করে সম্পর্ক দৃঢ় করছেন এবং আশা করছেন যে, রাশিয়া ও চীনও ভবিষ্যতে তার সঙ্গে যোগ দেবে। কারণ বস্তুত তার নতুন নকশার কেন্দ্রে রয়েছে এই বিশ্বাস যে, বাণিজ্যিক চুক্তিই সর্বপ্রকার সংকটের উপশম হতে পারে। তার উদ্দেশ্য যদি এটা হয় যে, অর্থনীতির মাধ্যমে রাজনৈতিক সমস্যাগুলোর সমাধান করা, তবে তার জন্য শুভ কামনা। বিশ্বের অন্যান্য নেতাকে আসন্ন ধাক্কা সামলানোর জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে, বিশেষ করে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে

জনগণ আসলে কী চা

জাহীদ রেজা নূর

শ্রমজীবী মানুষের শ্রমের ন্যায্যমূল্য আদায় করতে চায়। এ রকম আরও অনেক চাওয়া রয়েছে। জনগণ বিশাল বহর নিয়ে প্রধান উপদেষ্টার সরকারি বাসভবন ঘেরাও করতে পারে না। জনগণ পরিকল্পিতভাবে যোগসাজশ করে কৌশলী খেলা খেলতে পারে না। সেই ইচ্ছাও তাদের নেই। তারা রাজনীতির এই বিশৃঙ্খল খেলা দেখতে দেখতে ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে গেছে। দলবাজি, চাঁদাবাজি, মিথ্যা ইত্যাদির চাপে আশা-আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ ভরাডুবি হওয়ার আগেই জনগণ অন্তত স্বাভাবিক জীবনযাপনের গ্যারান্টি চায়। এ দেশে একটা মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল, সে-কথা দেশের জনগণের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হয়। সেই মুক্তিযুদ্ধকে অপমান বা অবমাননা করার হাত থেকে বাঁচাতে চায় জনগণ। সে কথা জনগণের সেবক তথা রাজনীতিবিদদের বুঝতে হবে

ঘোলাটে হয়ে আছে দেশের রাজনীতি। স্বাধীনতা লাভের পর কখনো এতটা অনিশ্চয়তার মধ্যে দেশ পড়েনি। অরাজকতার আভাস সর্বত্র। কেউ কাউকে বিশ্বাস করছে না। এমনকি খোদ সরকারের মধ্যেই কোন উপদেষ্টাদের অপসারণ করতে হবে, তা নিয়ে চলছে হল্লা। কেউ চাইছেন আসিফ নজরুল, সালেহউদ্দিন আহমেদ, ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদরা উপদেষ্টার পদ থেকে দূর হোক; কেউ চাইছেন মাহফুজ, আসিফরা উপদেষ্টা না থাকুক। আর সবচেয়ে বড় বিস্ময় হলো, প্রধান উপদেষ্টা আর কারও কাছে নয়, এনসিপির নেতা নাহিদ ইসলামের কাছেই নিজের পদত্যাগের অভিপ্রায় জানালেন! এরপর যা যা ঘটেছে, সেগুলোও পাঠক জানেন।

বিগত কয়েক দিনে যে ঘটনাগুলো ঘটেছে, তার কোনো সরল ব্যাখ্যা দেওয়া কঠিন। একমাত্র দিশাহীন, লক্ষ্যহীন এবং পরিণামহীন ভাবনা থেকেই এই ঘটনাগুলো বেড়ে উঠতে পারে। স্বাধীনতার অর্থ যেন বদলে গেছে। এখন সবাই এতটা স্বাধীন হয়ে উঠেছে যে অন্যের স্বাধীনতা নিয়ে আর ভাবছে না। অন্যকে হুমকি-ধমকি দেওয়ার মধ্যে স্বাধীনতার একটা উদ্দেশ্য খুঁজে পাচ্ছে। যেকোনো সময় 'আর ঘেরাও খেলি', 'বয়কট খেলি', 'পদত্যাগ খেলি' যেন গায়ে সওয়া হয়ে যাচ্ছে। অপরিপক্ব মস্তিষ্কের ভাবনা যদি দেশজুড়ে রাজত্ব করতে থাকে, তাহলে পথের দিশা খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়। অনভিজ্ঞতা ও অসততা একসঙ্গে মিললে যা হয়, কোথাও কোথাও তো তারও দেখা পাচ্ছে সাধারণ জনগণ। স্বৈরাচার শব্দটাকে পরিবর্তন করে ফ্যাসিবাদ শব্দটি ব্যাপকভাবে চালু হওয়ার পর দেখা যাচ্ছে, শুধু এই শব্দটির প্রেমেই রাজনৈতিক দলগুলো পড়েনি, কীভাবে তার বাস্তব প্রয়োগ করা যায়, তারও হদিস খুঁজে বেড়াচ্ছে। এ এক বিতিকিচ্ছি অবস্থা।

৫ আগস্টের পটপরিবর্তনের পর এমন অনেক রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীর দেখা মিলেছে, যাঁদের আগে কেউ চিনতেন না। ভাবুক কিংবা চিন্তক হিসেবে তাদের কোনো অবদান আছে বলেও কেউ শোনেননি। কিন্তু এখন প্রতিনিয়ত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং মূল গণমাধ্যমে সে রকম অনেককেই দেখা যায় এবং তাদের মুখ থেকে এমন সব কথা শোনা যায়, যার অনেক কিছুর মধ্যেই থাকে প্রতিহিংসার ছাপ। এই নব্য ভাবুকদের কথাবার্তায় সামনের দিনগুলো নিয়ে কোনো পরিকল্পনা চোখে পড়ে না। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকে তাদের অনেকেই সন্দেহের চোখে দেখে। তার চেয়ে বড় কথা, যারা ১৯৭১ সালে ঘোষণা দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল এবং পাকিস্তানি হানাদারদের সঙ্গে মিলে বাঙালিদের হত্যা করেছিল, তাদের বিচার কেউ চাইছে না এখন। নিজেরা যে কাজগুলো করছে এবং তাদের কথা সেই কাজগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে জনগণের মনে কোনো প্রশ্ন জাগছে কি না, সে ব্যাপারেও তাদের অনেকেই অন্ধ থাকছে। 'নতুন বন্দোবস্ত' শব্দ দুটি এখন অনেকের মনেই আতঙ্ক ছড়াচ্ছে। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে অরাজকতা। আর তারই সুরে যদি নতুন বন্দোবস্তের কথা শুনতে হয়, তাহলে জাতির ভাগ্যে ভালো কিছু আছে বলে মনে হয় না।

অনেকের মনে পড়ে যাবে, আগস্টের পটপরিবর্তনের পর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে নিয়ে প্রেসক্লাবে আয়োজন করা হয়েছিল একটি অনুষ্ঠান। কেন হঠাৎ করে এই জিন্নাহপ্রীতি, তা নিয়ে কি জনগণের মনে প্রশ্ন জাগেনি?

এ ঘটনা বুঝিয়ে দিচ্ছিল, দেশের গন্তব্য কোন দিকে। এরপর চারদিকে 'পাকিস্তান পাকিস্তান' রব উঠেছিল। অভ্যুত্থানের নেতাদের কেউ কেউ একাত্তরকে চোখেই দেখছিল না, তাদের কাছে ১৯৪৭-এর পর এসে হাজির হয়েছিল ২০২৪ সাল। এমনকি ১৯৭১ সাল যেন জাতির জন্য কিছুই নয়-এ রকম একটি বার্তা দেওয়া হচ্ছিল বিভিন্ন মহল থেকে।

কিছুটা সময় পার হওয়ার পর বোঝা যাচ্ছিল, যারা আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিল, তাদের দেশ নিয়ে কোনো ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ছিল না। এত দ্রুত সরকারের পতন হবে, সে রকম ধারণাও বুঝি ছিল না। ফলে তড়িঘড়ি ক্ষমতায় এসে যারা জনগণকে পথের দিশা দেখাবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তাদের না ছিল পূর্বপ্রস্তুতি, না ছিল অভিজ্ঞতা। যত দিন যাচ্ছে, ততই সরকারের বিভিন্ন ব্যর্থতার কাহিনি প্রকাশ পাচ্ছে। বিশেষ করে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইংয়ে যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের কেউ কেউ এমন সব কথা বলে যাচ্ছেন, যাতে মনে হয় এ দেশে নির্বাচিত সরকারের কোনো প্রয়োজন নেই। মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে, সময়মতো নির্বাচন দেওয়ার ব্যাপারে একটা গড়িমসি চলবে। কয়েক দিন ধরে পদত্যাগের নাটকটি যেভাবে মঞ্চস্থ হয়েছে, তাতে অনেকেই বলছেন এটা নিজের জনপ্রিয়তা যাচাইয়ের জন্য ড. ইউনূসের একটি কৌশল। যে সংস্কারের কথা বলা হয়েছিল, তার প্রতি এই সরকার কতটা বিশ্বস্ত রয়েছে, তা নিয়েও জনমনে প্রশ্ন উঠেছে। রাজনীতিবিদদের অনেকেই বলার চেষ্টা করছেন, সংস্কার ছাড়া নির্বাচন হবে না। যে পরিবর্তন আনতে চাওয়া হয়েছে, তাতে সংস্কারের জায়গাটি আগে, এরপর নির্বাচনের ভাবনা। কিন্তু তাঁরা ঠিক করতে পারছেন না কোন কোন বিষয়ে সংস্কার করবে এবং কোন কোন সংস্কার মূলত নির্বাচিত সরকারের করা উচিত। এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

ভোগ-উপভোগে নাকাল চেতনা

ইলিয়াস হোসেন

> উপরন্তু আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, স্থবির অর্থনীতি, সামাজিক-সাংস্কৃতিক অঙ্গনের অসন্তোষে সরকারের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন দানা বাঁধছে। এমনকি সুচিকিৎসার অভাবে বিষপানে আত্মহত্যার চেষ্টা করছে জুলাই আন্দোলনের মৃত্যুঞ্জয়ী সৈনিকরা। এমন পরিস্থিতিতে চব্বিশের চেতনা বলে শুধু মুখে ফেনা তুললে হবে না। বৈষম্যহীন রাষ্ট্র গঠনের নমুনা না দেখায় সন্দেহ বাড়ছে সব শ্রেণি-পেশার মানুষের মাঝে। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে কুক্ষিগত করে দেশজুড়ে অনাচার করায় পালাতে বাধ্য হয়েছে আওয়ামী লীগ। দলটি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও একাত্তর স্বমহিমায় ফিরেছে সাধারণ মানুষের কাছে। এটা দেখে অন্তত অভ্যুত্থানের কৃতিত্ব নিয়ে কাড়াকাড়ি এবং জুলাই চেতনা নিয়ে বাড়াবাড়ি থেকে নিবৃত্ত থাকা উচিত সব পক্ষের

শাশুড়ি জিজ্ঞাসা করলেন, বৌমা তুমি কি রান্নাঘরে এনজয় করো? বৌমা আত্মবিশ্বাস নিয়ে জানালেন, জ্বি মা। খুশির বদলে খেঁকিয়ে উঠলেন শাশুড়ি, এজন্যই তো তরকারি পোড়ে! হকচকিয়ে গেলেন বৌমা। তিনি তো রান্নাটা উপভোগই করেন। ভোগের আয়োজন কি উপভোগ্য হতে পারে না! ভুল কী বললেন? আর শাশুড়িইবা কী বুঝলেন! এনজয়কে 'নির্দিষ্ট' এক অর্থেই তিনি ব্যবহার করে থাকেন হয়তো। এরকম বোঝাপড়ায় ঘাটতি থাকলে সম্পর্কে নানা ধরনের বিপত্তি ঘটতে পারে।

জুলাই অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল ও বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে ঘাটতিটা দিন দিন প্রকট হয়ে উঠছে। জনকল্যাণে সরাসরি নিবেদিত থাকা যায় বলে ক্ষমতাকে উপভোগ করেন অনেক রাজনীতিবিদ। বিষয়টি সহনীয় না হলে তাদের বিরুদ্ধে ভোগের অভিযোগ ওঠে। রাজনীতিবিদ ছাড়াও সরকারি-বেসরকারি দায়িত্বশীলদেরও সুযোগ রয়েছে ভোগ-উপভোগের। এ ক্ষেত্রে পরিমিতি বোধের ওপর নির্ভর করে নাম-বদনামের।

বিশেষায়িত পেশায় এটার আশঙ্কা বেশি। আইনজীবী-সাংবাদিক-পুলিশ-চিকিৎসকের মতো পেশা সরাসরি জনসম্পৃক্ত। মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সেবা দিতে হয়। মন থেকে উপভোগ করার মতো সুযোগ রয়েছে। আবার সরাসরি ক্ষমতা দেখানোও যায়। ব্যক্তির অসহায়ত্ব পুঁজি করে নিজের দম্ভ প্রকাশের অসীম সুযোগ রয়েছে। আইনের মারপ্যাঁচ, কলমের খোঁচা আর ব্যক্তির বিশ্বাসকে ধারণ করে মহান না হয়ে দানবও হয়ে ওঠে কেউ কেউ। এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, রাষ্ট্র পরিচালনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ভোগ-উপভোগ জ্ঞান। তাদের ধারণার ওপর নির্ভর করে কোটি কোটি জনগণের জীবন-জীবিকা? তাদের রুচি ও অভ্যাসের প্রভাব পড়ে রাষ্ট্রযন্ত্রে। পতিত ফ্যাসিস্ট সরকারের ভোগবাদ থেকে বেরিয়ে পুরো জাতি অপেক্ষা করছে একটি বৈষম্যহীন দেশের নাগরিকত্ব উপভোগের জন্য। কিন্তু ১০ মাসে মন্ত্রীর বদলে উপদেষ্টা ছাড়া তেমন সংস্কার দেখছে না জনগণ। এমনকি গণঅভ্যুত্থানে জানবাজি রাখা অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে শুরু হয়েছে অবিশ্বাসের কাদা ছোড়াছুড়ি। একাত্তরের চেতনাকে নিজস্ব সম্পত্তি মনে করত আওয়ামী লীগ। এখন চব্বিশের চেতনা নিয়ে একই অভিযোগ উঠছে এনসিপিসহ বেশ কয়েকটি দল ও সংগঠনের বিরুদ্ধে।

এরই মধ্যে অভ্যুত্থানে অংশ নেওয়া একাধিক সহযোদ্ধার বিরুদ্ধে দুর্নীতির তদন্তে নেমেছে দুদক। অভ্যুত্থানকারী কোনো কোনো ছাত্রনেতার তদবির-বাণিজ্য ও ধার করা বিলাসী জীবনের সমালোচনা হচ্ছে দেশজুড়ে। কারও কারও শারীরিক ভাষা 'মুই কি হনু টাইপে'র। ১০ মাস আগে জীবনের ঝুঁকি নেওয়া ছেলেটি এখন ব্যস্ত নিজের জীবন সাজাতে। জনসেবাকে উপভোগ করার বদলে ক্ষমতা ভোগকে মুখ্য মনে করছে। এ পারসেপশন (ধারণা) দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া ছাত্রনেতাদের দল এনসিপিও গতানুগতিক রাজনৈতিক চালাকি করছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে বিশ্লেষকদের কাছে। নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণের স্বপ্ন দেখালেও পুরোনো পথেই হাঁটছে এনসিপি। কর্মী সংগ্রহ, দলীয় আদর্শ প্রচার, সর্বোপরি সাংগঠনিক তৎপরতার চেয়ে জনপ্রিয় ইস্যুতে তাদের বক্তব্য-বিবৃতি দেওয়ায় ঝোঁক বেশি। দীর্ঘদিনের পোড়খাওয়া রাজনীতিবিদদের সঙ্গে কথার যুদ্ধে জড়িয়ে যাচ্ছে তরুণ তুর্কিরা। কথা ভালো বললেও অভিজ্ঞতার অভাব থাকায় জনমনে বিভ্রান্তি তৈরি হচ্ছে। সাধারণ মানুষ তাদের এ আচরণকে জ্যাঠামি মনে করছে। দুজন সহযোদ্ধা সরকারের উপদেষ্টা পরিষদে দায়িত্ব পালন করছেন। এনসিপি বলছে, তাদের সঙ্গে সম্পর্ক নেই। এ কথা শুনে লোকে হাসে। সাধারণ মানুষ এনসিপিকে সরকারি দল মনে করে। সমালোচকরা 'কিংস পার্টি' বলে।

ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার নির্দলীয় ও অনির্বাচিত। অভ্যুত্থানের ফসল। বিএনপি-জামায়াতসহ অভ্যুত্থানকারী সব রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের সমর্থনে গঠিত। এমনকি ১০ মাস ধরে সরকার পরিচালিত হচ্ছে তাদেরই স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতায়। সম্পূর্ণ নতুন ধরনের এ সরকার গঠনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখে সেনাবাহিনী। তবে 'সেনা সমর্থিত' তকমা লাগেনি ইউনূস সরকারের পরিচিতিতে। কিন্তু সম্প্রতি করিডোর, চট্টগ্রাম বন্দর, সংস্কার-বিচার-নির্বাচনে ধীরগতিসহ সরকারের নানামুখী তৎপরতায় দূরত্ব বেড়েছে রাজনৈতিক দল ও সেনাবাহিনীর সঙ্গে। একপর্যায়ে হতাশ-ক্ষুব্ধ ড. ইউনূস প্রধান উপদেষ্টার পদে থাকতে চান না বলে খবর ছড়িয়ে পড়ে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান উপদেষ্টার আমন্ত্রণে রাজনৈতিক দলগুলো ধারাবাহিক বৈঠক করে ড. ইউনূসের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করে। পাশাপাশি নিজেদের দাবিগুলো তুলে ধরে।

ডিসেম্বরে নির্বাচন ও উপদেষ্টা পরিষদ পুনর্গঠনের দাবি করে বিএনপি। সংস্কারের পর দ্রুত নির্বাচন চায় জামায়াত। আগের মতোই এনসিপি সংসদের আগে গণপরিষদ ও স্থানীয় সরকার নির্বাচন চেয়েছে। বৈঠক শেষে প্রেস সচিব শফিকুল আলম প্রধান উপদেষ্টাকে উদ্ধৃত এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

BEST TAX EXPRESS INC.

ট্যাক্স
একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

অহেতুক ঝামেলা এড়াতে
অভিজ্ঞ সিপিএ'র তত্ত্বাবধানে
ট্যাক্স ফাইলিং করুন।

tax refund

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং,অডিট,ফাইন্যানসিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং , অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, লাইসেন্স ও পে-রোল,আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ।

Individual And Business Tax, Audit, Financial Statement, Bookkeeping, Non-profit Business Setup, Licensing & Payroll, Specialized In IRS & NYS Tax Problem Resolution

FINANCE, ACCOUNTING, TAX FILING, AUDIT & CONSULTING
(Business & Non profit)

Call Us
+1 (646) 253-4798
+1 (718) 878-6878

Email Us
besttaxexpress@gmail.com

OpenTime
Seven Days in a Week
(07.00 AM - 10.00 PM)

Website
www.besttaxexpress.com

Endicott Branch
103 Washingtone Avenue 2nd Fl, Endicott, NY 13760

Main Branch
168-29 Hillside Ave. 2nd floor, Suit-2 Jamaica, NY 11432

Buffalo Branch
1288 Fillmore Avenue, Buffalo, NY 14211

Jamaica Branch
159-06 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11432

Woodside Branch
69-07 Roosevelt Avenue 2nd Fl, Woodside, NY 11377

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'

এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

Timothy Bompart
Attorney at Law

এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration

Moin Choudhury
Attorney at Law

(To Schedule Appointment Only)

Call:917-282-9256

E-mail: moinlaw@gmail.com

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Manhattan Office By Appointment Only.

Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

গণ-অভ্যুত্থানগুলোর পরিণতি হতাশাজনক

> উনসত্তর ও নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থানের সঙ্গে ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানের মৌলিক পার্থক্য মোটা দাগে স্পষ্ট। ৫ আগস্টের পর দেশজুড়ে মব ভায়োলেন্সের মহোৎসব চলেছে। চলেছে বিগত সরকারের সংশ্লিষ্টতার অজুহাতে শিল্পকারখানায় আগুন দিয়ে, ভাঙচুর করে বন্ধ করে দেওয়া। এতে অগণিত শ্রমিক বেকারে পরিণত হয়েছেন। নিজ ছাত্রদের দ্বারা শিক্ষকদের লাঞ্ছিত ও প্রতিষ্ঠান থেকে বলপূর্বক বের করে দেওয়ার মতো অজস্র ঘটনা ঘটেছে। দেশে আইনশৃঙ্খলার চরম অবনতি এবং মানুষের জানমালের নিরাপত্তা দেওয়ার রাষ্ট্রীয় বাহিনীর কাউকে এগিয়ে আসতে দেখা যায়নি। সন্ত্রাসের জনপদে পরিণত হয়েছে দেশ। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার এমন ভয়াবহতা অতীতে দেখা যায়নি। তাই উনসত্তর ও নব্বইয়ের অভ্যুত্থানের সঙ্গে ২০২৪-এর গণ- অভ্যুত্থানের মৌলিক পার্থক্য স্পষ্ট রূপে দৃশ্যমান

মযহারুল ইসলাম বাবলা

আমার দেখা তিনটি গণ-অভ্যুত্থানের পরিণতির মধ্যে কোনো পার্থক্য খুঁজে পাইনি। প্রতিটির পরিণতি অভিন্ন। অথচ বহু ত্যাগ-আত্মত্যাগের অভ্যুত্থানগুলোর পরিণতি ঘটেছিল কেবলই ক্ষমতার হাতবদল। যে জনগণ আন্দোলনে সর্বাধিক অবদান রেখেছিল, সেই জনগণের কাছে ক্ষমতা পৌঁছায়নি। তাই গণ-অভ্যুত্থানে কেবলই শাসক বদল হয়েছে; সামষ্টিক সাফল্য আসেনি।
উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের সূত্রপাত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। মামলাটি মিথ্যা ছিল না। মামলায় অভিযুক্ত প্রয়াত কর্নেল শওকত আলী তাঁর বইতে সেটা অকপটে স্বীকার করে লিখেছেন, 'আগরতলা মামলা মিথ্যা ছিল না।' পাকিস্তান সামরিক বাহিনীতে কর্মরত বাঙালি সেনা ও কর্মকর্তাদের প্রতি অবাঙালি পাকিস্তানিদের চরম বৈষম্যপূর্ণ আচরণেই বাঙালি সামরিক বাহিনীর সদস্যদের বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। লে. কমোডর মোয়াজ্জেম হোসেনের নেতৃত্বে তাঁরা গোপনে অভ্যুত্থান সংঘটনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বিষয়টি তাঁরা শেখ মুজিবকে পর্যন্ত অবগত করেছিলেন। তিনি তাঁদের এগিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। এ জন্য স্টুয়ার্ড মুজিবসহ কজন বাঙালি সামরিক কর্মকর্তা আগরতলায় গিয়ে আলোচনা করে এসেছিলেন। দেশের সব সেনানিবাসের সামরিক বাঙালি সেনা কর্মকর্তাদের সঙ্গে পর্যায়ক্রমে সাক্ষাৎ করে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রক্রিয়ার মাঝেই পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে যায়। ফলে একে একে সংশ্লিষ্টদের গ্রেপ্তার করে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা দেওয়া হয়। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলে মামলায় প্রধান অভিযুক্ত করা হয় শেখ মুজিবকে এবং দ্বিতীয় অভিযুক্ত করা হয় লে. কমোডর মোয়াজ্জেম হোসেনকে। এ ছাড়া সামরিক-বেসামরিক আমলাদের অভিযুক্ত করে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা সেনানিবাসের ভেতরে বিশেষ আদালতে চলে।
রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা চলাকালীন সাংবাদিক আতাউস সামাদের মাধ্যমে শেখ মুজিব তাঁদের মুক্তির জন্য আন্দোলন গড়ে তুলতে মওলানা ভাসানীকে চিঠি পাঠান। চিঠিটি পাওয়ার পরক্ষণেই মওলানা ভাসানী আন্দোলন গড়ে তোলেন। আন্দোলনের টার্নিং পয়েন্ট ছিল, ২০ জানুয়ারি ১৯৬৯ ছাত্র ইউনিয়নের মেনন গ্রুপের ছাত্র ও কৃষক সংগঠক আসাদ হত্যার মধ্য দিয়ে আন্দোলন দ্রুত দেশব্যাপী গণ-আন্দোলনে পরিণত হয়। ২৪ জানুয়ারি কিশোর মতিউর হত্যার মধ্য দিয়ে আন্দোলন গণ-অভ্যুত্থানে পরিণত হয়।
অবস্থা বেগতিক দেখে আইয়ুব খান মামলা প্রত্যাহার করে গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করেন। মওলানা ভাসানীর নির্দেশ উপেক্ষা করে শেখ মুজিব গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করলেও বৈঠকের ফলাফল দাঁড়ায় শূন্য। সমঝোতার শত চেষ্টা করলেও আইয়ুব খানের প্রতি সেনাবাহিনীর সমর্থন প্রত্যাহারের ফলেই আইয়ুব খানকে ক্ষমতা থেকে বিদায় নিতে হয়। তাঁর স্থলে ক্ষমতায় আসেন অপর সামরিক শাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খান। অর্থাৎ, উনসত্তরের স্বাধিকার আন্দোলন ও গণ-অভ্যুত্থানের পরিণতি ঘটে কেবল সামরিক শাসক বদলে। নতুন শাসক ইয়াহিয়া খান নির্বাচনের মুলা ঝুলিয়ে দেওয়ার ফলে জাতীয়তাবাদী রাজনীতিকেরা নির্বাচন ও ক্ষমতার মোহে আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়ায়। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও ক্ষমতার হস্তান্তর তো পরের কথা, নানা টালবাহানা করে সময়ক্ষেপণ করে তাদের পরিকল্পিত অপারেশন সার্চলাইট বাস্তবায়নের পথে অগ্রসর হচ্ছিল। অতঃপর এল পঁচিশে মার্চের গণহত্যা। অপ্রস্তুত ও অরক্ষিত জাতিকে নির্মূলের অভিযান। বাঙালি জাতিকে কিন্তু দমন ও নির্মূল করা সম্ভব হয়নি। শুরুতে প্রতিরোধযুদ্ধ এবং মুজিবনগর সরকার গঠনের পর ভারতের সহায়তায় মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ প্রাণ এবং ২ লাখ নারীর সম্ভ্রমের ত্যাগে যুদ্ধ করে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছিল। উনসত্তরের অভ্যুত্থান-পরবর্তী আমাদের রাজনীতিকদের নির্বাচনের ফাঁদে ফেলে নির্মম গণহত্যার মাধ্যমে বাঙালি জাতিকে নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিল পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী। তবে আইয়ুববিরোধী দীর্ঘ লড়াই-সংগ্রামেই উনসত্তরের গণ- অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছিল। তাৎক্ষণিক ছিল না।

স্বৈরাচার এরশাদের বিরুদ্ধে নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থানের পরিণতির পরম্পরা আমরা দেখেছি। এরশাদবিরোধী গণ-অভ্যুত্থানেও যে সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছিল, সর্বদলীয় ঐকমত্যের গণ-অভ্যুত্থান-পরবর্তী নির্বাচনের মাধ্যমে জাতিকে রাজনৈতিক বিভক্তির অভিমুখে ঠেলে দেওয়া হয়। নির্বাচনে জয়ী বিএনপি সরকার গঠন করলেও গণ-অভ্যুত্থানের যে তিন জোটের রূপরেখা বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করেছিল, ক্ষমতা পাওয়ার পর বিএনপি সেই রূপরেখা বাস্তবায়ন না করে অঙ্গীকার ভঙ্গ করে সামরিক শাসনের সংস্কৃতি ধারণ করে বসে। একইভাবে ওই সংস্কৃতির বৃত্তে আটকে পড়ে আওয়ামী লীগও। এরশাদের পতন বাস্তবে গণ-অভ্যুত্থানে সম্ভব ছিল না, যদি না সামরিক বাহিনী তাদের সমর্থন প্রত্যাহার না করত। নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থানের সাফল্যেও সমষ্টিগত মানুষের আকাঙ্ক্ষার পেছনে ছুরিকাঘাত করতে দ্বিধা করেনি আমাদের শাসক দল দুটি।
জুলাই আন্দোলনখ্যাত গণ-অভ্যুত্থানের ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর নিষ্ক্রিয় ভূমিকায়ই অভ্যুত্থান সফল হতে পেরেছে। অভ্যুত্থানের পরিণতি ঘটেছে কেবল শাসক বদলে। ব্যবস্থার বদল ঘটেনি। এই অভ্যুত্থানে সর্বস্তরের এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

সমাবেশটি আগের মতো ছুটির দিনেও হতে পারতো

রাফসান গালিব

দুপুর থেকে গোটা কাওরানবাজার এলাকাটি স্থবির হয়ে আছে। কোনো গাড়ি চলছে না। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চললেও একটু এগোচ্ছে তো, আবার থেমে যাচ্ছে। প্রখর রোদ ও প্রচণ্ড গরমে গণপরিবহনের ভেতরে মানুষ ঘেমেনেয়ে একাকার। অনেকে যানবাহন থেকে নেমে হাঁটা ধরেছে।
কাওরানবাজারের পূর্ব দিকে হাতিরঝিলের মুখের সামান্য আগে নেমেছে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে। সেখান থেকে শুরু করে মগবাজার এলাকায়ও একই পরিস্থিতি; বরং আগে যে পরিস্থিতি কখনো দেখা যায়নি, তা হলো এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের ওপরে পার্কিং করে রাখা বাস। মূলত যানজটের কারণে বাসগুলো এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের ওপরেই আটকে পড়েছিল। যাই হোক, ফলে কয়েক ঘণ্টা ধরে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েটিও অনেকটা স্থবির হয়ে যায়।
রাজধানী ঢাকা শহর কখন কী কারণে এমন স্থবির হয়ে যায়, রাস্তায় নামা ছাড়া তা বোঝা মুশকিল। তবে যে কেউ ধারণা করে নেন যে হয়তো কোথাও আন্দোলন-মিছিল বা দাবি আদায়ের কর্মসূচিতে রাস্তা আটকে রাখা হয়েছে। এটিই যেন এ শহরের 'স্বাভাবিক' চিত্র। এ কারণে যে দিনের পর দিন দুর্ভোগের মুখে পড়তে হয় ঢাকাবাসীকে, তা-ও যেন গা-সওয়া হয়ে গেছে বলা যায়; কিন্তু কথা হচ্ছে, এভাবে একটি রাজধানী শহর কীভাবে চলতে পারে?
আজকের পরিস্থিতি নিয়ে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে, সকালে জামায়াতে ইসলামী নেতা আজহারুল ইসলামের মুক্তির পর জামায়াতের সমাবেশ ছিল। সেখানে দলটির বিপুলসংখ্যক নেতা-কর্মী জড়ো হয়েছিলেন। ফলে শাহবাগ ও আশপাশের এলাকায় যানজট তৈরি হয়। তবে বেলা গড়াতে না গড়াতে সেই যানজটের তীব্রতা মিরপুর ও উত্তরার কিছু এলাকা ছাড়া গোটা রাজধানীতে ছড়িয়ে পড়ে মূলত বিএনপির তারুণ্যের সমাবেশের কারণে।
আয়োজকদের প্রত্যাশা অনুযায়ী এই সমাবেশে ঢাকা, সিলেট, ফরিদপুর ও ময়মনসিংহ থেকে ১৫ লাখ তরুণের জমায়েত হওয়ার কথা। এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের ওপর আটকে থাকা গাড়িগুলো মূলত বিএনপির সমাবেশে কর্মীদের নিয়ে আসা বাস। সারি সারি বাসগুলো থেকে বিএনপি কর্মীরা নেমে পড়ছেন এবং এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ধরে হেঁটেই নেমে আসছেন মূল রাস্তায়।
এ লেখা যখন লিখছি, তখন কার্যদিবস শেষ। মানুষ অফিস থেকে বের হয়ে আসছেন। এর মধ্যে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। কাওরানবাজার এলাকা তখনো অনেকটা স্থবির। জামায়াতের সমাবেশ শেষ দুপুরের আগে, অর্থাৎ সকাল সাড়ে ১০টার আগেই; আর বিএনপির তারুণ্যের সমাবেশ শুরু হয়েছে বেলা দুইটার পর। বিকেল পাঁচটায় শেষ হওয়ার কথা থাকলেও ধারণা করি প্রায় সন্ধ্যাই হবে। এরই মধ্যে সমাবেশে আগত লাখ লাখ মানুষ ফিরতে শুরু করবেন। একই সময়ে রাজধানীর লাখ লাখ কর্মজীবীর ঘরে ফিরবেন। স্বাভাবিক কর্মদিবসেই যানজটের কারণে অনেক কর্মজীবীই ঠিক সময়ে ঘরে ফিরতে পারেন না। আর আজকের কথা ভাবুন তো!

রাজধানীতে বিএনপির আগের বড় সমাবেশগুলো নিয়ে যে প্রচার-প্রচারণা দেখা গিয়েছিল, আজকের কর্মসূচি নিয়ে সেটি তেমন ছিল না। ফলে অনেক মানুষ জানতেনই না যে আজকে বড় একটি রাজনৈতিক সমাবেশ আছে। বিষয়টি জানা থাকলে সে মোতাবেক দিনের প্রস্তুতি নিয়ে থাকেন অনেকে।
বিষয়টি এমন নয় যে বিএনপির কারণে রাজধানীবাসী আজ সারা দিন চরম দুর্ভোগে পড়েছেন, সেই করুণ অবস্থা চিত্রায়িত করতেই এ লেখার উদ্দেশ্য। এটি শুধু বিএনপি বা জামায়াতের সমাবেশের বিষয় নয়; এটি আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিষয়।
গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বিএনপি-জামায়াত বা বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে সভা-সমাবেশে নানা বাধার মুখে পড়তে হতো। সে সময় সমাবেশের অনুমতি নিতে কী পরিমাণ টালবাহানার শিকার হতে হয়েছে আমরা দেখেছি!
এখন রাজনৈতিক সভা-সমাবেশ আয়োজনে কোনো বাধানিষেধ নেই; কিন্তু বিএনপি রাজনৈতিক সংস্কৃতির যে সুন্দর চর্চা তৈরি করেছিল, সেটি থেকে কেন বিচ্যুত হলো? এ মুহূর্তে দেশের সবচেয়ে বড় দল হিসেবে বিএনপি যদি এই চর্চা অব্যাহত রাখত, বাকি দলগুলোর মধ্যেও বিষয়টি অনুসরণীয় হতো নিঃসন্দেহে। রাজনৈতিক দলগুলোরই তো সবচেয়ে বেশি উপলব্ধি করার কথা- মানুষকে দুর্ভোগে ফেলে তো আসলে রাজনীতি হয় না। মানুষও সেই রাজনীতি কখনো পছন্দ করে না।
২০২৪ সালের জানুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে আগের মাসে ডিসেম্বরে বিএনপি পল্টন ময়দানে মহাসমাবেশের কর্মসূচির ডাক দিয়েছিল। পল্টনে সেই সমাবেশ তো করতে দেয়নি আওয়ামী লীগ সরকার, তার আগেই পুলিশের বাধা ও বিএনপি নেতা-কর্মীদের সঙ্গে সংঘর্ষে একজন বিএনপির কর্মী নিহত হয়েছিলেন। এরপর গোলাপবাগে সমাবেশের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল ২৬টি শর্তে। চারদিক থেকে সরকারের তীব্র বাধা সত্ত্বেও সমাবেশের আগের দিন রাতেই গোলাপবাগ মাঠ ভরে গিয়েছিল বিএনপির নেতা-কর্মীতে। আর পূর্বনির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী এরপর ৪২ পৃষ্ঠায়

> তবে সেখানে জনশৃঙ্খলা ও জনস্বাস্থ্যের স্বার্থের বিষয়টি বিবেচনায় রাখার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ জন্য কর্মসূচির আগে প্রশাসন বা পুলিশ থেকে অনুমতি নেওয়ারও একটি নিয়ম আছে। সরকার নিজ থেকে বাধা তৈরি না করলে সাধারণত সেই অনুমতি খুব একটা সমস্যা হয় না কারও। আর আমরা এ-ও চাই না, সরকার বা পুলিশ কোনো রাজনৈতিক দলের কর্মসূচির আয়োজনে বাধা দেবে বা অনুমতি দেবে না; কিন্তু জনশৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে তারা চাইলে কর্মদিবসে বড় সভা-সমাবেশ করতে রাজনৈতিক দলগুলোকে নিরুৎসাহিত করতে পারে। আর রাজনৈতিক দলগুলো তো বলেই থাকে, তারা রাজনীতি করে মানুষের কল্যাণের স্বার্থে। তো, তারাও কেন কর্মদিবসের ক্ষেত্রে বড় কর্মসূচির ঘোষণা করতে সেই বিবেচনা করবে না?

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ার লাইন্সের স্টক হোল্ডার
আমরা IATA অনুমোদিত
আমরা ARC অনুমোদিত
সবচেয়ে কমদামের গ্যারান্টি আমরাই দিচ্ছি
৭৪৯+
JFK-Dhaka-JFK Return
Mohammad B Hossain (Belal)
President & CEO
স্পেশাল ওমরাহ প্যাকেজ $১৫৫০
ওমরাহ ভিসা - এয়ার টিকেট - হোটেল
DELTA AIR LINES
Biman BANGLADESH AIRLINES
AmericanAirlines
الاتحاد ETIHAD
Emirates
QATAR AIRWAYS القطرية
KUWAIT AIRWAYS
Emirates الإمارات
দেশে যাওয়ার পথে কম খরচে ওমরাহ করে যেতে পারেন
বাংলাদেশ থেকে আসার টিকেট সবচেয়ে কম দামে আমাদের কাছেই পাবেন।
আবু তাহের খান
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
২৬ বছরের অভিজ্ঞ
কাঞ্চন
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
১২ বছরের অভিজ্ঞ
কে.এম. শহিদ
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
১৮ বছরের অভিজ্ঞ
মাহির
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
৮ বছরের অভিজ্ঞ
জাহাঙ্গীর
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
১০ বছরের অভিজ্ঞ
7305 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
(কাবাব কিং এর পার্শ্বে, ডাইভারসিটি প্লাজায়)
Phone: 917-396-4140, 917-592-7828
Price Can Be Change Anytime.
digitalonetravel@gmail.com
www.digitalonetravel.com
OPEN 7 DAYS: 11AM -10PM
*Terms & Condition may apply. See store for details.

অধ্যাপক ইউনূসের পদত্যাগের কথা কেন উঠেছিল

মাহমুদুর রহমান মান্না

প্যারিস থেকে ঢাকা বিমানবন্দরে নামার পর অধ্যাপক ইউনূস বলেছিলেন, '(হাসতে হাসতে) আমার কথা শুনতে হবে। না হলে আমি আবার ফিরে চলে যাব।'

ঠিক সাড়ে ৯ মাসের মাথায় এসে দেশের মানুষ আর একবার থমকে গেল। কী হচ্ছে দেশে! ২২ ও ২৩ মে প্রথম আলোর প্রথম পাতায় দেখেন, কোনো ভালো সংবাদ নেই। ২১ তারিখের পত্রিকার প্রথম পাতার শিরোনাম: প্রথম শিরোনাম, 'শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতা, নেই পরিকল্পিত সমাধান'; দ্বিতীয়, 'দেশের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক প্রধান উপদেষ্টার'; তৃতীয়, 'তিন উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠকের পরও অচলাবস্থা কাটেনি: এনবিআরে আন্দোলন'; চতুর্থ, 'সুপরিকল্পিতভাবে নির্বাচন পেছানোর পাঁয়তারা চলছে: যৌথ সভায় ফখরুল' এবং পঞ্চম, 'সড়ক অবরোধে ভোগান্তি, কর্মচারীরাও বিক্ষোভে: ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন'।

ইতিমধ্যে দুই মাস ধরে ৩১টি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা করেছে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন। সেখানেও কোনো আশার বাণী নেই। ঐকমত্য কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান আলী রীয়াজ বলেছেন, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মতপার্থক্য খুব স্পষ্ট। এমনকি এসব মতপার্থক্যের অনেকগুলো বিষয় মৌলিক বলে উল্লেখ করেছেন। রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে আবেদন করেছেন, শেষ মাইলটি অতিক্রম করতে দুদিক থেকেই এগিয়ে আসতে।

রাজনৈতিক দলগুলোর মতপার্থক্য ইতিমধ্যে জনসমক্ষে এসেছে। এই পার্থক্য যতটুকু না সংস্কারকেন্দ্রিক, তার চেয়ে বেশি রাজনৈতিক, নির্বাচনকেন্দ্রিক। এমনকি রাজনৈতিক মতাদর্শের পার্থক্য তেমন বোঝা যায়নি। নবগঠিত রাজনৈতিক দল এনসিপি সংস্কার, খুনিদের বিচার ইত্যাদি নিয়ে প্রথম থেকে অনমনীয় মনোভাব দেখাচ্ছিল। তাদের অবস্থান দাঁড়িয়েছিল বিএনপির বিপরীতে।

জুলাই-আগস্ট অভ্যুত্থানে নেতৃত্বদানকারী এই তরুণ শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশকে নতুনভাবে গড়ে তোলার নানা রকম কৌশল, দৃষ্টিভঙ্গি জনসমক্ষে আনছিলেন। শুরু থেকেই তাঁদের প্রতি ছিল মানুষের প্রগাঢ় ভালোবাসা। কিন্তু যতই দিন যাচ্ছিল, রাজনীতিতে অনভিজ্ঞ এই তরুণেরা বন্ধুর চেয়ে বিরোধিতার সম্মুখীন হচ্ছিলেন। নিজেরাও খণ্ডিত হয়ে যাচ্ছিলেন। প্রধান উপদেষ্টা তাঁদের প্রতি দুর্বল ছিলেন। বলেছিলেন, এত বড় একটা যুগান্তকারী অভ্যুত্থানে নেতৃত্বদানকারী যুবকদের মধ্যে ভবিষ্যৎ নিয়ে স্বপ্ন এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা তৈরি হতেই পারে। তিনি তাঁদের জন্য সুযোগ তৈরি করে দেবেন বলেছিলেন। তবে তাঁরা স্বপ্ন দেখছিলেন জাতীয় রাজনীতিতে মুখ্য শক্তি হওয়ার। প্রায় ক্ষেত্রেই বিএনপির রাজনীতির বিপরীতে অবস্থান করছিলেন। ফ্যাসিবাদের পতনের পর সবচেয়ে বড় দল হিসেবে বিএনপি জন-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন দেখাতে পারেনি। দলটির নেতা-কর্মীদের কথা ও কাজ সাধারণ মানুষকে কষ্ট দিয়েছে। একটা জল্পনা তৈরি হতে যাচ্ছিল যে বিএনপি আগামী নির্বাচনে ভালো করতে পারবে না। আমার ধারণা, ইশরাকের মেয়র পদে শপথ নেওয়ার আন্দোলন একটি রাজনৈতিক আন্দোলন, যা মানুষের এই চিন্তার জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছে। আন্দোলনে বিএনপির নেতা-কর্মীদের ব্যাপক অংশগ্রহণ প্রমাণ করেছে যে বিএনপি এখনো দেশের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দল। দুঃখজনক যে তাদের সঙ্গে অন্তর্বর্তী সরকারের সম্পর্ক ভালো নয়। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বিএনপি আরেকবার সরকারকে বার্তা দিয়েছে যে বিএনপিকে উপেক্ষা করে সংস্কারপ্রক্রিয়া এগোবে না।

একটা প্রশ্ন এখানে করা যেতে পারে, কারও শক্তি বেশি বলে সে কি যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারবে? সংস্কার তো একটি গুণগত উন্নয়নপ্রক্রিয়া। সিদ্ধান্ত কি সংস্কারের গুণগত দিক বিবেচনা করে নেওয়া হবে? নাকি শক্তি কিংবা সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে হবে? গণতন্ত্র মূলত সংখ্যাগরিষ্ঠতার শাসন। সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরা যেটাকে সমর্থন দেবেন, তারই ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত হবে কিংবা দেশ পরিচালিত হবে। গুণগত বিষয়টি সদস্যদের জ্ঞান ও বিবেচনার কাছে আবেদন করা যেতে পারে। কিন্তু সেটার কোনো আইন বা বিধানগত নিশ্চয়তা নেই। একটা সমাজ জ্ঞান ও কৃৎকৌশলের দিক থেকে যত সমৃদ্ধ হবে, রাজনীতিবিদেরাও তত জ্ঞানসমৃদ্ধ হবেন। এই যে বিতর্কটা তোলা হয়েছে, আগে সংস্কার তারপর নির্বাচন, এই কারণেই সেটা কোনো বিতর্ক নয়। কারণ, অনন্তকাল ধরে সংস্কার একটি চলমান প্রক্রিয়া। একে থামিয়ে রাখার কোনো বিষয় নেই। আমরা আশা করতেই পারি যে পারস্পরিক আন্তরিক আলোচনার মধ্য দিয়ে এই বিতর্কগুলো নিষ্পত্তির দিকে আসা সম্ভব। সে ব্যাপারেও কোনো অগ্রগতি দেখি না। সেমিনারে, গোলটেবিল বৈঠকে গিয়ে প্রশ্ন করেছি, এ পর্যন্ত সরকার কী সংস্কার করেছে? মজার বিষয় হলো, পত্রিকায় দেখলাম, খোদ প্রধান উপদেষ্টা তাঁর সহকর্মী উপদেষ্টাদের কাছে স্বগতোক্তির মতো বলেছেন, সংস্কারের তো এখন পর্যন্ত কিছু করা যায়নি। কত দিনে করা যাবে? আদৌ করা যাবে?

এখন খুব গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিষয় বলতে চাই। তবে তার আগে একটা প্রশ্ন বিএনপিসহ প্রায় সব কটি রাজনৈতিক দল (এনসিপি, জামায়াত এবং অন্যান্য ধর্মবাদী দল বাদে) নির্বাচনের রোডম্যাপ দেওয়ার জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছে, জানিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সরকার সরাসরি কোনো জবাব দিচ্ছে না। প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস বলেছিলেন, তিনি ডিসেম্বরে জাতীয় নির্বাচন দিতে পারবেন। কিন্তু কোনো উপদেষ্টা ডিসেম্বর মাসের কথা বলেননি। আমাকে সংশ্লিষ্ট দুজন সাংবাদিক বলেছেন, প্রধান উপদেষ্টা ডিসেম্বরের কথা বলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সংবাদমাধ্যমে যায় জুনের কথা।

এরপর ৪২ পৃষ্ঠায়

রাজনীতি তিনি পছন্দ করেন না। এটা তাঁর সব থেকে বড় ঘাটতি এই ক্ষেত্রে। তিনি যদি সত্যিই সরে যেতে চেয়ে থাকেন, তা কী কারণে? স্যার, সময় আপনাকে একটা ঐতিহাসিক দায়িত্ব দিয়েছে। আপনার মতো মানুষ এই দায়িত্ব ফেলে চলে যেতে পারবেন না। যা করতে চেয়েছেন সবই করতে পারবেন, এ রকম কি হয়? কিন্তু ন্যূনতম প্রয়োজন বা ন্যূনতম যা করা যায়, তা আপনি নিশ্চয়ই করবেন। সে জন্যই তো আপনি নোবেল লরিয়েট অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। যদি বাস্তব দেখে বলি, আপনি ডিসেম্বরে নির্বাচন টার্গেট করতে পারেন। এর মধ্যে যতটুকু সংস্কার করা যায়, তা করেন। রাজনৈতিক দলগুলোকে ডাকেন। আপনার সক্ষমতা এবং সীমাবদ্ধতার কথা তাদের বলেন। তাদের মাধ্যমে দেশবাসীকে জানান। এখনো বাংলাদেশের মানুষ আপনাকে ভালোবাসে

একজোট ইউরোপ কি নেতানিয়াহুকে থামাতে পারবে

ইউসুফ এস ওয়াই রামাদান

ফ্রান্স ইতোমধ্যে ইঙ্গিত দিয়েছে যে তারা ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেওয়ার পথে এগোতে পারে। যুক্তরাজ্যও একই ধরনের ইঙ্গিত দিয়েছে, যদিও বেশ হালকাভাবে। এরই মধ্যে ইউরোপজুড়ে ফিলিস্তিনপন্থী তৃণমূল আন্দোলন এবং ইসরায়েলবিরোধী জনমত দিন দিন বাড়ছে। ফলে ভূ-রাজনীতির খাতিরে ইউরোপীয় দেশগুলোর পক্ষে নেতানিয়াহু নেতৃত্বাধীন সরকারকে আর সমর্থন করা হয়তো আগের মতো সহজ নয়। তবে এই পাশা খেলাতে শেষ পর্যন্ত কে জিতবে তা এখনও বলা সম্ভব নয়। আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ, ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়া, ইসরায়েলের অর্থনীতি বাণিজ্যিকভাবে বিপর্যস্ত করা এবং যুক্তরাষ্ট্র পুরোপুরি অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়ার পরই সে সম্পর্কে মন্তব্য করা যাবে

গাজার জনগণের কাছে মানবিক সহায়তা পৌঁছাতে দিচ্ছে না ইসরায়েল। সেই নীতির বিরুদ্ধে এখন সারা বিশ্ব এক হয়ে সমালোচনা করছে। এমনকি ট্রাম্প প্রশাসনেরও কিছু মাত্রায় তাতে সায় দিচ্ছে।

নেতানিয়াহু ও তাঁর সরকারের গাজায় চালানো নৃশংসতা, এবং পশ্চিম তীরে অবৈধ বসতি সম্প্রসারণে অব্যাহত আগ্রাসন-এগুলো এখন আর পশ্চিমাদের ভূরাজনৈতিক কৌশলের অংশ নয়। সম্প্রতি পশ্চিমা বিশ্বে যেসব পদক্ষেপ দেখা যাচ্ছে, তাতে এই বিষয়টা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড ল্যামি ইসরায়েলের সঙ্গে বাণিজ্য আলোচনার ওপর সাময়িক স্থগিতাদেশ ঘোষণা করেছেন। এর পাশাপাশি তিনি পশ্চিম তীরে সহিংসতায় জড়িত কিছু বসতি স্থাপনকারী ও সংগঠনের ওপর নিষেধাজ্ঞাও আরোপ করেছেন।

যুক্তরাজ্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, নেদারল্যান্ডসের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে ইসরায়েলের অংশীদারিত্ব চুক্তি পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানান। এই আহ্বান ইউরোপীয় ইউনিয়নের বহু সদস্যরাষ্ট্র সমর্থন করে। তারা প্রকাশ্যে ইসরায়েলের আগ্রাসনের নিন্দা জানায়।

এই প্রক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপের পথও তৈরি হতে পারে। স্পেনের প্রধানমন্ত্রী তো আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে ইসরায়েলকে সরাসরি 'গণহত্যাকারী রাষ্ট্র' বলে অভিহিত করেছেন।

অধিকৃত পশ্চিম তীরের জেনিন শহরে সফরে গিয়েছিলেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধিসহ একদল কূটনীতিক। ইসরায়েলি বাহিনী তাদের প্রতি 'সতর্কীকরণ গুলি' ছোড়ে। এই প্রতিনিধিদলটি সেখানে গিয়েছিল পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি সামরিক অভিযানের ধ্বংসযজ্ঞ সরেজমিনে দেখতে।

ইসরায়েলি সেনাবাহিনী পরে বিষয়টি নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করে জানায় যে কূটনৈতিক বহরটি অনুমোদিত পথ থেকে সরে গিয়েছিল। কিন্তু এই ঘটনার পর ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও কানাডা-দুই পক্ষই তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে এবং একটি পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানায়। মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সও পরবর্তীতে তাঁর নির্ধারিত ইসরায়েল সফর স্থগিত করেন।

সব মিলিয়ে এই ঘটনাগুলো ইঙ্গিত করে যে, ইসরায়েলের গণহত্যামূলক নীতির প্রতি পশ্চিমা জগতের দৃঢ় সমর্থনে এখন পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছে।

কূটনৈতিক চাপে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অনুরোধে ইসরায়েল সামান্য কিছু ত্রাণবাহী ট্রাক গাজার দিকে ঢুকতে দিয়েছে। তবে জাতিসংঘের মানবিক সহায়তা ও জরুরি ত্রাণবিষয়ক আন্ডার-সেক্রেটারি-জেনারেল এই সরবরাহকে 'সমুদ্রে একফোঁটা' বলে উল্লেখ করেছেন।

পশ্চিমা বিশ্বে সমর্থনের স্রোত ঘুরে যাওয়ার লক্ষণ এখন স্পষ্ট। তবু ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু তাঁর আগের রাজনীতি ও যুদ্ধাপরাধ থেকে একচুলও সরে আসেননি।

ওয়াশিংটন ডিসিতে গত ২১ মে ক্যাপিটল জুইশ মিউজিয়ামের বাইরে গুলিতে ইসরায়েলি দূতাবাসের দুই কর্মী নিহত হন। এই ঘটনাটি চলমান পরিস্থিতিতে নতুন মোড় এনে দেয়। ডোনাল্ড ট্রাম্প ইসরায়েলের সঙ্গে সংহতি জানাতে বাধ্য হন। এই হামলার পরপরই নেতানিয়াহু ও তাঁর সরকার ইউরোপের সমালোচনাকেই এ ধরনের 'অ্যান্টি-সেমেটিক' অপরাধের উসকানিদাতা হিসেবে দায়ী করে।

নেতানিয়াহু সরাসরি ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য এবং কানাডাকে অভিযুক্ত করে বলেন, তারা সন্ত্রাসীদের সাহস জুগিয়ে চলেছে। তাঁর ভাষায়, 'তারা চায় ইসরায়েল মাথা নিচু করে মেনে নিক যে হামাসের গণহত্যাকারী বাহিনী টিকে থাকবে, পুনর্গঠিত হবে এবং ৭ অক্টোবরের হত্যাযজ্ঞ আবার ঘটাবে।'

এই ধরনের বক্তব্যে অবাক হওয়ার কিছু নেই। নেতানিয়াহু বারবার ইহুদি জনগণের দুর্দশা এবং 'ইহুদি-বিরোধী' সংক্রান্ত ব্যাখ্যাকে বিকৃতভাবে ব্যবহার করে চলেছেন। উদ্দেশ্য একটাই-একটি কর্তৃত্ববাদী ও বর্ণবাদী রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে নিজের দুর্বল অবস্থানকে জোরদার করা।

তাহলে প্রশ্ন হলো-কী তাকে টিকিয়ে রেখেছে, এবং কী তাকে থামাতে পারে?

প্রথমত, ইসরায়েলের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি এখনও পর্যন্ত নেতানিয়াহুকে ক্ষমতা থেকে সরাতে পারেনি। কারণ বিরোধীরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। তারা নেতানিয়াহুর জোট সরকারের ওপর তেমন কোনো বাস্তব চাপ সৃষ্টি করতে পারেনি। ইসরায়েলের চ্যানেল ১২-এর সাম্প্রতিক এক জনমত জরিপে দেখা গেছে, ৬১ শতাংশ ইসরায়েলি নাগরিক যুদ্ধ বন্ধ করে জিম্মিদের মুক্তি দেখতে চান। বিপরীতে, মাত্র ২৫ শতাংশ মানুষ চান যুদ্ধ আরও বাড়িয়ে গাজা দখল করা হোক।

এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছেন ইসরায়েলের সাবেক প্রধানমন্ত্রী নাফতালি বেনেত। তিনি ডানপন্থী মতাদর্শ ও যুদ্ধ নিয়ে সাধারণ জনগণের হতাশার মাঝে ভারসাম্য বজায় রেখে নতুন নেতৃত্বের সম্ভাবনা তৈরি করতে চাইছেন।

অন্যদিকে, ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রধান ইয়াইর গোলান সরাসরি ইসরায়েলের বর্ণবাদী ব্যবস্থার বিরোধিতা করেছেন। তিনি বলেন, 'এমন চলতে থাকলে ইসরায়েল এক সময়ের দক্ষিণ আফ্রিকার মতো একঘরে

এরপর ২৪ পৃষ্ঠায়

www.careeracademyny.com
CAREER ACADEMY
OF NEW YORK
BECOME A CERTIFIED
HOME HEALTH AIDE
TODAY!
HHA, PCA & PCA TO HHA
CERTIFICATION COURSE
347-425-3878
CALL NOW
A CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
SNG
SHAH NAWAZ
GROUP
347-425-3878 careeracademyofny@gmail.com
975 Liberty Avenue, Brooklyn, New York-11208

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হোয়াইট হাউজের এফিলিয়েটেড PRESIDENTIAL AWARD
& NATIONAL HEALTHCARE CHAMPION AWARD
প্রাপ্ত এবং CIP মুহাম্মদ আব্দুল কাদের ভূঁইয়া (শিশির) পরিচালিত হোম কেয়ার এজেন্সি
ALL COUNTY
হোম কেয়ার
CDPAP
PCA
HHA.RN
NYS LICENSED HOME CARE AGENCY
অন্য এজেন্সিতে চলমান কেইস ট্রান্সফার অথবা নতুন কেইস শুরু করার আগে আমাদের পরামর্শ আপনাকে এগিয়ে রাখবে
PH : 718 593 0932
* DIRECT DEPOSIT * WEEKLY PAYMENT* FESTIVAL BONUS* 401K. INSURANCE
এজেন্সি ট্রান্সফার কেইস এর জন্য স্পেশাল সুবিধা দেওয়া হবে
Get Paid to Take care of Your Friends & Family
150-47 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432. Ph: (631) 935-8581, www. allcountyhealthny.com

PPL-এর আমরা অথরাইজড এজেন্ট

CDPAP নিয়ে কোন চিন্তা করবেন না।

COMMITTED HOME CARE

সকল সুযোগ সুবিধা পূর্বের মতোই থাকবে।

PPL & NYS DEPARTMENT OF HEALTH এর অনুমোদিত FACILATOR হিসেবে CDPAP সার্ভিস TRANSFER এ সহযোগিতা করে থাকি।

আজই যোগাযোগ করুন - (718) 457-0813

কোন প্রকার নার্স সার্টিফিকেট ছাড়া, বর্তমান ইন্স্যুরেন্স পরিবর্তন না করে আগের মতোই আপনার প্রিয়জনের সেবা দিতে পারবেন। এর জন্য আপনাকে CDPAP থেকে অন্য কোনো প্রোগ্রামে যেতে হবে না। আমরা খুব সহজে ট্রান্সফার করে দিতে পারি। আপনার প্রিয়জনের সেবার মান যেন অক্ষুন্ন থাকে, সে বিষয়ে আমরা সর্বদা যত্নবান।

আপনি ইচ্ছে করলে ডিরেক্ট 833-247-5346 নাম্বারে কল দিয়ে ট্রান্সফার করতে পারেন। তবে অবশ্যই আপনার হোমকেয়ার সার্ভিসের জন্য COMMITTED HOME CARE নাম উল্লেখ্য করতে হবে।

Giash Ahmed
Vice President
Committed Home Care
Phone : 718-457-0813, Fax : 718-457-0814
Cell : 917-744-7308
giashahmed123@gmail.com

CORPORATE OFFICE:
37-05 74 St, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY 11372
Tel : 718-457-0813
Fax: 718-457-0814

নিউইয়র্ক বাংলাদেশী আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের নির্বাচনের চিত্র

নিউ ইয়র্ক বাংলাদেশী আমেরিকান
লায়ন্স ক্লাবের নির্বাচন ২০২৫-২০২৬ এর জন্য
আমাদেরকে নির্বাচিত করায় সকল লায়ন্স ক্লাবের
কর্মকর্তা ও সদস্যদের প্রতি আমাদের

অভিনন্দন / শুভেচ্ছা !

PRESIDENT :
JFM RASEL

GENERAL SECRETARY:
MASHIUR RAHMAN MAJUMDER

NEW YORK BANGLADESHI AMERICAN LIONS CLUB.

Service Year 2025-2026

Club President Elect
Ln. JFM Rasel, MJF
Club Secretary Elect
Ln Mashiur R Majumder
Club Treasurer Elect
Ln Mashud Rana Topan

Congratulations

Ln ASM Maiyen Uddin (Pintu)
Director Elect

New York Bangladeshi American Lions Club
District 20-R2

"মেমোরিয়াল ডে" ছুটির দিনে ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলি বি. বি. কিউ পার্টি আনন্দ উৎসব ও মিলন মেলা

আজকাল রিপোর্ট: আমেরিকার ব্যস্ততম ও কোলাহল সমৃদ্ধ জীবন যাপনে প্রবাসীরা একটু সুযোগ পেলেই দুরে কোন সবুজ নিরিবিলি স্থানে একটু সময় কাটাতে খুবই ভালবাসেন। আর যদি কোন বিশেষ ছুটির দিন অথবা উপলক্ষ্য হয় তবেতো কথাই নেই। গত ২৬ মে ছিল আমেরিকার মেমোরিয়াল ডে উপলক্ষে বিশেষ ছুটির দিন। সুতরাং কুইন্সের ও লং আইল্যান্ডের কয়েকটি পরিবার মিলে আয়োজন করেছিলেন একটি বারবিকিউ পার্টি ও মিলন মেলার। এই মিলন মেলায় অংশ নেন নূরুল হাছান, মোস্তফা রিপন, মনিরুল ইসলাম ও আনিসুর রহমান দিপু সহ আরো অসংখ্য পরিবার। লং আইল্যান্ডের বে-সোর এলাকার মোস্তফা রিপন ও লাভলীর বাসার সামনের সবুজ ও খোলা মেলা প্রান্তরে অনুষ্ঠিত উক্ত মিলন মেলায় দুপুর থেকেই পরিবার পরিজন সহ সকলে আনন্দে মেতে

উঠেন। সেই সাথে চলে চিকেন, কর্ন, বিফ এর বারবি কিউ ও আরো অনেক মজাদার খাবার-দাবার। আর এ সকল খাবার-দাবার প্রস্তুত ও সরবরাহ করেন মোস্তফা রিপন ও তার সহধর্মিনী লাভলি এবং তাদেরকে সহযোগিতা করেন নূরুল হাছান সহ অন্যান্য অতিথিরা। এদিন দুপুর থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত চলে রকমারি খাবার-দাবার ও আনন্দ উল্লাস। নতুন প্রজন্মের ছোট ছেলে-মেয়েরা খোলা-মেলা ও সবুজ প্রান্তরে ছুটো-ছুটি ও আনন্দে মেতে উঠে। ২৬ মে দিনটি আগত সকলের মনে-প্রাণে স্মরনীয় হয়ে থাকবে বলে সবাই মন্তব্য করেন। সেই সাথে এমন একটি সুন্দর দিন উপহার ও আপ্যায়নের জন্য মোস্তফা রিপন ও তার সহধর্মিনী লাভলি এবং বারবি কিউ তৈরী ও পরিবেশনে অক্লান্ত পরিশ্রম করার জন্য নূরুল হাসান ও তার সহধর্মিনীকে ধন্যবাদ জানান।

Mamdani gaining on Cuomo

Shah Nawaz

New exclusive polling from PIX11, Emerson College, and The Hill is showing a tightening in the race for New York City mayor. Former Gov. Andrew Cuomo may no longer be running away with the Democratic Primary. This poll conducted from May 23 to May 26, shows him with a 12-point lead over Queens Assemblyman Zohran Mamdani, a lead that shrinks to 8% with ranked-choice voting.

Candidate	1st round	2nd round	3rd round	4th round	5th round	6th round	7th round	8th round	9th round	10th round
Cuomo	35.3	35.3	35.2	35.5	36.0	37.7	38.6	41.5	48.1	54.4
Mamdani	22.7	22.7	22.9	23.0	23.4	23.9	25.5	27.5	31.5	45.6
Lander	10.5	10.5	10.5	10.9	11.8	12.9	14.7	18.0	22.2	
Stringer	9.0	9.4	9.6	9.8	10.0	10.2	11.2	13.2		
Adams	8.3	8.3	8.3	8.3	8.4	8.9	10.1			
Myrie	4.8	4.8	5.0	7.4	5.8	6.3				
Ramos	5.5	5.7	5.7	4.6	4.7					
Love Prince	2.7	2.8	2.8	3.5						
Blake	1.5	1.5	2.0							
Tilson	1.3	1.5								
Bartholomew	.7									

Undecided voters/write-in candidates excluded from rank choice simulation

Cuomo is getting 35% of first-choice votes in the first round of Emerson's ranked-choice voting simulation, which excluded approximately 4% of voters who said they were undecided. Mamdani is at 23% in round one, and Comptroller Brad Lander rounds out the top three getting 11%.

Cuomo's lead further narrows as lower candidates are eliminated and their votes flow to others under NYC's ranked-choice system. He beats Mamdani in the final round of ranked-choice voting by 54% to 46%.

In response to the poll, Cuomo Campaign spokesman Rich Azzopardi wrote:

"This poll of registered voters appears to be an outlier, but the facts across the board remain the same — Andrew Cuomo is the consistent and overwhelming frontrunner in this race. That's because New Yorkers know he is the only candidate in this race with the executive experience and the proven record of results to fix what's broken and put this city back on the right track after 12 years of failed leadership."

In response to the poll, Mamdani's campaign released the following statement:

"Andrew Cuomo has hit his ceiling, while we're nowhere near ours—and in just a few weeks, we will defeat the disgraced ex.-Governor and send him back to the suburbs. As the race enters the final stretch, our campaign will leverage an unprecedented field operation—which has knocked on more than 600,000 doors with over 25,000 volunteers—to bring our vision for a rent freeze, fast and free buses, cheaper groceries and universal childcare to as many New Yorkers as possible and win a city that everyone can afford to call home."

Here is the full ranked choice voting simulation from Emerson College Polling, including all Democratic Primary candidates:

"Cuomo has led in the polls since early 2025, but Mamdani has surged, gaining 23 points and winning second-choice votes nearly 2-to-1, cutting Cuomo's ranked-choice lead from 12 points to 9 points," Spencer Kimball, executive director of Emerson College Polling, said.

"With four weeks to go, the question is whether Cuomo can run out the clock, or if he needs to win over second-choice voters to hold off Mamdani's momentum."

PIX11 recently obtained an internal survey from Zohran Mamdani that also showed him inching closer to Cuomo in the polls. But most other publicly available polling from earlier in May, including polls by Marist and Survey USA, show Cuomo with more than a 20% lead in round one of ranked-choice voting simulations.

General election:

This poll shows Cuomo, if he wins the Democratic nomination, would have an easier time in a hypothetical general election that includes likely Republican nominee Curtis Sliwa, Mayor Eric Adams running as an independent, and lawyer Jim Walden also running as an independent. Cuomo gets 44% in this hypothetical matchup, Sliwa gets 13%, Adams gets 10%, Walden gets 7% and 26% are undecided.

Mamdani would still be the favorite in November, just not by as much as Cuomo. In a hypothetical with Mamdani as the Democrat, he gets 35%, Sliwa gets 16%, Adams gets 15% and Walden gets 6%, with 27% undecided.

On the issues, New Yorkers now say housing is the top concern at 30%, followed by the economy at 22% and crime at 19%. Nearly half of New Yorkers, 49% said their family finances are worse than a year ago.

Most New Yorkers, 61%, support making it easier to involuntarily remove people from the streets and subways if they cannot take care of themselves, which state lawmakers just enacted.

Mayor Adams and President Donald Trump both remain unpopular in New York City with 69% of likely voters saying they had an unfavorable view of each leader.

When it comes to mass deportations of undocumented immigrants, 50% of New York City voters said it's negatively impacting the city while 30% think they are positive. About 20% are unsure.

Voters were a bit mixed on how important it was for the next mayor to be supportive of Israel with 46% saying it was unimportant, 33% saying it was and 21% having no opinion.

Other citywide races:

In the race for Comptroller, Manhattan Borough President Mark Levine leads in the Democratic Primary poll getting 37% of voters surveyed. Brooklyn City Councilman Justin Brannan gets 17% and State Senator Kevin Parker gets 12%. A whopping 29% of those surveyed were undecided. Levine would easily win a ranked-choice voting simulation run by Emerson College Polling that eliminates undecided voters.

Current Public Advocate Jumaane Williams appears poised to keep his job. The survey found him getting 56% of first-choice votes. Queens Assemblywoman Jenifer Rajkumar got 15% and Financial Analyst Marty Dolan got 13% while 16% of respondents were undecided on the Public Advocate Democratic Primary.

Methodology

The Emerson College Polling New York City survey was conducted from May 23 to May 26, 2025. The sample of New York registered voters, n=1,000, has a credibility interval, similar to a poll's margin of error (MOE), of +/- 3 percentage points. The sample of Democratic Primary voters includes n=606, with a credibility interval of +/-3.9%. The final mayoral rank-choice simulation includes n=500 with a margin of error of +/-4.3%. The data sets were weighted by gender, education, race, age, party registration, and region based on 2025 voter turnout modeling. (Source-Pix 11)

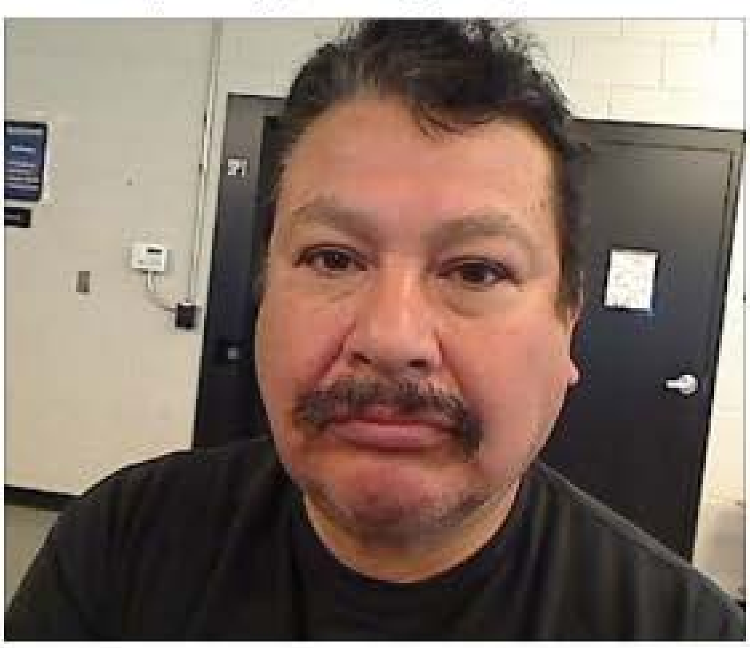

ICE Arrests Illegal Alien who Threatened to Assassinate President Donald J. Trump

Anik Raj

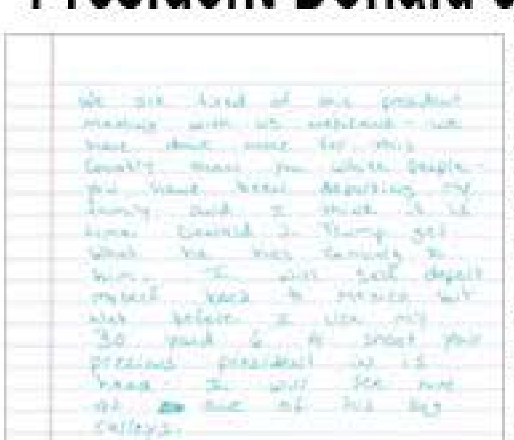

Department of Homeland Security Secretary Kristi Noem released the following statement after U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) arrested an illegal alien who threatened to assassinate President Trump.

On May 21, an ICE field intelligence officer received a handwritten letter in the mail from Ramon Morales Reyes, in which he promised to self-deport after he used his gun to shoot President Trump in the head at one of his rallies. On May 22, ICE arrested Ramon Morales-Reyes, a 54-year-old illegal alien from Mexico.

US halts student visa appointments and plans expanded social media vetting

Ajkal Desk

US President Donald Trump's administration has ordered US embassies around the world to stop scheduling appointments for student visas as it prepares to expand social media vetting of such applicants.

An official memo said social media vetting would be stepped up for student and foreign exchange visas, which would have "significant implications" for embassies and consulates.

It comes during a wide-ranging Trump crackdown on some of America's most elite universities. He sees these institutions as too left-wing - accusing them of failing to combat antisemitism when pro-Palestinian protests have unfolded on campuses.

Responding to the move, China called on the US to protect international students.

"We urge the US side to earnestly safeguard the legitimate rights and interests of international students, including those from China," an official was quoted as saying. Hundreds of thousands of Chinese students attend US universities.

The universities themselves are likely to be disquieted as well. Many of them rely on foreign students for a significant chunk of their funding - as those scholars often pay higher tuition fees.

Foreign students who want to study in the US are usually required to schedule interviews at a US embassy in their home country before approval.

Advertisement

State department spokesperson Tammy Bruce told reporters on Tuesday: "We take very seriously the process of vetting who it is that comes into the country, and we're going to continue to do that."

The memo, viewed by the BBC's US partner CBS News, directed US embassies to remove any unfilled appointments from their calendars for students seeking visas, but said those with appointments already scheduled could go ahead.

The pause would last "until further guidance is issued", Secretary of State Marco Rubio wrote.

US is close to reaching a new Iran nuclear deal: Trump

Ajkal Desk

President Donald Trump believes his administration is "very close to a solution" on an Iran nuclear agreement and he has personally warned Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu not to disrupt the talks, he said on Wednesday. Trump cautioned his close ally last week that any move to upend the negotiations would be "inappropriate," he told reporters. Sources familiar with the discussions echoed Trump's optimism and told CNN that they are closing in on a broad agreement that could be clinched when the US and Iran meet next, most likely in the Middle East. But concerns about Israel derailing the process are clearly high. Asked about reports that he warned Netanyahu against disrupting the talks during a phone call last week, Trump said, "Well, I'd like to be honest. Yes I did." He added: "It's not a warning – I said I don't think it's appropriate."

Trump said that his team is having "very good discussions" with Iran. Talks have taken place over the last several weeks led by special envoy to the Middle East Steve Witkoff and moderated by Oman. "Right now, I think they want to make a deal. And if we can make a deal, I'd save a lot of lives," Trump said. Trump's candid admission about the Netanyahu call follows CNN reporting last week that the US obtained new intelligence suggesting Israel is making preparations to strike Iranian nuclear facilities. Netanyahu has long been a staunch opponent of any kind of deal with Tehran and he applauded Trump's decision in his first term for the US to exit the nuclear agreement agreed to by President Barack Obama in 2015. The stakes are enormously high – an Israeli strike could undo the progress the US has made, risk triggering a wider regional conflict and ruin Trump's chances of achieving a major foreign policy breakthrough as progress on brokering ceasefires in the wars in Ukraine and Gaza has stalled. Trump's comments come after Iran's foreign

ministry spokesperson expressed openness to compromises, telling CNN on Monday that there are "so many ways" an agreement on the future of its nuclear program could be reached.

Enrichment has a key focus of talks : Still, the issue of whether Iran would be allowed to enrich uranium remains the key sticking point. And Trump himself acknowledged Iran "still (has) to agree to the final stages of a document." The fifth round of talks, which took place in Rome on Friday, dealt more heavily with the question of enrichment.

"Everyone is feeling good," a Trump administration official said following the talks in Rome. "We have a much better understanding of everyone's positions." The Trump administration had demanded Iran stop all uranium enrichment, which Witkoff has said "enables weaponization" and called a red line in the talks. Uranium, a key nuclear fuel, can be used to build a nuclear bomb if enriched to high levels. Iran has advanced its nuclear program in recent years but also maintains that its program is peaceful. Iran says it is willing to commit not to enrich uranium to weapons-grade as part of an agreement but has said it would reject an outright ban on all enrichment.

Trump – who said that he wants a "very strong document" – seemed to indicate on Wednesday that the current talks have included discussions on increased inspections inside Iran and the dismantling of at least a part of Iran's nuclear program.

"I want it very strong where we can go in with inspectors. We can take whatever we want, we can blow up whatever we want, but nobody getting killed. We can blow up a lab, but nobody's going to be in the lab, as opposed to everybody being in the lab and blowing it up," Trump said.

Trump administration officials, including Witkoff, have said publicly said that the US red line is any Iranian enrichment. But Trump's comments on Wednesday indicated that he may be open to allowing limited enrichment with inspectors as a solution to the impasse. Previously, US officials have also floated the idea of Iran importing enriched uranium, rather than doing so in the country – a notion that Iran has repeatedly rejected.

Jaya Ahsan and Churni Ganguly pair up for 'Ardhangini' sequel

Anik Raj

Director Kaushik Ganguly has announced "Ajo Ardhangini", the sequel to his critically acclaimed film "Ardhangini". Starring Jaya Ahsan, the original film received widespread praise, and the fans were eagerly waiting for its sequel.

The new film will feature Churni Ganguly, Jaya Ahsan, and Kaushik Sen in lead roles, with Indrashish Roy joining as a new character. Shooting is expected to begin around June 15–16. Jaya Ahsan confirmed the news via social media and recently visited Kolkata for a look test. Moreover, Anandabazar has already revealed her new look for the upcoming film. Speaking to Indian media, Jaya shared, "'Ardhangini' had a very mature storyline. It's truly a joy to be part of its sequel. The audience embraced the previous film wholeheartedly. Now, our challenge is to give back something that exceeds their expectations."

In addition to "Ajo Ardhangini", Jaya is currently busy with the upcoming Eid-ul-Azha release "Tandoob", for which she recently completed dubbing in Kolkata. Post-production is also underway for her film "Dear Maa".

'Wild elephants disrupted our set': Shajal on 'Shapla Shaluk' shoot

Anik Raj

Television, OTT, and film actor Shajal Noor has begun shooting for his latest film "Shapla Shaluk" in Sherpur's border region, marking his first on-screen collaboration with actress Shobnom Bubly. Directed by Rasheda Akter Lajuk, the action-romantic film faced an unusual disruption during filming when wild elephants invaded the set. Speaking to The Daily Star yesterday afternoon, Shajal said, "We're shooting continuously and will continue for a few more days before returning to Dhaka." Describing the project, he shared, "'Shapla Shaluk' is an action-romantic film. Before arriving on set, I trained in fight sequences for 10–12 days under Chunnu bhai. I came fully prepared before facing the camera."

Shajal plays a character named Poran, which he described as "very challenging" and "complex". He added, "I'm giving my hundred percent to do justice to the role. I believe something good will come out of this, and the audience will get to see something new." On working with Bubly, Shajal remarked, "She's a very serious actress. Although this is our first film together, it doesn't feel like it. She is incredibly passionate and responsible about her work." He further added, "Our understanding on set is quite good. We're working well together."

Asked whether there were any difficulties shooting in a border area, Shajal said, "The shoot is going well overall, but there have been disturbances from wild elephants. One even disrupted the set. Thankfully, we're all safe."

Polls must be held by Dec: BNP

Ajkal Desk

Bangladesh Nationalist Party acting chairman Tarique Rahman on Wednesday said that the national election must be held by December this year and asked the party leaders and activists to begin preparations to make sure that the election was held within the timeframe. He urged the party activists and supporters to engage with the people ahead of the upcoming national election, saying that it was the people who would choose their representatives.

He made the call, addressing a massive youth rally in front of the BNP central office at Naya Paltan in Dhaka. BNP fronts Jatiyatabadi Juba Dal, Swechchhasebak Dal and Chhatra Dal organised the rally. 'It seems that tactics to delay the next election have already begun or are underway. The future of the election is caught in a whirlpool of the so-called minor and major reform demands,' Tarique said.

He said that people were beginning to believe that some individuals inside and outside the interim government had ulterior motives behind the delay in reforms. arique urged the interim government not to treat democratic citizens and pro-democracy political parties as opponents. Indicating student advisers to the interim government, he said that if any members of the government wished to remain in power, they should first resign, join the people, contest the election, and return to power by earning people's mandate through a democratic process.

Tarique said that, in the past, caretaker governments in Bangladesh had successfully held national election within three months of taking responsibility, proving that holding a national election was possible within such a timeline. He said that the people wanted to see a government elected through direct vote, accountable to the people, and operating in a fascism-free Bangladesh. Citing the issue of Ishraque Hossain being prevented from taking oath as Dhaka south city mayor, Tarique compared the current government to the former autocratic regime and accused both of showing blatant disregard for the rule of law and democratic principles. 'The obstruction of Ishraque's assumption of power is a fresh manifestation of the same autocratic mindset,' he said. Three BNP-affiliated youth organisations launched a month-long programme titled 'Establishing the Political Rights of the Youth', with activities held across the country throughout May to mobilise young people in support of democratic rights. On the final day of the campaign, the rally was scheduled to begin at 3:00pm but young participants began arriving on the rally ground from 11:00am. Youths from Dhaka, Sylhet, Faridpur, and Mymensingh divisions gathered in large numbers, transforming the area into a human sea. The participants joined the rally with processions, waving party flags and holding banners, festoons and the portraits of the party founder and late president Ziaur Rahman, party chairperson Khaleda Zia and acting chairman Tarique Rahman. Tarique told the rally that, during the regime of the fugitive autocrat, the nation had witnessed defiance of court rulings and disregard for the judiciary. The succeeding government, despite public hopes for justice, had regrettably continued to follow the same path of undermining judicial authority.

Tarique questioned how much reform could truly be expected from those who showed no respect for the law or the judiciary. 'Reforming personal mindsets is more important than merely implementing structural reforms,' he said. BNP standing committee member Khandaker Mosharraf Hossain urged the youths to take the lead in establishing a people's government through a free, fair and impartial election, which he said would help secure the country's independence, sovereignty, democracy, development and peace.

He emphasised on the urgent need to hold the national election without any delay, alleging that fallen autocratic and fascist forces were conspiring at home and abroad to hinder the electoral process.

Mosharraf said that the people and political parties would focus on the election and be able to resist any conspiracies when an election date would be declared. BNP standing committee member Mirza Abbas described the interim government as a colonial-style administration, alleging that 90 per cent of its members were not even citizens of Bangladesh. He alleged that the people had received nothing but neglect and disrespect from the government in the past nine months.

এই সপ্তাহের কবিতা

আমার রক্তের গ্রুপ 'মুজিব পজিটিভ'
লুৎফর রহমান রিটন

আমার রক্তের গ্রুপ 'মুজিব পজিটিভ'।
আমার এক্সরের কঙ্কালেও বক্ষপিঞ্জরে পাবে তুমি মুজিবের স্পষ্ট অবস্থান।
শিরা-উপশিরা জুড়ে রক্তের যে লাল স্রোত ছুটে চলে ঝর্ণার সিম্ফনি তুলে,
সেখানেও, সে রক্তের কলতানে মুজিব মুজিব ধ্বনি জাগরুক থাকে।
আমায় কী মাল্য দেবে দাও...
আমায় কী শাস্তি দেবে দাও...
রক্তের গ্রুপ যার 'মুজিব পজিটিভ'
মুজিবের রক্তের ধারা থেকে তুমি তাকে কি করে সরাবে?
ট্রান্সপ্লান্ট হয় নাকো বক্ষপিঞ্জর।
সেখানে শেখ মুজিবের ছবি মুদ্রিত হয়ে গেলে
তাঁকে আর যায় না তো মোছা।
বুকে যেটা মিশে থাকে সেটা অবিনাশী।
সিটিস্ক্যান-এমআরআই করে দেখো,
করোটিতে সক্রিয় কোষে কোষে
মুজিব মুজিব ধ্বনি হয় প্রবাহিত।
আমাকে কী দণ্ড দেবে দাও...
আমাকে কী অর্ঘ্য দেবে দাও...
আমার এ নশ্বর দেহ তোমার শানিত খঞ্জরে
ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারো।
আমার রক্তের একেকটি ফোঁটা থেকে
সাত কোটি মুজিবের পুনরুত্থান হবে জানি।
নিজেকে ঈশ্বর ভেবে
যতোই সাজো না তুমি 'প্রভু',
আমাকে হত্যা করেও তুমি তাঁকে মুছে দিতে পারবে না কভু....

লেখক : ছড়াকার, অটোয়া।

দেখা
আহম্মদ হোসেন বাবু

বিমানটা ছাড়লেই দেখা হবে আমাদের!
হঠাৎ এভাবে ডাক আসবে কখনো ভাবিনি।
গগনভেদী এই ডাকে, আমি সাড়া না দিয়ে কি করে থাকি বলো?
আমিও কি তোমার ডাকের অপেক্ষায় এতদিন?
তা না হলে আমার ভেতরে এমন তোলপাড় হবে কেন?
তোমার চিন্তায় উতল আমার মন
দর্শন লাভের উদগ্র বাসনা নিয়ে বেরিয়েছি পথে-
বিমানটা ছাড়লেই ঠিক দেখা হবে আমাদের!
দেখা হলে, আমার স্বপ্নের কথা বলবো তাকে।
কিভাবে টিনের চালের বৃষ্টির শব্দ, ঘর থেকে বের করে আনে
কিভাবে দিনের আলো অন্ধকারে ঢেকে যায়
কিভাবে জোনাক জ্বালে আলো
কিভাবে মানুষ মারে ফিলিস্তিনে
মা কিভাবে হাতে মেহেদির রঙ নিয়ে চলে গেল
কিভাবে বাবার সোনালি মাছগুলো আমাদের হাতে এলো
দেখা হলে বসে চরণতলে মৃদুস্বরে, সব বলবো তাকে।
বলবো একটু দেরিতে হলেও এসেছি তোমার কাছে,
আমাকে গ্রহণ করো।
বলবো যে আমাকে বুকে তুলে রাখে আমি তার
যে আমাকে ক্ষমা করে, ভালোবাসে, আমি তার
যে আমার শত অপরাধ প্রকাশ করে না আমি তার
যে আমার ভরণ-পোষণে অপ্রসন্ন নয় আমি তার
যে আমাকে অনন্ত যৌবন দান করে আমি তার।
বলবো একটু দেরিতে হলেও এসেছি তোমার কাছে,
আমাকে গ্রহণ করো।
বিমানটা ছাড়লেই ঠিক-ঠিক দেখা হবে আমাদের!
তখন চিৎকার করে বলবো- 'লাব্বাইক আল্লাহুম্মা-
লাব্বাইক। লাব্বাইকা লা-শারিকা লাকা লাব্বাইক..'

লেখক: কবি, নিউইয়র্ক।

ঈদের দিন আজ
সুফিয়ান আহমদ চৌধুরী

আলোর হাসি ফুলের হাসি
ঈদের দিন আজ
সোনার বরণ স্বদেশ জুড়ে
খুশির কত সাজ।

ডাকছে পাখি মধুর সুরে
জুড়িয়ে প্রাণ যায়
হিংসা বিদ্বেষ ভুলে সবাই
ঈদের গান গায়।

নতুন জামা ঈদের দিনে
ঝিলিক ঝিলিক ঈদ
অথই সুখে বেড়ায় পাড়া
নেই তো ঈদে জিদ।

জমছে মেলা ঈদের মেলা
বুকটা বুকে রাখে
ঈদের দিনে সাম্য প্রীতির
রঙিন স্বপ্ন আঁকে।

ঈদের দিন তাই তো আজ
আলোর রাঙা বান
ঈদের সুখে মনটা খোলা
নেই তো অভিমান।

লেখক: কবি, নিউইয়র্ক।

শুভঙ্করের ফাঁক ছিল
মামুন জামিল

কেউবা বলেন আগেই মোদের
স্বর্ণঝরা দিন ছিল!
কারও মতে ক্ষমতার এক
দম্ভ সুরের বীণ ছিল।

বুদ্ধিজীবী বিজ্ঞ হেসে
বলেন ভিন্ন রূপ ছিল,
'চেতনা'র ঐ খেলার মাঠে
বিভাজনটা খুব ছিল।

পতিত নেতা চিবিয়ে বলেন
উন্নয়নের জোয়ার ছিল,
দুর্মুখেরাই বলে কেবল
গণতান্ত্রিক খোঁয়াড় ছিল!

সুশীলেরা বলেন কেশে
ধারাল করাত 'শাঁখ' ছিল,
জীবন চলার পথে পথে
বিপদজনক বাঁক ছিল!

আমজনতা বুঝে সবই
'শুভঙ্করের' ফাঁক ছিল,
এখন যেমন আগেও তেমন
'ম্যাটিকুলাস' আঁক ছিল!

লেখক: কবি, নিউইয়র্ক।

হাওয়া
বেগম মুয়াখ্যিরা খানুম স্বপ্না

হন হন করে শন শনিয়ে
এলো প্রবল হাওয়া,
দিবাকরের হলো ছুটি
আকাশ মেঘে ছাওয়া।

সৌদামিনীর ঝকমকানি
বজ্রে পৃথ্বী থর থর,
সাঁঝের আঁধারে চিল-চিৎকার
পাখ-পাখালির থর-থর।

পাতায় পাতায় মর্মরানি
বৃষ্টি জলে নিক্কণ,
ভাবাবেগে যায় হারিয়ে
দুলে উঠা চিক্কণ।

শিলা বৃষ্টি চালের' পড়ে
আমের বোলে ঘ্রাণ,
সুর-উদাসী ঘূর্ণি বায়ে
তীক্ষ্ণ মত্তুর প্রাণ।

বন-বাদাড়ের ফুল লতারা
হাওয়ায় হলো ধাওয়া,
পাতায় হৈ চৈ মুখরিত
সকল ঘরের দাওয়া।

লেখক: কবি, নিউইয়র্ক।

জীবনের মায়া
মোহাম্মদ মহিবুর রহমান

স্বল্পকালীন জীবন থাকে নানা ঘটনায় ভরপুর
কেউ হাসে কেউ কাঁদে জীবন ভর।
বয়স বাড়ার সাথে সাথে পরিবর্তন আসে
জীবনে বাস্তবতা বুঝে তার পাশে।

চলার পথে মুখোমুখি হয় নানা সমস্যায়
মাঝে মাঝে জীবন হয়ে দাঁড়ায় অসহায়।
পায়ের নীচে মনে হয় নেই কোন মাটি
চারপাশের মানুষগুলো নয় খাঁটি।

তবুও জীবন যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হয়
আগামী ভবিষ্যত গড়ার টানে
সমাজে কিভাবে বাঁচা যায় মানসম্মানে।
যতই প্রতিকূল পরিবেশ আসুক
জীবনে ভালবাসা ও মায়া অটুট থাকুক।

লেখক: কবি, নিউইয়র্ক।

ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া
সুজন দাশ

প্রতিটি ক্রিয়ার বিপরীত ক্রিয়া আছে
যদি ভেবে থাকো কী আর এমন হবে?
সমস্যা এসে দাঁড়াবে ঠিকই কাছে
এমনি এমনি পার কে পেয়েছে কবে?

কর্মের ফল কাউকে ছাড়ে না কভু
যেমন কর্ম তেমনি যে ফল জোটে,
বোঝেনা মানুষ এ সহজ কথা তবু
বিচলিত তারা হয়না ও যেন মোটে।

ক্ষমতা আসলে অতীত রাখে না মনে,
ভেসে যায় সবে লোভ লালসার স্রোতে
জড়ায় দ্বন্দ্বে মেতে ওঠে তারা রণে
আত্ম তৃপ্তি পায় যেন বেশ ওতে।

অতীতের থেকে শিক্ষা নেয় না কিছু
এক আবর্তে ঘুরপাক খায় তারা,
গণ আদালতে হতে হবে তারে নিচু
ভাবে না কখনো বিপদ করবে তাড়া।

লংকায় গেলে সবাই রাবণ সাজে
ন্যায্য বললে বিভীষণ ভাবে তারে,
চিরায়ত ধারা বইছে সবার মাঝে
থাকে কষ্টরা শুধু জনতার ঘাড়ে।

লেখক: কবি, নিউইয়র্ক।

সমীকরণ
মো. রহমত আলী

আজ থেকে কাল, আর কতকাল,
আধুনিকতার অনাদরে ঢাকা প্রতিকার,
নতুন ধারা ধরে চলছে সে দুর্বল সমীকরণ,
যার আছে মানজান তাঁর জাত যায়!
যার নাই কোনো তাঁর কি আসে যায়?
সময়ে সময়ে প্রকাশিত যার যা উচ্চারণ;
হাওয়ায় ঘোরে সাক্ষীময় হয়ে উদাহরণ।

সেই! আদি অক্ষর দ্বারা সাজিয়ে বাক্য,
বলা হয় এইতো আধুনিক শব্দের জন্ম!
মরীচিকা অথচ লাগে বেশ অপরূপ,
নতুনধারা যদি ঘোলা করে শব্দকোষ,
তবে আধুনিকতার পাঠে কি নতুন শিক্ষণ?
পরিচর্যা অক্ষরের হয় যদি সামাজিক,
পড়ে তাই হতে পারে বুঝেশুনে মানুষ মানবিক।

এই লেখা হারিয়ে যাবে, হোক যত আধুনিক,
চিরদিন রয়ে যাবে মনেপ্রাণে ধ্যানে,
মির্জা গালিব, আল্লামা ইকবাল,
আরো কবি নজরুল সহ যত ছিলেন
গুণীজ্ঞানী সেই কালের কবি গুরুজন।
সত্য-ঘেরা বাণী তাঁদের অমূল্য লিখন,
যা পরান-টানে আজও, অর্থবহ ভুখোড়।

লেখক: কবি, নিউইয়র্ক।

আসছে খুশির ঈদ
কনক কুমার প্রামানিক

বছর ঘুরে সবার ঘরে
আসছে খুশিরই ঈদ,
সবার মনে খুশির নাচন
নাচে যে খোকার হৃদ।

কদিন বাদে মাতবে সবাই
খুশিরই উৎসবে,
ধনী গরীব সবার মনে
খুশি ভরে রবে।

নতুন নতুন জামা জুতোয়
ঘুরবে নানাবাড়ি,
যতই থাকুক মনটা খারাপ
করবে নাকো আড়ি।

রঙিন রঙে রাঙবে সবাই
তা ধিনা ধিন নাচে,
শহরে লোক আসবে গ্রামে
থাকবে সবাই কাছে।

লেখক: কবি, নিউইয়র্ক।

"তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি মহান"

শহীদ রাষ্ট্রপতি

জিয়াউর রহমান

বীর উত্তম এর

৪৪তম শাহাদাৎ বার্ষিকীতে

দোয়া মাহফিল ও খাবার বিতরণ

৩০ মে ২০২৫	শুক্রবার বাদ আসর	নবান্ন রেষ্টুরেন্ট এর সামনে
30th May 2025	Friday at 6:00pm	In Front of Nabanno Restaurant

উত্তর আমেরিকার দল নিরপেক্ষ সার্বজনীন এই বৃহৎ আয়োজনে সবাই আমন্ত্রিত

| আমন্ত্রণে |

আহ্বায়ক
দেওয়ান মনির
যুগ্ম আহ্বায়ক
শামস্ জনি, কাজী আমিনুল ইসলাম স্বপন, সেলিম আহমেদ মানিক বাবু, শেখ নোমান পলাশ, ইস্তারুজ্জামান রতন

প্রধান সমন্বয়কারী
সারওয়ার খান বাবু
সমন্বয়কারী
মিয়া মোঃ দুলাল, ফারুক হোসেন মজুমদার, শফিউদ্দিন মিয়া, রফিকুল ইসলাম জালিম, মিজানুর রহমান মিজান, প্রফেসর মনিরুল ইসলাম খান, এস এম মাঈনুল করিম টিপু, জীবন শফিক

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
আবুল কাশেম
মোঃ গিয়াস উদ্দিন, মোশারফ হোসেন সবুজ এ. জেড. এম. জাহাঙ্গীর হাসাইন, শাহিন এইচ চৌধুরী, সাইফুল ইসলাম, সুলতান নাসির উদ্দিন রতন, নীরব হক, জিয়াউর রহমান টিটু

সদস্য সচিব
আমানত হোসেন আমান
যুগ্ম সদস্য সচিব
আফতাব জনি, এ সিদ্দিক পাটওয়ারী, মনিরুল ইসলাম মনির, জাহাঙ্গীর আলম জয়, মোহাম্মদ রইচ উদ্দিন, ওয়াহিদুজ্জামান লিপু, নুর হোসেন

পৃষ্ঠপোষক ঃ

গোল্ডেন এইজ হোম কেয়ার (শাহ্ নেওয়াজ), কেয়ারিং ফেয়ার ডাইরেক্ট হোম কেয়ার (জাকির এচ চৌধুরী), বারী হোম কেয়ার (আসেক বারী টুটুল), ফাউমা ইনোভেটিভ (ফাহাদ সোলায়মান), নুরুল আজিম (এমপেয়ার কেয়ার এজেন্সী), ফার্স্ট এইড হোম কেয়ার (ডা. শাহজাদী পারভীন), ডেরা রেস্টুরেন্ট, এটর্নী মঈন চৌধুরী, দুলাল বেপেরু, ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল খালেক, শাহ্ জে চৌধুরী (শাহ্ গ্রুপ), আশরাফ চৌধুরী খোকন, এরফানুল ইসলাম শাহিন, হারুন ভূইয়া, আনুর রহমান বিশ্বাস, তারেক আহমেদ চন্দন, বেলাল আহমেদ চৌধুরী (রিয়েল্টর), টপ টি (সরদার হক রনি), মিন্টু চৌধুরী, ইশতিয়াক রুমি, লিগান কর্পোরেশন (মোহাম্মদ আর হক), তারেক হাসান খান, রাইজিং রিয়েলটি (মনিরুল ইসলাম), মাকসুদ এইচ চৌধুরী, কামরুজ্জামান কামরুল, মোহাম্মদ হোসেন বেলাল (বাংলা ট্রাভেলস), জামিল (বেলল হোম কেয়ার), ডা. ওলিউর রহমান খান, ডা: তৌহিদ শিবলী, মোঃ জাণাবীদ, ডা: জাকারিয়া লিংকন, মির্জা এস জামান, মাসুদ রানা তপন, মো: নুরুল আমিন ভূইয়া।

কৃতজ্ঞতায় ঃ

মিজুর রহমান মিজু, জসিম উদ্দিন ভূইয়া, মোস্তফা কামাল পাশা বাবুল, ডাঃ আবদুল সবুর, মার্শাল দুলাল, প্রফেসর সেলওয়ার হোসেন, আবদুল সবুর, জামাল আহমেদ জনি, আনোয়ার হোসেন, কাজী আজম, আনোয়ারুল ইসলাম, আবু সাইদ আহমেদ, মাকসুদ চৌধুরী, ইলিয়াস খান, সাইফুর খান হারুন, এম এ বাতিন, মাওলানা ওয়ালিউল্লাহ্ আতিকুর রহমান, আহবাব হোসেন খোকন, ইঞ্জিঃ আবু সায়েম, সাইফুর রহমান সাইদ, ফজেল আহমেদ চৌধুরী, বশির উদ্দিন আলম, জাহাঙ্গীর সওদাগর, তিপি জমীরউদ্দিন, সোহরাব হোসেন, রেজাউল আজাদ ভূইয়া, এবাদ চৌধুরী, রাফেল তালুকদার, শহীদুল ইসলাম, আবদুস সালাম টিটু, জাবেদ উদ্দিন, রিপন মিয়া, মো: মফিজুর রহমান, শাহাদাত হোসেন রাজু, মঞ্জুর মুর্শেদ, ইঞ্জি. তুহিন, কাজী সাব্বির, মোঃ সামসুদ্দিন, কামাল উদ্দিন লিপু, রিয়াজ মাহমুদ, সুলতান মাহমুদ খান (এস ওয়াই বাংলা)।

সহযোগিতায় ঃ

মীর নিজামুল হক, খাইরুল ইসলাম খোকন, এম ডি আব্দুর রউফ দিপিল, ইফতিয়ার উদ্দিন মাহমুদ, এমডি মতিন, ফারুক, মাহমুদ, ফরহাদ রেজা, এম রহমান, আসাদুল ইসলাম আসাদ, ওয়াসীম খন্দকার, ইফতি খান টিপু, নেহার সিদ্দিকী, আশরাফ উদ্দিন ঠাকুর, মোঃ শামীম চৌধুরী, প্রফেসর রফিকুল ইসলাম, রুহুল আমিন সরকার, বক্কার সেলিম, জে মোল্লা সানি, সৈয়দ এম এ রেজা, গোলাম ফারুক শাহীন, রাসেল তালুকদার, সেলিম রেজা, মাজহার রবিন, নাসিম আহমেদ, মোবারক হোসেন সজল, নুর ইসলাম বর্মন, সৈয়দ এনায়েত আলী, নাজমুল আলম, সৈয়দ এনাম আহমেদ, জাহিদ আহমেদ খান, মাজহারুল ইসলাম জনি, মাহবুবুর রহমান মুকুল, সাইদুর খান ডিউক, কাজী বাবুল, বাবুল জামান, সৈয়দ মাহমুদ বাদশা, আরিফ মল্লিক, রফিকুল ইসলাম, রবিন এইচ চৌধুরী, মোঃ কামাল উদ্দিন, জামান তুহিন, মাজহার রবিন, মাসুদ করিম মিলন, খলকু রহমান, রাউফুল ইসলাম লিটন, আমজাদ হোসেন, আবুল কালাম, সাইফুল ইসলাম লিটন, ফরিদ খন্দকার, শাহবাজ আহমেদ, মোঃ হুমায়ুন কবির, লাল মিয়া (মহসিন), মশিউর রহমান (বীর মুক্তিযোদ্ধা), হুমায়ুন কবির, হাবিবুর রহমান, মাসুদ রানা, আনোয়ার পলাশ, মো: আলী মিলন, হামিদুর রহমান রকি, আল মামুন সবুজ, বাদল মির্জা, মোঃ মোস্তফা, ইঞ্জি. মাঈন উদ্দিন, রাজুল রব, রনি হোসেন, সৈয়দ এ রহমান ফারুক, তোফাজেল আহমেদ, সোহেল আহমেদ।

সভাপতি ঃ শাকিল মিয়া ◀ধন্যবাদান্তে▶ সাধারণ সম্পাদক ঃ মোঃ আলম নমী

আয়োজনে: জ্যাকসন হাইটস্ এলাকাবাসী, নিউইয়র্ক

JACKSON HEIGHTS ELAKABASHI · JHE · SINCE 2002

থ্যালাসেমিয়া থেকে রক্ষায় প্রয়োজন জনসচেতনতা

অধ্যাপক ডা. এ টি এম আতিকুর রহমান

থ্যালাসেমিয়া একটি বংশানুক্রমিক রোগ, যা মা-বাবার মাধ্যমে সন্তানের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এই রোগের প্রভাবে রক্তে অক্সিজেন বহনকারী হিমোগোবিন উৎপাদনে ত্রুটি রয়ে যায়। ফলে এই রোগীরা এনিমিয়া বা রক্তস্বল্পতাসহ বিভিন্ন রকম জটিলতায় ভুগে থাকে। এই রোগের জিন বহন করলেই সবাই আক্রান্ত হয় না, কেউ কেউ এর বাহকও হতে পারে।

মা-বাবার একজন যদি এই রোগের বাহক হন, তাঁদের যেকোনো সন্তান এই রোগের বাহক হতে পারে। মা-বাবা উভয়েই যদি এই রোগের বাহক হন, তবে সন্তানদের কেউ কেউ হবে রোগের বাহক আবার অন্যরা হতে পারে আক্রান্ত। সচেতনতা ও পর্যাপ্ত স্ক্রিনিংয়ের মাধ্যমে থ্যালাসেমিয়া রোগ নির্ণয় করে এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার হার কমিয়ে আনা যেতে পারে। বিটা থ্যালাসেমিয়া বাহক যদি না জেনে আরেকজন বাহককে বিয়ে করে, তাহলে তাদের সন্তান গুরুতর থ্যালাসেমিয়া নিয়ে জন্মাতে পারে।

এটি প্রতিরোধে তাই ব্যক্তি পর্যায়ের জনসচেতনতা প্রয়োজন।

থ্যালাসেমিয়া রোগীদের প্রায় প্রতি মাসেই রক্ত দিতে হয়। মাসে একাধিকবার রক্তের প্রয়োজন হয় কারো কারো। প্রতি মাসে এভাবে রক্ত জোগাড় করা থ্যালাসেমিয়া রোগাক্রান্ত শিশুর পরিবারের জন্য কষ্টকর ও ব্যয়বহুল ব্যাপার। ফলে রোগী ও তাদের পরিবারে নেমে আসে শুধু হতাশা ও দরিদ্রতা। সমীক্ষায় দেখা গেছে, আমাদের দেশের জনসংখ্যার ১০ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় এক কোটি ৮০ লাখ লোক থ্যালাসেমিয়া বাহক বা রোগাক্রান্ত। এই হার প্রতিনিয়ত বাড়ছে। তাদের চিকিৎসায় দুই থেকে ১০ হাজার কোটি টাকা চিকিৎসা খরচ হতে পারে। এই ব্যয়ের উদ্বৃত্ত তৈরি করা বড়ই জটিল।

এরপর ২৭ পৃষ্ঠায়

গরমে হিট স্ট্রোক কেন হয়?

ঝুঁকিমুক্ত থাকতে করণীয়

ডা. আয়শা আক্তার

তীব্র গরমের সময় সবচেয়ে বেশি স্বাস্থ্য ঝুঁকি থাকে হিট স্ট্রোকে আক্রান্ত হওয়ার। হিট স্ট্রোকের মূল কারণ পানিশূন্যতা বা ডিহাইড্রেশন। বয়স্ক, অসুস্থ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা শিশুরা অনেক সময়ই বুঝতে পারে না যে শরীর ডিহাইড্রেড হয়ে গেছে। তাই তাদের দিকে বাড়তি নজর দিতে হবে।

অতিরিক্ত গরমে শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে হিট স্ট্রোক হয়। এর ফলে ঘাম বন্ধ হয়ে গিয়ে শরীরের তাপমাত্রা দ্রুত বাড়তে শুরু করে।

হিট স্ট্রোকে আক্রান্ত হলে মাথা ব্যথা ও মাথা ঘোরা এবং চোখে ঝাপসা দেখা, দুর্বলতা, মাংসে টান ও বমি অনুভব হওয়া এবং একটা পর্যায়ে অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে এবং খিঁচুনি হতে পারে।

একটানা রোদের মধ্যে কাজ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। যারা শ্রমিক, দিনমজুর তারা এই রোদে টানা বাইরে কাজ করছেন তারা অবশ্যই এক নাগারে কাজ না করে ছায়ার নিচে আধাঘণ্টা বিশ্রাম নিয়ে তারপর আবার কাজ করবেন। বারবার মুখে ঠান্ডা পানির ঝাপটা দেবেন।

রাস্তাঘাটে খোলা খাবার খাওয়া যাবে না। এই গরমে ডায়রিয়া অনেক বেশি হয় তাই সবসময় খাবারের দিকটা একটু খেয়াল রাখতে হবে। সহজে হজম হয় এ ধরনের খাবার খেতে হবে। খোলা বাসি খাবার খাওয়া একদমই যাবে না। এগুলো খেলে পাতলা পায়খানা-ডায়রিয়া হবে; শরীর পানিশূন্য হয়ে পড়বে।

রাস্তায় ও ফুটপাতের অপরিষ্কার, নোংরা পরিবেশে তৈরি শরবত, চা বা অন্যান্য খাবার খাওয়া পরিহার করতে হবে এবং অনিরাপদ পানি পান করা যাবে না।

একটানা রোদের মধ্যে কাজ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। যারা শ্রমিক, দিনমজুর তারা এই রোদে টানা বাইরে কাজ করছেন তারা অবশ্যই এক নাগারে কাজ না করে ছায়ার নিচে আধাঘণ্টা বিশ্রাম নিয়ে তারপর আবার কাজ করবেন। বারবার মুখে ঠান্ডা পানির ঝাপটা দেবেন।

অবশ্যই যদি মাথা ঝিমঝিম করে অথবা বমি ভাব পায় বা যেকোনো ধরনের শারীরিক সমস্যা দেখা দিলে তৎক্ষণিকভাবে চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন। তাৎক্ষণিকভাবে চিকিৎসা না করলে মৃত্যুঝুঁকি অনেক বেশি।

প্রাথমিকভাবে হিটস্ট্রোকে আক্রান্ত ব্যক্তিকে একটু ঠান্ডা জায়গায় নিয়ে শুইয়ে দিতে হবে। টাইট কাপড়-চোপড় পড়া থাকলে সেগুলো ঢিলা করে দিতে হবে। ফ্যান বা এসির ব্যবস্থা থাকলে দ্রুত তা চালু

এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

রক্তচাপ কেড়ে নিতে পারে দৃষ্টিশক্তি

আজকাল স্বাস্থ্য ডেস্ক

রক্তচাপ বাড়লে বেশিরভাগ মানুষ ভয় পান হার্টঅ্যাটাকের। উচ্চ রক্তচাপ হার্টের উপর প্রভাব ফেলে। কিন্তু হাইপারটেনশন শুধু যে হার্টের জন্য ক্ষতিকর তা নয়। ভয় রয়েছে চোখেরও। রক্তচাপ বেশি থাকলে তা চোখেরও ক্ষতি হতে পারে। এমনকী উচ্চ রক্তচাপের কারণে দৃষ্টিশক্তিও হারাতে পারেন।

চোখের স্ট্রোকের জন্য কি হাইপারটেনশন দায়ী?

চোখের চিকিৎসক ডা. সুমন মুখোপাধ্যায় বলেন, 'হাইপারটেনশনের কারণে চোখের একাধিক ক্ষতি হতে পারে।' উচ্চ রক্তচাপে চোখের রেটিনার শিরায় ব্লকেজ তৈরি হয়। এর ফলে রক্ত চলাচল ব্যাহত হয়। এই অবস্থাকে 'সেন্টাল রেটিনাল ভেইন অকুলেশন' বলা হয়। এটি শিরার পাশাপাশি ধমনীতেও হতে পারে বলে জানিয়েছেন ডা. মুখোপাধ্যায়। আসলে চলতি ভাষায় এই অবস্থাকেই চোখের স্ট্রোক বলা হয়।

সিআরভিও-এ কি দৃষ্টিশক্তি হারাতে পারেন?

সিআরভিও-এর একাধিক উপসর্গ রয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে কমন হলো- হঠাৎ করে একটা চোখের দৃষ্টি কমে যাওয়া। এছাড়া চোখে রক্তপাত হলে চোখের ভিতর কালো ঝুলের মতো অংশ দেখা যায়। 'সিআরভিও-এর চিকিৎসা হলো ইনজেকশন বা রেটিনাল লেজার' বলেন ডা. মুখোপাধ্যায়। সিআরভিও হলে

এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বাড়ায় ইনফ্লুয়েঞ্জা

ডা. মারুফ রায়হান খান

ইনফ্লুয়েঞ্জা একটি ভাইরাস। যা সাধারণত শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তিতে ছড়ায়। যখন একজন সংক্রামিত ব্যক্তি হাঁচি, কাশি বা কথা বলে তখন এটি ছড়াতে পারে। তাছাড়া ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তির মুখ, নাক বা চোখ স্পর্শ করলেও ভাইরাস সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তবে সবচেয়ে বিপদজনক যেটি সেটি হলো এই ভাইরাস সংক্রমণের পরবর্তী ৭ দিনের মধ্যে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি ৬ গুণ বেড়ে যায়। ফলে ইনফ্লুয়েঞ্জা সংক্রমিত হলে মৃত্যুর ঝুঁকি পর্যন্ত আছে। তাই আসুন একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ জেনে নেওয়া যাক। এ বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছেন মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের হৃদরোগ ও উচ্চ রক্তচাপ বিশেষজ্ঞ ডা. মারুফ রায়হান খান। ইনফ্লুয়েঞ্জা কীভাবে ছড়ায়, এর ঝুঁকি, লক্ষণ ও এই ভাইরাস থেকে বাঁচার উপায়-

১. নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অফ মেডিসিনে প্রকাশিত একটি স্টাডিতে দেখা গেছে, ইনফ্লুয়েঞ্জা সংক্রমণের পরবর্তী ৭ দিনের মধ্যে হার্ট অ্যাটাক হবার ঝুঁকি ৬ গুণ বেড়ে যায়।

২. ইংল্যান্ড এন্ড ওয়েলসে হওয়া একটি রিসার্চে ইনফ্লুয়েঞ্জাকে হার্ট অ্যাটাকের ট্রিগার হিসেবে দেখানো হয়েছে। ইনফ্লুয়েঞ্জা ইনফেকশানের প্রথম ৩ দিনে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি অনেক বেশি থাকে।

৩. ৫০ বা তার বেশি বয়সি ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে মৃদু ইনফ্লুয়েঞ্জা সংক্রমণও হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোকের ঝুঁকি দ্বিগুণ করতে পারে।

৪. ২০০৮ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত ডেটা অ্যানালাইজ করে দেখা যায়, যাদের আগে কখনোই ইশকেমিক হার্ট ডিজিজ ছিল না তাদের মধ্যে ইনফ্লুয়েঞ্জা সংক্রমণের পর ১৬.৬ গুণ পর্যন্ত হার্ট অ্যাট

এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

পুরুষের প্রাণঘাতী প্রোস্টেট ক্যানসার: লক্ষণ ও চিকিৎসা পদ্ধতি

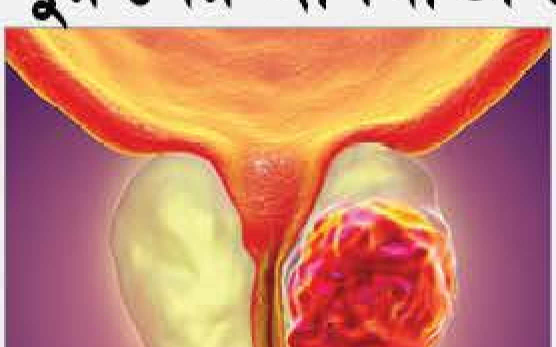

খালিদ হাসান

সম্প্রতি সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন 'আগ্রাসী ধরনের' প্রোস্টেট ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছেন। বাইডেনের অফিস এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ক্যানসারটি তার হাড়েও ছড়িয়ে পড়েছে। বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, ক্যানসারটির 'গিসন স্কোর ৯ (গ্রেড গ্রুপ ৫)', যেখানে এটির সর্বোচ্চ স্কোর ১০। এর মানে হলো বাইডেনের ক্যানসারটি অত্যন্ত আক্রমণাত্মক। বাইডেন প্রোস্টেট ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়ার পর থেকে পুরুষদের এই নীরব ঘাতক রোগটি আবারও আলোচনায়। কী কারণে এ রোগ হয়, লক্ষণ কী কী এবং চিকিৎসা পদ্ধতি কী- তাই নিয়ে আজকের এই লেখা।

প্রোস্টেট ক্যানসার কী?

প্রোস্টেট হলো পুরুষদের মূত্রথলির কাছে অবস্থিত একটি ছোট গ্রন্থি, যা বীর্য তৈরিতে সহায়তা করে। আর পুরুষদের প্রোস্টেট গ্রন্থির ক্যানসারকেই প্রস্টেট ক্যানসার বলে। পুরুষদের মধ্যে এই ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার হার অনেক বেশি। সাধারণত ৫০ বছরের বেশি বয়স হলে পুরুষদের মধ্যে এই ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়তে থাকে। ওয়ার্ল্ড ক্যানসার রিসার্চ ফান্ড জানিয়েছে, বিশ্বব্যাপী এটি পুরুষদের মধ্যে দ্বিতীয় এবং সামগ্রিকভাবে চতুর্থ সর্বাধিক সাধারণ ক্যানসার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পুরুষদের মধ্যে এটি সবচেয়ে বেশি নির্ণীত ক্যানসার। সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি) জানিয়েছে, প্রতি ১০০ জন মার্কিন পুরুষের মধ্যে ১৩ জন এই রোগে আক্রান্ত হন।

পুরুষদের প্রোস্টেট ক্যানসার কেন হয় এর সঠিক কারণ এখনো স্পষ্ট নয়। তবে উচ্চ চর্বিযুক্ত খাদ্য গ্রহণ এটির একটি কারণ হতে পারে বলে কিছু প্রমাণ পাওয়া গেছে। এছাড়াও প্রোস্টেট ক্যানসারের পারিবারিক ইতিহাস যদি থাকে তাহলে তাদের ঝুঁকি বেশি। বিশেষত নিকট আত্মীয়, রক্তের সম্পর্কের কারো যদি প্রোস্টেট ক্যানসার হয় তাহলে ঝুঁকি বেশি।

যদি কারো পরিবারে ব্রেস্ট ক্যানসার হওয়ার ইতিহাস থাকে তাদের প্রোস্টেট ক্যানসার হওয়ারও ঝুঁকি বেশি থাকে। অতিরিক্ত ওজন বা স্থূলতা প্রোস্টেট ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ায়।

এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

হ্যান্ডস অন
ফিজিক্যাল থেরাপি রিহাবিলেইশন

এ. ভূঁইয়া

এলআইসি. ফিজিক্যাল থেরাপিস্ট

আপনি কি নিম্নে উল্লেখিত যে কোন ব্যথায় ভুগছেন?
তাহলে আজই যোগাযোগ করুন।
আমাদের আছে ২০ বছরের অভিজ্ঞতা।

* পিঠ ব্যথা
* গাড় ব্যথা
* বাহু ব্যথা
* কব্জি ব্যথা
* হাঁটু ব্যথা
* পায়ের পাতা ব্যথা
* পায়ের আঙ্গুল ব্যথা

ক্লিনিক খোলা থাকার সময়
সোমবার থেকে শুক্রবার
সকাল ১০.০০-সন্ধ্যা-৭টা
শনিবার
সকাল ১০.০০-বিকাল-৪টা
রবিবার বন্ধ

আমরা প্রায় সব ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি

আমরা ইংলিশ, স্প্যানিশ, হিন্দি, বাংলা ও আরবীতে কথা বলি

75-17 41 Ave. Elmhurst, NY 11373
(Corner of 76th St & Broadway)
170-08 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432
Tel : 917-832-7824, Cell : 718-696-7002
Fax : 917-832-6100

হোমিও চিকিৎসা

জ্যাকসন হাইটস এর বাংলাদেশ প্লাজার নীচ তলায়

ডাঃ এফ হক

হোমিওপ্যাথিক কনসালট্যান্ট
DI. Hom (USA)
(Diploma in Homeopathy)

ব্যথা, পাইলস, গ্যাস্টিক, কিডনি ও প্রস্রাবের সমস্যা, যৌন ও চর্মরোগ সহ সব ধরনের জটিল রোগ।

হোমিও ভিটামিন সেলিং সেন্টার
Homeo & Vitamin Selling Center

এপয়েন্টমেন্ট এর জন্য কল করুন

347-596-3111, 347-485-8020

জ্যাকসন হাইটস অফিস: (বাংলাদেশ প্লাজা) (দুপুর ২টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত)
৩৭-১৫ ৭৩ স্ট্রিট (Lower Level), জ্যাকসন হাইটস, নিউ ইয়র্ক।
ব্রুকলিন অফিস: (সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত)
৪৭৫ ম্যাকডোনালস্ এভিনিউ, (৩য় তলা), ব্রুকলিন, নিউ ইয়র্ক।

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরকিায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

Member of
FRANCHISE BROKER ACADEMY

FRANCHISE | L1A VISA | E2 VISA | POLITICAL ASYLUM

Captor USA, Inc.

Franchise & Business Consulting Firm
37 16 73rd street, Suite: 402, Jackson Heights, NY 11372.
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com

হটলাইন : +১ ৭১৮ ৪৩৩ ৯০০১
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

একজোট ইউরোপ কি নেতানিয়াহুকে থামাতে পারবে

১২ পৃষ্ঠার পর

হয়ে পড়বে।' ইসরায়েলের এক রাজনীতিকের মুখে দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে তুলনা আনাটা ঐতিহাসিক ও নৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, আজকের ইসরায়েলকে বহু গবেষক ও বিশ্বজুড়ে অধিকারকর্মীরা দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক বর্ণবাদী শাসনব্যবস্থার সঙ্গে তুলনা করছেন। ১৯৯৪ সালে সেই ব্যবস্থা অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ, আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা এবং গণআন্দোলনের সম্মিলিত চাপে ভেঙে পড়েছিল। এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করার আগেই দক্ষিণ আফ্রিকায় এই বর্ণবাদ দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে চলেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী শীতল যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে গিয়ে তৎকালীন ট্রুম্যান প্রশাসন দক্ষিণ আফ্রিকাকে সমর্থন দিয়েছিল। এই সমর্থন চলেছিল পরবর্তী বহু মার্কিন সরকারের আমলেও। সম্প্রতি ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য ও কানাডা এক যৌথ বিবৃতিতে ইসরায়েলের প্রতি গাজায় যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান জানিয়েছে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টারমার, কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি এবং ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ এই বিবৃতিতে সই করেন। বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়-যদি ইসরায়েল যুদ্ধ বন্ধ না করে, তবে তারা ইসরায়েলের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের বিষয়টি বিবেচনা করবে।

১৯৬০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার সাদা পুলিশের গুলিতে ৬৯ জন কৃষ্ণাঙ্গ বিক্ষোভকারী নিহত হন। তখন একটি বড় পরিবর্তন আসে। এই শার্পভিল হত্যাকাণ্ডের পরই জাতিসংঘ দক্ষিণ আফ্রিকার ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার ডাক দেয়। তখন নিরাপত্তা পরিষদের যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্রের মতো প্রভাবশালী দেশগুলো অনুধাবন করতে থাকে যে আফ্রিকা মহাদেশে উপনিবেশবাদবিরোধী সংগ্রামের বাস্তবতা উপেক্ষা করা যাবে না।

তবে এই আন্তর্জাতিক অবস্থান বদলের পেছনে সবচেয়ে বড় চালিকা শক্তি ছিল বিশেষ করে ১৯৭০-এর দশকের শেষ দিকে ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরে গড়ে ওঠা তৃণমূল আন্দোলন। এসব আন্দোলনের চাপেই পশ্চিমা সরকারগুলো অবশেষে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে বাধ্য হয়।

১৯৮৬ সালে মার্কিন কংগ্রেস পাশ করে 'কমপ্রিহেনসিভ অ্যান্টি-অ্যাপারথেইড অ্যাক্ট'। এর ফলে বহু আন্তর্জাতিক কর্পোরেশন দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে নিজেদের ব্যবসা গুটিয়ে নেয়। দেশটির অর্থনীতি ভয়ানক ধাক্কা খায়।

এই প্রেক্ষাপটে আমাদের মনে রাখতে হবে আজকের ইউরোপজুড়ে ফিলিস্তিন প্রশ্নে চলমান ঐতিহাসিক প্রতিবাদগুলোর কথা। বিশেষ করে গত ১৫ মে নাকবা দিবসে লন্ডনে যে বিপুল জনসমাগম হয়েছিল, তা ছিল নজিরবিহীন। দক্ষিণ আফ্রিকার ইতিহাস থেকে শিখে আমরা আজকের ফিলিস্তিন আন্দোলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক কৌশল-বর্জন, বিনিয়োগ প্রত্যাহার ও নিষেধাজ্ঞা। আন্দোলনের এই শক্তিকে এখন যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে হবে।

ইসরায়েলের প্রভাবশালী পত্রিকা হা'আরেৎজ নেতানিয়াহুকে দক্ষিণ আফ্রিকার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পিটার বোথার সঙ্গে তুলনা করেছে। বোথার কঠোর দমননীতি দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী শাসনকে টিকিয়ে রেখেছিল। ১৯৮৯ সালে বোথা পদত্যাগ করলে সেই শাসনব্যবস্থার ভাঙন ত্বরান্বিত হয়।

আজ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে নেতানিয়াহু ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতা আন্দোলনের সামনে এক বিশাল বাধা হিসেবে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনটি স্তম্ভকে ভর করে তাঁর ক্ষমতা টিকে আছে। তাঁকে মোকাবিলা করতে হলে আমাদের অবশ্যই সেগুলো চিনে নিতে হবে। পরিকল্পিতভাবে সেই স্তম্ভগুলো ভেঙে ফেলার দীর্ঘ লড়াইকে পরিচালনা করতে হবে।

প্রথমত, ইসরায়েলের মধ্যে শক্তিশালী বিরোধিতা এবং নতুন নেতৃত্বের উদ্ভব খুবই জরুরি। এই নতুন নেতৃত্ব অন্তত ফিলিস্তিনিদের ওপর নিপীড়নকে রাষ্ট্রীয় কৌশল হিসেবে ব্যবহার করবে না। এমন একটি নেতৃত্বই কেবল ইসরায়েলের বৈশ্বিক গ্রহণযোগ্যতা পুনরুদ্ধারের পথে এগোতে পারে।

দ্বিতীয়ত, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তরফ থেকে বিরোধিতার শিথিলতা। এই শিথিলতাই নেতানিয়াহুর অপরাধমূলক পদক্ষেপগুলোকে টিকে থাকার প্রধান রসদ জোগায়। যুক্তরাষ্ট্র এখনও ইসরায়েলকে অস্ত্র সরবরাহ অব্যাহত রেখেছে। এর ফলে নেতানিয়াহুর দমননীতি দিন দিন আরও ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে।

তৃতীয়ত, ইউরোপীয় দেশগুলো, আঞ্চলিক শক্তিগুলো বা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের চাপ। এই তিনের সম্মিলিত প্রভাবও গত কয়েক দশকে নেতানিয়াহু বা তাঁর পূর্বসূরিদের যুদ্ধনীতি পরিবর্তনে কার্যকর কোনো ভূমিকা রাখতে পারেনি। কেবল গাজায় নয়, ইসরায়েল প্রতিষ্ঠার পর থেকে তারা যত যুদ্ধ করেছে, তার প্রতিটির পেছনেই এই আন্তর্জাতিক চাপ ছিল প্রায় নিষ্ফল।

এই তিনটি স্তম্ভ-ইসরায়েলের ভেতরের নেতৃত্ব সংকট, যুক্তরাষ্ট্রের অন্ধ সহায়তা এবং আন্তর্জাতিক চাপের ব্যর্থতা-এই তিনের ওপর ভর করেই নেতানিয়াহু দাঁড়িয়ে আছেন। একের পর এক বিশ্বজনমতকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে গাজায় দখল ও ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর নতুন যুদ্ধ পরিকল্পনা, 'অপারেশন গিদিওন চারিয়টস,' এই তিনটি ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েই অগ্রসর হচ্ছে।

সম্প্রতি ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য ও কানাডা এক যৌথ বিবৃতিতে ইসরায়েলের প্রতি গাজায় যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান জানিয়েছে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টারমার, কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি এবং ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ এই বিবৃতিতে সই করেন। বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়-যদি ইসরায়েল যুদ্ধ বন্ধ না করে, তবে তারা ইসরায়েলের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের বিষয়টি বিবেচনা করবে।

কিন্তু এখন পর্যন্ত এই ধরনের হুঁশিয়ারি কিংবা আগের সমর্থনের কোনো প্রত্যাহারই নেতানিয়াহুর নীতিতে কোনো মৌলিক পরিবর্তন আনতে পারেনি।

এই প্রেক্ষাপটে আসন্ন 'সৌদি-ফরাসি প্যালেস্টাইন সম্মেলন' নতুন এক সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিতে পারে। জাতিসংঘ সদর দপ্তরে এই সম্মেলন আগামী মাসে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এর উদ্দেশ্য-প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র গঠনের প্রশ্নে বহুপক্ষীয় সংলাপ ও কূটনৈতিক চাপকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং গাজা সংকট মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়াগুলোকে সমন্বিত করা।

ফ্রান্স ইতোমধ্যে ইঙ্গিত দিয়েছে যে তারা ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেওয়ার পথে এগোতে পারে। যুক্তরাজ্যও একই ধরনের ইঙ্গিত দিয়েছে, যদিও বেশ হালকাভাবে। এরই মধ্যে ইউরোপজুড়ে ফিলিস্তিনপন্থী তৃণমূল আন্দোলন এবং ইসরায়েলবিরোধী জনমত দিন দিন বাড়ছে। ফলে ভূ-রাজনীতির খাতিরে ইউরোপীয় দেশগুলোর পক্ষে নেতানিয়াহু নেতৃত্বাধীন সরকারকে আর সমর্থন করা হয়তো আগের মতো সহজ নয়। তবে এই পাশা খেলাতে শেষ পর্যন্ত কে জিতবে তা এখনও বলা সম্ভব নয়। আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ, ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়া, ইসরায়েলের অর্থনীতি বাণিজ্যিকভাবে বিপর্যস্ত করা এবং যুক্তরাষ্ট্র পুরোপুরি অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়ার পরই সে সম্পর্কে মন্তব্য করা যাবে।

লেখক : ইউসুফ এস ওয়াই রামাদান ঢাকায় নিযুক্ত ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রদূত। ইংরেজি থেকে অনুবাদ জাভেদ হুসেন।

ট্রাম্পের নীতি এবং ইসরায়েলের ভবিষ্যৎ

৬ পৃষ্ঠার পর

আবার সেটা করতে গেলে মধ্যপ্রাচ্যে মিশর ও জর্ডানের মতো আমেরিকার দুর্বল মিত্র রাষ্ট্রগুলো ক্ষতির শিকার হবে। আবার এ অঞ্চলের উত্তরে অবস্থান নেওয়া কিছু আমেরিকাবিরোধী গোষ্ঠীকে 'সন্ত্রাসবাদী' আখ্যায়িত করলে, পার্শ্ববর্তী দেশ রাশিয়ায় অবস্থানরত সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়গুলো অসন্তুষ্ট হবে, সেটাকে পরবর্তীকালে রাশিয়া পুঁজি করতে সক্ষম হবে। অন্যদিকে তেল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়ে নতুন পরিকল্পনা ও জ্বালানি নীতি ঘোষণা করলে তা চীনের ওপর চাপ সৃষ্টি করবে ঠিকই, কিন্তু তা ওপেক জোটের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করতে পারে, যার কারণে পরবর্তীকালে তেলের মূল্য অস্থিতিশীল হয়ে যেতে পারে। এসব কারণে আমেরিকান নীতির ওপর মধ্যপ্রাচ্যে নতুন করে বিশ্বাস গড়ে তুলতে চান ডোনাল্ড ট্রাম্প। তা ছাড়া আরব অঞ্চলের মধ্য দিয়ে চীনের 'বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ' যে দূরপ্রাচ্য ও ইউরোপের মধ্যে যোগাযোগব্যবস্থার ওপর একক আধিপত্য চর্চা করছে, সেটাকেও প্রতিহত করতে আগ্রহী তিনি। তাই সৌদি আরব ও অন্যান্য উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলোকে ট্রাম্প এবার যে বার্তাটা দিয়েছেন সেটা হলো, 'আপনারা চাইলে ওপেক প্লাসকে ব্যবহার করে বৈশ্বিক তেলের মূল্য নিয়ে খেলতে পারেন। তবে এটা জেনে রাখুন যে, চীনের নেতৃত্বের বিশ্বব্যবস্থাটা এখনো কেবল বিকাশ পর্যায়ে রয়েছে। তার সফলতার নিশ্চয়তা কেউই দিতে পারবে না। অন্যদিকে আমেরিকার সঙ্গে অর্থনৈতিক অংশীদারত্বটা বহুগুণ বেশি লাভজনক আর নিশ্চিত সফলতা এনে দেবে। এখন আপনারা কোন পক্ষে যাবেন, সে সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব আপনাদের।'

রিয়াদ, দোহা আর আবুধাবি আপাতত যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষই বেছে নিচ্ছে। তারা একে অন্যকে টপকে ট্রাম্পকে তুষ্ট করার প্রতিযোগিতায় নেমেছে। প্রায় ৩ লাখ কোটি ডলারের আগাম বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তারা। সংযুক্ত আরব আমিরাতের বার্ষিক জিডিপি ৫০ হাজার কোটি মার্কিন ডলার হলেও, সে আমেরিকার সঙ্গে ১০ বছরের মেয়াদে ১.৪ লাখ কোটি ডলারের চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। অন্যান্য আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীকে প্রভাবিত করতে এবং বিশ্ববাজারে নিয়ন্ত্রণ শক্ত করতে ট্রাম্প এ নতুন চুক্তিগুলোকে ব্যবহার করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

তবে উপসাগরীয় অঞ্চলের নেতাদের এ উদারতাবাদী অর্থনৈতিক নীতিগুলো যে তাদের নিজস্ব চূড়ান্ত কূটনৈতিক সিদ্ধান্তের প্রতিফলন-এমনটা নিশ্চিতভাবে মনে করার কোনো কারণ নেই। এমনও হতে পারে যে, আমেরিকার রোষ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য এটা তাদের একটা ব্যয়বহুল প্রচেষ্টা, ভবিষ্যতে যার পরিবর্তনও ঘটতে পারে। ট্রাম্পের এ সফরের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, মধ্যপ্রাচ্যের আঞ্চলিক রাজনীতিতে ইসরায়েলের ভূমিকা এবং অবস্থান। সফর শুরুর আগেই ট্রাম্প কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, যা স্পষ্টতই ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর এবং তার সমর্থকগোষ্ঠীর জন্য ছিল অস্বস্তিকর। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্যগুলো হলো, তেল আবিবকে উপেক্ষা করে হামাসের সঙ্গে ওয়াশিংটনের সরাসরি আলোচনায় অংশ নেওয়া, ইয়েমেনের হুতিদের সঙ্গে সমঝোতায় গিয়ে চুক্তি স্বাক্ষর করা এবং ইসরায়েলের নিরাপত্তা নিশ্চিত না করে ইরানের সঙ্গে পারমাণবিক শক্তির আলোচনায় অংশ নেওয়া। এ ছাড়া সৌদি আরবের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের যে অংশগ্রহণপূর্ণ চুক্তিগুলো স্বাক্ষরিত হয়েছে, তার অংশ হিসেবে ইসরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্বাভাবিক করার কোনো শর্ত নির্ধারণ করা হয়নি।

মনে হচ্ছে যেন ধীরে ধীরে ট্রাম্পের এ ব্যাপারটা উপলব্ধি হচ্ছে যে, মধ্যপ্রাচ্যে তার নতুন নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ইসরায়েল যতটা না সম্পদ হিসেবে কাজে দেবে, তার থেকে বেশি বোঝা হয়ে রয়ে যাবে। এ মনোভাবটা সমগ্র ইসরায়েলের আঞ্চলিক রাজনীতির প্রতি নাকি কেবল নেতানিয়াহু আর তার গণহত্যামূলক কর্মকাণ্ডের ভেতর সীমাবদ্ধ, তা এখনো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। তবে এটা নিশ্চিত যে, একবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে মধ্যপ্রাচ্যকে নিয়ে আমেরিকা যেই পররাষ্ট্রনীতি চর্চা করে আসছে, তার আমূল পরিবর্তন হতে যাচ্ছে। যে কোনো প্রকার কূটনৈতিক কাঠামো বা ঐতিহ্যগত প্রথা ভাঙতে ট্রাম্প সংকোচ বোধ করবেন না। দামাস্কাসের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে এবং সিরিয়ার অন্তর্বর্তীকালীন নেতার সঙ্গে বৈঠক করে তিনি এমনটাই ইঙ্গিত দিয়েছেন।

ট্রাম্পের বিরুদ্ধে সরাসরি অবস্থান না নিলেও ইউরোপের শাসকগোষ্ঠী তার বিপরীতে একত্র হতে শুরু করেছে। কিন্তু ট্রাম্প নতুন নীতিমালা বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। স্থিতিশীল আর নির্ভরযোগ্য শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ার ব্যাপারে আগ্রহী তিনি। এর মধ্যে রয়েছে উপসাগরীয় অঞ্চলের নেতারা এবং তুরস্কের প্রেসিডেন্টও। এসব দেশের সঙ্গে তিনি নতুন করে সম্পর্ক দৃঢ় করছেন এবং আশা করছেন যে, রাশিয়া ও চীনও ভবিষ্যতে তার সঙ্গে যোগ দেবে। কারণ বস্তুত তার নতুন নকশার কেন্দ্রে রয়েছে এই বিশ্বাস যে, বাণিজ্যিক চুক্তিই সর্বপ্রকার সংকটের উপশম হতে পারে। তার উদ্দেশ্য যদি এটা হয় যে, অর্থনীতির মাধ্যমে রাজনৈতিক সমস্যাগুলোর সমাধান করা, তবে তার জন্য শুভ কামনা। বিশ্বের অন্যান্য নেতাকে আসন্ন ধাক্কা সামলানোর জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে, বিশেষ করে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে।

লেখক: ইতালীয় কূটনীতিবিদ, সাবেক রাষ্ট্রদূত ও জাতিসংঘে কর্মকর্তা। নিবন্ধটি মিডল ইস্ট আই-এর মতামত বিভাগ থেকে অনুবাদ করেছেন আহমেদ শেখ।

জ্যামাইকায় বাংলাদেশী আমেরিকান অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত মেডিকেল ও ডেন্টাল অফিস

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়।

Cell: 718-864-8882

আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সিওরেন্স গ্রহণ করি।

Dr. Mohammad M. Rahman, MD
Attending Physician, NYU School of Medicine

Board Certified in Internal Medicine, Geriatrics, Hospice & Palliative Care Medicine

Astoria Office
30-04 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500
www.drmrahman.com

718-526-0700

অভিজ্ঞ ডেন্টিষ্ট

Digital Xray সহ সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে অত্যন্ত যত্নসহকারে শিশু, বয়োজেষ্ঠ সহ সবার দাঁতের সকল প্রকার চিকিৎসা করা হয়।

We Do Implant

Dr. Siddiqur Rahman D.D.S.

We accept Medicaid, Metro Plus, Health Plus, Wellcare, Fidelis, Health First, United Health Care, Affinity & Other PVT. INS.

Dental Office

Jamaica Office
170-12, Highland Ave,
Jamaica NY 11432
Tel: 718-526-0700

Mon-Tue-Thu-Fri (2Pm to 7 Pm)

Wednesday (12 Pm to 5 Pm)
Saturday (12pm to 5 Pm)

MEDICAL & DENTAL OFFICE
170-12, HIGHLAND AVE, JAMAICA, NY 11432

হজ আত্মশুদ্ধির মহাসফর

মাহমুদ আহমদ

মহান আল্লাহপাকের পবিত্র ঘর বায়তুল্লাহ এবং বিশ্বনবী (সা.)-এর পবিত্র রওজা মুবারক জিয়ারতের সাধ প্রতিটি মুসলমানেরই হৃদয়ে জাগে, তবে আল্লাহপাক যেহেতু বান্দার অন্তর দেখেন তাই তিনি অন্তকরণের হজকেই গ্রহণ করেন। যাদের অন্তর অপবিত্র তাদের সঙ্গে আল্লাহপাকের যেমন কোনো সম্পর্ক নেই তেমনি তারা কুরআনের শিক্ষার ওপর আমলের ক্ষেত্রেও থাকে উদাসীন।

যেভাবে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, 'আসলে তাদের হৃদয় এ কুরআন থেকে উদাসীন। আর এ ছাড়া তাদের আরও অনেক মন্দ কর্ম রয়েছে, যা তারা করে চলেছে' *(সূরা আল মোমিনুন, আয়াত : ৬৩)*।

অপরদিকে যারা মুমিন তাদের অন্তর থাকে পবিত্র আর এদের সম্পর্কেই আল্লাহপাক ঘোষণা করেছেন, 'হে শান্তিপ্রাপ্ত আত্মা! তুমি তোমার প্রভু প্রতিপালকের দিকে সন্তুষ্ট হয়ে এবং তার সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত হয়ে ফিরে আস। অতএব, তুমি আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর' *(সূরা আল ফজর, আয়াত : ২৭-৩০)*।

মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির উচ্চতম পর্যায় হচ্ছে, সে তার প্রভুর ওপর পূর্ণভাবে সন্তুষ্ট এবং তার প্রভুও তার ওপর পুরোপুরি সন্তুষ্ট। এমন অবস্থাকে বেহেশতি অবস্থা বলে, যে আত্মার প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট সেই আত্মাও তার রবের প্রেমে এমনভাবে বিলীন ও একীভূত হয়ে যায় যে, এমন অন্তর তখন আর আল্লাহ ছাড়া আর কিছুই বোঝে না। কেননা অন্তর থেকে যদি আল্লাহর জন্য করা না হয় তা কোনো কাজে লাগতে পারে না, আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের কুরবানির পশুর গোশত ও রক্ত কখনো আল্লাহর কাছে পৌঁছে না, বরং তার কাছে তোমাদের আল্লাহভীতিই পৌঁছে' *(সূরা হজ : ৩৭)*।

এ আয়াত থেকে এটাই বুঝা যায়, মানুষের বাহ্যিক কাজকর্ম দিয়ে আল্লাহকে কখনই সন্তুষ্ট করা যাবে না বরং আল্লাহকে খুশি করাতে হলে চাই পবিত্র অন্তর আর সেই পবিত্র অন্তর থেকে যখন আল্লাহর জন্য কিছু করা হবে তখনই এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

জিলহজ মাসের প্রথম ১০ দিনের গুরুত্ব

শায়খ আহমাদুল্লাহ

ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিধান ও পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম হজ পালনের মাস জিলহজ। এই মাসের প্রথম ১০ দিনের বিশেষ গুরুত্ব ও ও তাৎপর্য রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে এই দশকের রাতগুলোর শপথ করেছেন। জিলহজ মাসের মহাত্ম্বিত প্রথম দশককে গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন ইসলামি আলোচক আসসুন্নাহ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান শায়খ আহমাদুল্লাহ। বুধবার নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এই আহ্বান জানান।

শায়খ আহমাদুল্লাহ বলেন, রমজানের পরে ইবাদতের সবচেয়ে বড় মৌসুম হলো জিলহজের প্রথম দশক। রাসুল (সা.) বলেছেন, আল্লাহর কাছে অন্য যে কোনো সময়ের আমলের চেয়ে জিলহজের প্রথম দশকের আমল অধিক প্রিয় *(সহিহ বুখারি)* তাই আসুন, এই শ্রেষ্ঠ দশককে ইবাদতের সৌরভে ভরিয়ে তুলি। তিনি বলেন, আজকাল জিলহজ বলতে মানুষ কেবল কুরবানি বোঝে। জিলহজের প্রথম দশক যে ইবাদতের ভরা মৌসুম, এটা মানুষ জানে না। অবহেলিত এ ইবাদতের মৌসুম সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা দরকার।

তাকবির এই দিনগুলোর গুরুত্বপূর্ণ আমল উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, সাহাবিগণ এই দশকে তাকবিরের আমলকে এত গুরুত্ব দিতেনড় তারা তাকবির সম্পর্কে মানুষকে সজাগ করতে বাজারে চলে যেতেন। আমরাও এই দশকে বেশি বেশি তাকবিরের আমল করি, অন্যকে উৎসাহ দিই।

এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

সদাচরণের প্রভাব মুসলিম জীবনে

মুফতি সাইফুল ইসলাম

ইসলাম এমন এক জীবনব্যবস্থা, যা মানুষকে পরকালীন মুক্তির পথ দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে ইহকালীন শান্তির পথও বাতলে দিয়েছে। যার অন্যতম উপায় হচ্ছে হুসনুল খুলক তথা সদাচরণ। একজন আদর্শিক মুসলিম কেবল ইবাদতের মাধ্যমে নয়, বরং উত্তম নৈতিকতা, সদাচরণ ও সামাজিক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমেও তার পূর্ণ ঈমানের পরিচয় প্রকাশ করেন। একজন মুসলিম যদি সত্যিকার অর্থে সদাচরণকে জীবনের অংশ করে তোলেন, তাহলে তার ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক এমনকি আন্তর্জাতিক পরিসরেও এক ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তন সূচিত হয়।

ইসলামে সদাচরণের গুরুত্ব : আরবি ভাষায় সদাচরণকে বলা হয় 'হুসনুল খুলুক' অর্থাৎ সুন্দর চরিত্র বা উত্তম নৈতিকতা। মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে রাসুল (সা.)-এর প্রশংসা করে বলেন-'আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী।' *(সুরা আল-কলম, আয়াত : ৪)* রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যার চরিত্র উত্তম।' *(বুখারি, হাদিস : ৬০৩৫)*

তিনি আরো বলেন, 'আমি তো প্রেরিত হয়েছি চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনের জন্য।' *(মুয়াত্তামালিক, হাদিস : ১৬১৪)*

অতএব, ইসলামে সদাচরণ কেবল একটি গুণ নয়, বরং তা নবুয়তের অন্যতম উদ্দেশ্য।

ব্যক্তিজীবনে সদাচরণের প্রভাব : সচ্চরিত্র একজন মুসলিমের আত্মিক উন্নতি ঘটায় এবং তাকে আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের কাতারে পৌঁছে দেয়। ইরশাদ হয়েছে, 'যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্যই আছে জান্নাতুল ফিরদাউস।' *(সুরা আল-কাহফ : ১০৭)*

সদাচরণ আত্মবিশ্বাস, ধৈর্য, বিনয়, শিষ্টাচার ও মানবিক বোধ জাগ্রত করে।

একজন সদাচারী ব্যক্তি নিজের ভুল বুঝতে পারে, ক্ষমা চাইতে জানে এবং মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়।

পারিবারিক জীবনে সদাচরণের প্রভাব : সদাচরণ পরিবারে ভালোবাসা ও সহমর্মিতার আবহ তৈরি করে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'সর্বোত্তম ব্যক্তি সেই, যে তার পরিবার-পরিজনের সঙ্গে উত্তম আচরণ করে।' *(তিরমিজি, হাদিস : ৩৮৯৫)*

সদাচরণের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সৌহার্দ্য, পিতা-মাতার প্রতি সম্মান এবং সন্তানদের প্রতি এরপর ২৭ পৃষ্ঠায়

মক্কার ঐতিহাসিক কয়েকটি স্থান

মুফতি বিলাল হুসাইন খান

মক্কা ও মদীনা সৌদি আরবের দুটি প্রসিদ্ধ শহর। মসজিদুল হারাম, মসজিদুন নববি এ দুই শহরের প্রধান আকর্ষণ। এছাড়া নবী ও রাসূলদের পদধূলিতে সুপ্রাচীন কাল থেকেই এ নগরী ধারণ করে আছে এক সমৃদ্ধশালী ইতিহাস। সর্বপ্রথম নবী আদম আ. থেকে শুরু করে অসংখ্য নবীর ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ সা. এর পদচারণায় মুখরিত ছিল এই নগরী।

রাসূল সা. এর জন্ম থেকে শুরু করে ৫৩ বছর অতিবাহিত করেছেন এই মক্কায় এবং জীবনের বাকি ১০ বছর পার করেছেন প্রশান্তিময় শহর মদীনাতে। এই দীর্ঘ সময়ে তাদের সাথে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা কালের সাক্ষী হয়ে আছে আজও, যার ফলে বর্তমান সময়ের মানুষের জন্য মক্কা ও মদীনা এখন আবির্ভূত হয়েছে নানা রকম দর্শনীয় স্থানের সাক্ষী হয়ে। আজ আমরা মুসলমানদের সবচেয়ে পবিত্র নগরী মক্কা শরিফের ঐতিহাসিক কয়েকটি স্থান নিয়ে আলোচনা করব।

এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

নামাজের সময় সূচি Prayer Times For New York City মে-জুন ২০২৫

তারিখ	ফজর	সূর্য	জোহর	আছর	মাগরিব	এশা
৩১	৩:৫১	৫:২৭	১২:৫৪	৪:৫৩	৮:২১	০৯:৫৭
০১	৩:৫০	৫:২৭	১২:৫৪	৪:৫৩	৮:২১	০৯:৫৮
০২	৩:৫০	৫:২৭	১২:৫৪	৪:৫৩	৮:২২	০৯:৫৯
০৩	৩:৪৯	৫:২৬	১২:৫৪	৪:৫৪	৮:২৩	১০:০০
০৪	৩:৪৮	৫:২৬	১২:৫৪	৪:৫৪	৮:২৩	১০:০১
০৫	৩:৪৮	৫:২৫	১২:৫৫	৪:৫৪	৮:২৪	১০:০২
০৬	৩:৪৭	৫:২৫	১২:৫৫	৪:৫৪	৮:২৫	১০:০৩

source: salahtimes.com

MONIR SECURITY TRAINING SCHOOL

37-22 73 Street Suite # 1C
Jackson Heights, NY 11372

347-659-8842

7 DAYS OPEN

আমাদের আছে ঃ

1. 8 Hours Pre-Assingnment Class (for New License)
2. 8 Hours Annual Class (Every Year)
3. 16 Hours OJT Class (for New License)

সদাচরণের প্রভাব মুসলিম জীবনে

২৫ পৃষ্ঠার পর

দায়িত্ববোধ প্রতিষ্ঠিত হয়, যা পারিবারিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করে।

সামাজিক জীবনে সদাচরণের প্রভাব : একটি সুস্থ ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনে সদাচরণ অপরিহার্য। কোরআনে বলা হয়েছে, 'সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পরের সহযোগিতা করো। মন্দকর্ম ও সীমা লঙ্ঘনে পরস্পরের সহযোগিতা করো না।' (সুরা আল-মায়িদাহ, আয়াত : ২)

রাসুল (সা.) বলেছেন, 'মুসলমান সেই, যার মুখ ও হাত থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ১০) একজন সদাচারী মুসলিম মিথ্যা বলে না, কাউকে ঠকায় না, গীবত করে না, বরং অন্যের কল্যাণে সর্বদা প্রস্তুত থাকে।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সদাচরণের প্রভাব : ইসলামের ইতিহাসে বহু অমুসলিম জাতি মুসলিমদের সদাচরণ দেখে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বহু দেশে মুসলিম বণিকদের সততা এবং চরিত্র দেখে স্থানীয়রা ইসলাম গ্রহণ করার ঘটনা বিদ্যমান রয়েছে। উমর (রা.)-এর খিলাফতকালীন তাঁর ন্যায়পরায়ণতা ও সদাচরণের কারণে ইসলামী সাম্রাজ্য বিস্তৃত হলেও কোনো জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।

সমকালীন বাস্তবতায় সদাচরণের গুরুত্ব : আধুনিক সমাজে যখন দুর্নীতি, প্রতারণা, হিংসা, অসহিষ্ণুতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, তখন ইসলামের এই নৈতিক শিক্ষাই হতে পারে সুস্থ মানবতা ও টেকসই সমাজ গঠনের পথ নির্দেশনা। ইসলাম কেবল মসজিদভিত্তিক ইবাদত চায় না; ইসলামের চাওয়া হচ্ছে, ব্যক্তি অফিসে, রাস্তায়, পরিবারে, রাজনীতিতে, সর্বত্র ন্যায়, সততা ও সদাচরণের প্রতিচ্ছবি হবে। সদাচরণ কেবল ব্যক্তি উন্নয়নের উপকরণ নয়, বরং এটি সামষ্টিক সমাজবদ্ধ জীবনের সৌন্দর্য ও শৃঙ্খলার উৎস। যদি আমরা সদাচরণের আদর্শে ফিরে আসতে পারি, তাহলে বিশ্ববাসী ইসলামের বাস্তব সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করতে পারবে।

তাই আসুন আমরা সবাই নিজ নিজ অবস্থানে থেকে আচার-আচরণ, ব্যবহার, রাজনৈতিক ভাষা, ব্যবসায়িক পদ্ধতি এবং পারস্পরিক সম্পর্কসমূহে নবজী উত্তম চরিত্রকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করি। আল্লাহ আমাদের তাওফিক দান করুন। আমিন।

লেখক : প্রাবন্ধিক, অনুবাদক ও মুহাদ্দিস।

থ্যালাসেমিয়া থেকে রক্ষায় প্রয়োজন জনসচেতনতা

২২ পৃষ্ঠার পর

জনসচেতনতার মাধ্যমেই এই ব্যয় কমানো সম্ভব। এই ধারা অব্যাহত থাকলে আগামী ৫০ বছরে দেশের জনগণের ৫০ শতাংশই পরিণত হবে বাহক বা রোগীতে। তখন থ্যালাসেমিয়া আর নিয়ন্ত্রণের কোনো উপায় থাকবে না। প্রি-ম্যারিটাল অর্থাৎ বিবাহপূর্ব থ্যালাসেমিয়া স্ক্রিনিং এবং থ্যালাসেমিয়া নির্ণয় বাধ্যতামূলক করে আইন চালু এবং বাস্তবায়ন করেছে কিছু দেশ; যেমনতুর্কিয়ান, গ্রিস, সাইপ্রাস, ইতালি ও পাকিস্তান। এসব দেশে থ্যালাসেমিয়ার হার অনেক হ্রাস পেয়েছে। কিছু দেশে সেই বললেই চলে। ১৯৭৫ সালে সাইপ্রাসে প্রথম থ্যালাসেমিয়া নিয়ন্ত্রণে প্রি-ম্যারিটাল স্ক্রিনিং কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। আইন সঠিকভাবে প্রয়োগের ফলে সাইপ্রাসে এখন থ্যালাসেমিয়া বাহক ও রোগীর সংখ্যা প্রায় শূন্যের কোঠায়। কাজেই এখনই থ্যালাসেমিয়া নির্মূলে যথাযথ পদক্ষেপ জরুরি।

এই দায়িত্ববোধ থেকে যুবক-যুবতীর বিবাহপূর্ববর্তী রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে থ্যালাসেমিয়া নির্ণয় এবং থ্যালাসেমিয়া সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য রক্তিম সাহারা নামে একটি ওয়েবসাইটভিত্তিক থ্যালাসেমিয়া স্ক্রিনিং সেবা তৈরি করা হয়েছে। এর ঠিকানাটি হচ্ছে (www.roktimsahara.com)। এর মাধ্যমে থ্যালাসেমিয়া বাহক ১০ শতাংশ এবং থ্যালাসেমিয়ামুক্ত বাকি ৯০ শতাংশ মানুষকে আলাদা করে ডেটাবেইস তৈরি করা সম্ভব।

দেশের যুবসমাজ, বিশেষ করে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী এবং সর্বোপরি সমাজের সবাই বিয়ের আগে এই কর্মসূচির আওতায় জেনে নিতে পারবে তারা থ্যালাসেমিয়ার বাহক কি না। এরপর থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধে একজন বাহকে অন্য একজন বাহককে বিয়ে করায় নিরুৎসাহ করার কর্মসূচি নেওয়া হবে। ফলে থ্যালাসেমিয়া ক্রমাগত হ্রাস পাবে এবং এক পর্যায়ে নির্মূল করাও সম্ভব। রক্তিম সাহারা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে থ্যালাসেমিয়ার বাহক নির্ণয় করে ন্যাশনাল ডেটাবেইস তৈরি করে ও তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব, করা উচিত। একটি থ্যালাসেমিয়ামুক্ত জাতি গঠন করে উন্নত বাংলাদেশ গঠনের স্বপ্ন বাস্তবায়নে পদক্ষেপ নেওয়ার এখনই সময়।

লেখক : পেডিয়াট্রিক অনকোলজিস্ট, বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়।

গরমে হিট স্ট্রোক কেন হয়?

২২ পৃষ্ঠার পর

করতে হবে। ঠান্ডা পানি দিয়ে শরীর মুছতে হবে এবং অতি দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।
তীব্র গরম এ হিট স্ট্রোক ছাড়াও জ্বর, কাশি, শ্বাসকষ্টের রোগ, নিউমোনিয়া, পানিবাহিত টাইফয়েড ও জন্ডিস এবং চর্ম রোগ বা ফুসকুড়ির প্রকোপ অনেক বেড়ে যায়।

লেখক: আয়েশা আক্তার, সহকারী পরিচালক সহকারী পরিচালক, ২৫০ শয্যার টিবি হাসপাতাল।

জিলহজ মাসের প্রথম ১০ দিনের গুরুত্ব

২৫ পৃষ্ঠার পর

তাকবির: আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হামদ। এই দশকের আমলগুলো সম্পর্কে নিজের একটি বড় লেখাও শেয়ার করেছেন তিনি। ওই লেখায় তিনি জিলহজের মহিমান্বিত প্রথম দশকের ১১টি আমলের কথা উল্লেখ করেছেন-

১. অধিক পরিমাণে আল্লাহর জিকির বা স্মরণ করা। মহান আল্লাহ বলেন, যেন তারা তাদের জন্য স্থাপিত কল্যাণসমূহ প্রত্যক্ষ করে এবং নির্দিষ্ট দিনসমূহে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে। *(সুরা হজ: ২৮)*
আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, ওই আয়াতে নির্দিষ্ট দিন বলে জিলহজের প্রথম দশককে বোঝানো হয়েছে। *(তাফসিরে ইবনে কাসির: ৫/৪১৫)*

২. নেক আমল ও ভালো কাজের প্রতি বিশেষভাবে যত্নবান হওয়া। কেননা, মহান আল্লাহর নিকট অন্যান্য সময়ের আমলের চেয়ে জিলহজ মাসের প্রথম দশ দিনের আমল অধিক প্রিয়। *(সহিহ বোখারি: ৯৬৯, সুনানে আবু দাউদ: ২৪৩৮)*

৩. অন্য সময়ের তুলনায় এই দিনগুলোতে পাপকাজ পরিহারে অধিক সচেষ্ট থাকা। (সুরা হজ: ২৮, সহিহ বুখারি: ৯৬৯)

৪. সামর্থ্যবান হলে হজ করা। কেননা, হজ ইসলামের মৌলিক পাঁচটি স্তম্ভের একটি স্তম্ভ। যাদের সামর্থ্য আছে তাদের ওপর হজ ফরজ। আবার কবুল হজের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া অন্য কিছু নয় মর্মে নবিজির (সা.) সুসংবাদ রয়েছে। *(সুরা আলে ইমরান: ৯৭, সুনানে তিরমিজি: ৮১০)*

৫. সামর্থ্য থাকলে কোরবানি করা। মহান আল্লাহ বলেন, তুমি নিজের প্রতিপালকের জন্য নামাজ আদায় করো ও কোরবানি করো। *(সুরা কাউসার: ২)*

৬. কোরবানি করতে ইচ্ছুক ব্যক্তির কোরবানি করার আগ পর্যন্ত নখ, চুল, ও অবাঞ্ছিত লোম পরিষ্কার করা থেকে বিরত থাকা। *(সহিহ মুসলিম: ৫০১৫)*
এ হাদিসে যদিও কোরবানিদাতাকে চুল, নখ ইত্যাদি কাটা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে, তবে বিভিন্ন বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, যাদের কোরবানি করার সামর্থ্য নেই, তারাও ফজিলতপূর্ণ এ আমলটি করতে পারেন। এমনকি শিশুদেরকেও চুল-নখ কাটা থেকে বিরত রাখা উত্তম। *(সুনানে আবি দাউদ: ২৭৮৯, আল-মুস্তাদরাক আলাস সহিহাইন: ৭৫২৩)*

৭. অধিক পরিমাণে সাধারণভাবে তাকবির, তাহমিদ ও তাহলিল পাঠ করা। অর্থাৎ আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ পড়া। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেন, আল্লাহর নিকট জিলহজের দশদিনের আমলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও প্রিয় আমল নেই। অতএব, এ দিনগুলোতে তোমরা অধিক পরিমাণে তাকবির, তাহমিদ ও তাহলিল পাঠ করো। *(আল-মুজামুল কাবির: ১১১১৬)*

৮. তাশরিকের দিনগুলোতে প্রত্যেক নামাজের শেষে বিশেষভাবে তাকবিরে তাশরিক পাঠ করা। অর্থাৎ ৯ জিলহজ ফজর থেকে ১৩ জিলহজ আসর পর্যন্ত প্রতি নামাজের পর একবার 'আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ' পাঠ করা। *(মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা: ৫৬৩১)*

৯. প্রথম নয়দিন রোজা রাখা। কোনো কোনো বর্ণনায় জিলহজের প্রথম নয় দিনই রোজা রাখার নির্দেশনা পাওয়া যায়। এই দিনগুলোর নেক কাজ আল্লাহর প্রিয় হওয়ায় এর সবগুলো দিনই নফল রোজা রাখা যায়। অনেক ইমামগণ জিলহজের প্রথম নয় দিন রোজা রাখাকে মুস্তাহাব বলেছেন।

১০. আরাফার দিন বিশেষভাবে রোজা রাখা। আরাফার দিন রোজা রাখলে আশা করা যায় মহান আল্লাহ তার পেছনের এবং সামনের এক বছরের গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। *(সহিহ মুসলিম: ১১৬২)*

১১. ঈদের দিনের সুন্নতসমূহ পালন করা।

রক্তচাপ কেড়ে নিতে পারে দৃষ্টিশক্তি

২২ পৃষ্ঠার পর

দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া, ঝাপসা দৃষ্টি এবং দৃষ্টিশক্তি হারানোর মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে।

হাইপারটেনসিভ রেটিনোপ্যাথি কতটা ক্ষতিকর?

ডা. মুখোপাধ্যায়ের সংযোজন, 'প্রেশার খুব বেশি থাকলে চোখের ভিতর যে অপটিক নার্ভ থাকে, তারও মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে।' এই অবস্থায় চোখে রক্তপাতও হতে পারে। একে চিকিৎসার ভাষায় হাইপারটেনসিভ রেটিনোপ্যাথি বলা হয়।

হাইপারটেনসিভ রেটিনোপ্যাথি কি গর্ভবতীদেরও হয়?

হাইপারটেনশনে ভয় রয়েছে অন্তঃসত্ত্বা নারীদেরও। অনেক সময় গর্ভাবস্থায় হবু মায়ের ব্লাড প্রেশার অত্যধিক বেড়ে যায়। যাকে বলে প্রেগন্যান্সি হাইপারটেনশন বা 'একলাম্পসিয়া'। এই অবস্থা তৈরি হলে মস্তিষ্কে রক্তপাত হয়। এই পর্যায়ে পৌঁছনোর ঠিক আগে চোখের উপর প্রভাব পড়ে। দৃষ্টিশক্তি কমে আসে। এই লক্ষণ দেখে বোঝা যায় যে, 'একলাম্পসিয়া' খারাপ দিকে এগোচ্ছে।

অস্ত্রোপচারের সময় প্রেশার কন্ট্রোলে রাখা দরকার কেন?

এছাড়া অস্ত্রোপচারের সময় প্রেশার বারবার যাচাই করা দরকার। অনিয়ন্ত্রিত রক্তচাপ থাকা অবস্থায় অস্ত্রোপচার করলে চোখে রক্তপাত হতে পারে এবং চোখ নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

জ্যাকসন হাইটস-এ তানিয়া আহমেদের দু'দিনব্যাপি অনুষ্ঠান

৩ পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশির ভালবাসা কুড়িয়েছেন। তিনি অনুষ্ঠান করেছেন এমন স্টেইট গুলো হচ্ছে- ওয়াশিংটন ডিসি, ম্যারিল্যান্ড, ভার্জিনিয়া, মিশিগান, ডালাস, আটলান্টা, লসএঞ্জেলস, ফ্লোরিডা, হিউস্টন, টেক্সাস এবং কানাডায়। অভিনেত্রী তানিয়া আহমেদ জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য স্টেইটেও নিউইয়র্কের পর তার এমন অনুষ্ঠান অব্যাহত থাকবে।

মক্কার ঐতিহাসিক কয়েকটি স্থান

২৫ পৃষ্ঠার পর

মাওলিদুন্নবী : 'মাওলিদুন্নবী' অর্থ নবীর জন্মস্থান। এটি মারওয়া পাহাড় বরাবর হারাম শরিফের পূর্ব দিকের চত্বরের পূর্বে রাস্তার পাশে অবস্থিত। বর্তমানে এখানে 'মক্কা লাইব্রেরি' নামে একটি ঘর রয়েছে। এটিই প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মস্থান।

জান্নাতুল মুআল্লা : এটা মক্কার কবরস্থান। এ কবরস্থান হারাম শরিফ থেকে উত্তর দিকে অবস্থিত। কবরস্থানের উত্তর দিকে পাহাড়ের কোলের মধ্যে যে অংশ সেটিই প্রাচীন অংশ, এখানেই রয়েছে হযরত খাদিজা (রা.)-এর কবর; যার সামনে জানালা যুক্ত একটা দেয়াল দেখতে পাবেন। এখানে তিনি ছাড়াও হাজার হাজার সাহাবি, তাবেয়ী, আলেম-উলামা ও বুযুর্গের কবর রয়েছে।

মসজিদে জিন : এখানে জিনরা হাজির হয়ে নবীজির কুরআন তিলাওয়াত শুনেছিল। এ মসজিদটি জান্নাতুল মুআল্লার গেটের কাছে অবস্থিত। গেটকে বাম দিকে রেখে সেই সংলগ্ন রাস্তা দিয়ে আনুমানিক ১০০ কদম সামনের দিকে (উত্তর দিকে) অগ্রসর হলেই এ মসজিদ পড়ে।

জাবালে নূর ও গারে হেরা : মসজিদে হারাম থেকে তিন মাইল উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত একটি পাহাড়ের নাম 'জাবালে নূর' *(জ্যোতির পাহাড়)*। এই পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত একটি গুহাকে বলা হয় 'গারে হেরা' *(হেরা গুহা)*।
নবুওয়াত লাভের পূর্বে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই গুহায় ইবাদতে মগ্ন থাকতেন। এখানেই সর্বপ্রথম ওহি নাজিল হয়েছিল। পাহাড়টি ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ২৮১ মিটার উঁচু। ভূমি থেকে পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে সময় লাগে প্রায় এক ঘণ্টা। পাহাড়ের গুহাটির মধ্যে দুজন মানুষ আগে-পিছে হয়ে নামাজ পড়তে পারে।

জাবালে ছাওর ও গারে ছাওর : জাবালে ছাওর (ছাওর পাহাড়) মসজিদে হারাম থেকে চার কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত একটি পাহাড়। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে এর উচ্চতা ৪৫৮ মিটার। সাধারণভাবে এ পাহাড়ের চূড়া পর্যন্ত উঠতে সময় লাগে দেড় ঘণ্টা।
হিজরতের সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) সহ তিন রাত এ পাহাড়ের চূড়ায় একটি গুহায় আত্মগোপন করেছিলেন। যে গুহাকে বলা হয় 'গারে ছাওর' *(ছাওর গুহা)*।

আরাফাত ময়দান : মসজিদে হারাম থেকে দক্ষিণ-পূর্বে হারামের সীমানার বাইরে অবস্থিত একটা বিশাল ময়দান হল আরাফাত। 'আরাফাত' শব্দের অর্থ পরিচিতি। এক বর্ণনামতে, হযরত আদম ও হাওয়া (আ.)-এর জান্নাত থেকে পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবতরণের পর এ ময়দানে দুজনের মধ্যে সাক্ষাত ও পরিচিতি ঘটেছিল বলে এ ময়দানকে আরাফার ময়দান বলা হয়।
'তরীকুল মুশাত' (হাঁটা পথ) দিয়ে আরাফাতের দূরত্ব মক্কা থেকে আরাফাত ১৭ কিলোমিটার।
আরাফার ময়দানের পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত মসজিদের নাম 'মসজিদে নামিরা'। মসজিদের পশ্চিম পাশে 'নামিরা' নামে ছোট একটি পাহাড় রয়েছে, যার পরিপ্রেক্ষিতেই মসজিদটির এ নামকরণ হয়েছে। আরাফার দিন ৯ জিলহজ এ পাহাড়ের পাদদেশে নবীজির তাঁবু স্থাপিত হয় এবং এ পাহাড়ের নিকটবর্তী 'উরানা' উপত্যকায় তিনি বিদায় হজের ঐতিহাসিক ভাষণ দেন এবং নামাজের ইমামতি করেন। মসজিদে নামিরা থেকে দেড় কিলোমিটার পূর্ব দিকে আরাফার ময়দানের পূর্ব দিকে রয়েছে 'জাবালে রহমত'। এটি কঠিন পাথরের চাঁই বিশিষ্ট ছোট একটি পাহাড়। পাহাড়টি ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ৬৫ মিটার উঁচু। যার উপরিভাগে একটি চতুষ্কোণী উঁচু পিলার রয়েছে। এ পাহাড়ের পাদদেশে আরাফার দিন নবীজি দ্বি-প্রহর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দোয়া-মুনাজাতে মশগুল থাকেন।

নহরে যুবাইদা : এটি একটি পানির নহর (ক্যানেল)। আব্বাসী খলীফা হারুনুর রশীদের স্ত্রী যুবাইদা মক্কাবাসীদের পানির জন্য এ নহরটি তৈরি করেন। আরাফার জাবালে রহমতের পাদদেশে হয়ে ওয়াদি উরানা হয়ে মিনার নিচু এলাকা হয়ে নহরটি মক্কা মুকাররমায় এসেছিল। প্রায় ১২০০ বছর যাবত মক্কাবাসীরা এ নহরের পানি দ্বারা উপকৃত হন। এখনও এ নহরের দেয়ালের কিছু নমুনা দেখতে পাওয়া যায়।

মুযদালিফার ময়দান : মসজিদে হারাম থেকে পূর্ব দিকে হাঁটা পথে ৭.২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত খোলা ময়দানটি হল 'মুযদালিফা'। যা মিনার সাথে লাগোয়া এবং হারামের সীমানার মধ্যে অবস্থিত। 'মুযদালিফা' অর্থ নিকটবর্তী বা রাতের অংশ। সম্ভবত ময়দানটি মিনার নিকটবর্তী হওয়ায় বা হাজীরা এখানে রাতের এক অংশে আগমন করেন বিধায় এ নামকরণ হয়েছে। মুযদালিফার ময়দানের এক প্রান্তে রয়েছে 'মসজিদে মাশআরে হারাম'। নবীজী আরাফা থেকে এসে এ মসজিদের কেবলার দিকের স্থানে মাগরিব ও ইশার নামাজ একসাথে আদায় করেন।

মিনা : মসজিদে হারাম থেকে পূর্ব দিকে পায়ে হাঁটা পথ (সুড়ঙ্গ পথ) দিয়ে ৪ কিলোমিটার দূরে পাহাড় ঘেরা ময়দানের নাম 'মিনা'। বর্তমানে গোটা ময়দান তাবুযুক্ত তাঁবু দিয়ে ঘেরা বিধায় এটিকে ময়দান মনে হয় না। 'মিনা' শব্দের অর্থ প্রবাহিত হওয়া। হাজীগণ এখানে কুরবানী করেন, এতে রক্ত প্রবাহিত হয়। এ হিসাবে এর নামকরণ হয়েছে মিনা। মিনা ময়দানের পশ্চিম দিকে রয়েছে 'মসজিদে খায়েফ'। এ মসজিদে নবীজি সহ অনেক নবী নামাজ পড়েছেন এবং এখানে ৭০ জন নবীর কবর রয়েছে। মিনা ময়দানের পশ্চিম প্রান্তে শয়তানের উদ্দেশ্যে কংকর নিক্ষেপের ৩টি স্থান রয়েছে, এগুলোকে বলা হয় 'জামরাত' (তথা ছোট শয়তান, মেজো শয়তান ও বড় শয়তান)। হজের সময় হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সামনে শয়তান দৃশ্যমান হওয়ায় তিনি এ ৩টি স্থানে পর্যায়ক্রমে ৭টি করে মোট ২১টি কংকর নিক্ষেপ করেন। ফলে শয়তান সরে যায়।

লেখক: শিক্ষক, লেখক ও ধর্মীয় আলোচক।

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

আজকাল
বিজ্ঞাপনের মূল্য তালিকা

বাসা ভাড়া/রুম ভাড়া/রুমমেট চাই: এক সপ্তাহ ১৫ ডলার, দুই সপ্তাহ ২৫ ডলার
পাত্র/ পাত্রী চাই: এক সপ্তাহ ২০ ডলার, দুই সপ্তাহ ৩৫ ডলার
লোক আবশ্যক: এক সপ্তাহ ১৫ ডলার, দুই সপ্তাহ ৩০ ডলার
বেবি সিটার: এক সপ্তাহ ১৫ ডলার, দুই সপ্তাহ ৩০ ডলার
ড্রাইভার: এক সপ্তাহ ১৫ ডলার, দুই সপ্তাহ ৩০ ডলার

আপনি আমাদের অফিসে এসে বিজ্ঞাপন দিতে পারবেন। আপনাদের সুবিধার জন্য আমরা ফোন, ইমেইল, ফ্যাক্সেও বিজ্ঞাপন নেই। ফোন-ইমেইল-ফ্যাক্সে বিজ্ঞাপন দিলে আপনার ডেবিট/ক্রেডিট কার্ডের নাম্বার এবং এক্সপাইরেশন ডেট দিতে হবে। আমাদের পেপার শুক্রবারে ছাপা হয়। আমরা সারা সপ্তাহব্যাপী বিজ্ঞাপন নেই। আমাদেরকে বিজ্ঞাপন দেবার শেষ সময় বৃহস্পতিবার রাত ১০টা।

Email: ajkalnews@gmail.com

যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন >> ৬৪৬-২৬৭-৭৭৫১ | ৯১৭-৫১৯-১১৫১

ঈদে সিনেমা অনেক, প্রচার কম

৪৬ পৃষ্ঠার পর

বানিয়েছেন সানী সানোয়ার।

রোশান-বুবলী আসছেন সরকারি অনুদানের 'সর্দার বাড়ির খেলা' সিনেমা নিয়ে। সিনেমার প্রধান দুই চরিত্রের ক্যারেক্টার লুক প্রকাশ করা ছাড়া আর কোনো প্রচার চোখে পড়েনি এখনো। সর্দার বাড়ির খেলা বানিয়েছেন রাশাল সবুজ।

একই অবস্থা 'নাদান', 'শিরোনাম' ও 'পৌয়ার' সিনেমার। পোস্টার প্রকাশ করে মুক্তির ঘোষণা দেওয়ার পর আর কোনো খবর নেই। ফয়সাল হোসেনের 'নাদান' সিনেমায় অভিনয় করেছেন শ্যামল মাওলা, সায়মা স্মৃতি প্রমুখ। 'শিরোনাম' সিনেমায় নিরবের সঙ্গে আছেন ইয়ামিন হক ববি। পরিচালনা করছেন অনিক বিশ্বাস। জানা গেছে, এখনো বাকি আছে এই সিনেমার কিছু দৃশ্য ধারণের কাজ। আরও নাজুক অবস্থায় আছে জাহিদ জুয়েলের 'পিনিক' ও বিপুল হায়দারের 'আলী'। ঈদে মুক্তির প্রস্তুতির কথা জানালেও এখনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেননি নির্মাতারা। সেন্সর পেলে সিনেমার প্রচার শুরু করবেন বলে জানিয়েছেন বিপুল হায়দার। অন্যদিকে শিগগিরই টিজার রিলিজ করে পিনিক সিনেমার প্রচার শুরু করবেন বলে জানিয়েছেন নির্মাতা। অন্যান্য সিনেমার চেয়ে প্রচারে কিছুটা এগিয়ে মিঠু খানের 'নীলচক্র' ও অলোক হাসানের 'টগর'। আরিফিন শুভ-মন্দিরা চক্রবর্তী অভিনীত নীলচক্র সিনেমার টিজার, পোস্টার রিলিজের পাশাপাশি প্রকাশ পেয়েছে 'এই শহরের অন্ধকারে' শিরোনামের গান। কণ্ঠ দিয়েছেন জালালি শাফায়াত, সুর করেছেন বালাম। গান প্রকাশ পেয়েছে টগর সিনেমারও। রনক ইকরামের লেখা '১০০% দেশি' শিরোনামের গানটি গেয়েছেন কামরুজ্জামান রাব্বি ও জাকিয়া সুলতানা কর্নিয়া। ভিডিওতে পারফর্ম করেছেন সিনেমার প্রধান দুই অভিনয়শিল্পী আদর আজাদ ও পূজা চেরি।

'তাণ্ডব' সিনেমার টাইটেল গানে ঝড় তুললেন শাকিব খান

৪৬ পৃষ্ঠার পর

বুধবার ইউটিউবে প্রকাশিত হলো সিনেমাটির টাইটেল সং -'তাণ্ডব'। মাত্র ১ মিনিট ৩৯ সেকেন্ডের এই ভিডিওর পুরোটাতেই ফুটে উঠেছে শাকিব ঝড়! বিটে বিটে চলেছে অ্যাকশন ও ধ্বংসের পাঁয়তারা। দর্শক-শ্রোতাদের মনে উন্মাদনা সৃষ্টির মতো বিট শোনা যায় গানের শুরুতেই। যা টিজারে কিছুটা শোনা গিয়েছিল। এবার সেই অ্যাকশন ও রোমাঞ্চকর সাউন্ডস্কেপটি পুরোপুরি পেলেন দর্শক-শ্রোতারা। ভিডিওটির মিউজিক কম্পোজ করেছেন তানজির আহমেদ। কণ্ঠ ও সুর করেছেন শিহাব আবদুল্লাহ আবির। এটি প্রকাশ করে আলফা আইয়ের অফিসিয়াল বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'মেগাস্টার শাকিব খানের ক্যারিয়ারের ২৬ বছর পূর্তিতে এলো তাণ্ডবের টাইটেল সং! ধ্বংস, বিপর্যয়, আতঙ্ক মিলে তাণ্ডব! জ্বলে উঠেছে ধ্বংসের লাল সংকেত! এই ঈদে আসছে তাণ্ডব, রক্তে আগুন ধরাবে তার প্রতিটা বিট!' মিউজিক ভিডিওটি প্রকাশের পর অনেকেই তরুণদের উচ্ছ্বাস-উত্তেজনাও চোখে পড়ার মতো। অনেকে বলছেন, গানটি দুর্দান্ত হয়েছে। কারো কারো মতে, গানেও তাণ্ডব চালালেন শাকিব। কেউ বলছেন, তাণ্ডবের গানও হিট, তাণ্ডবও হবে হবে সুপারহিট। গত বছর 'তুফান' সিনেমার সাফল্যের পর 'তাণ্ডব'র মধ্য দিয়ে মেগাস্টার শাকিব খানকে নিয়ে আবারও এক হলেন নির্মাতা রায়হান রাফী।

বাংলাদেশ সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান

৬৪ পৃষ্ঠার পর

দেওয়ানকে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে দায়িত্বভার অর্পন করেন। বর্তমানে এই সংগঠনের সভাপতি (ভারপ্রাপ্ত) হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করছেন। নিউইয়র্কে বাংলাদেশি কমিউনিটির কাছে অত্যন্ত আস্থার সংগঠন হিসেবে পরিচিত 'বাংলাদেশ সোসাইটি'। এই সংগঠনের নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন মোহাম্মদ আলী।

আইসিসি কি ফারুকের পক্ষে দাঁড়াতে পারবে?

৫২ পৃষ্ঠার পর

নোটিশ করবে।' ফারুক আহমেদ এর বাইরে লঙ্কান ক্রিকেট বোর্ড ভাঙার উদাহরণ টেনে আনেন। তিনি বলেন, বছর দুয়েক আগে লঙ্কান ক্রিকেট বোর্ডকে ভেঙে দিয়েছিল শ্রীলঙ্কার মন্ত্রীপরিষদ। কিন্তু আইসিসি তা গ্রহণ করেনি। আইসিসির হস্তক্ষেপে ওই বোর্ড কমিটি পুনর্বহাল হয়। কথা-বার্তায় পরিষ্কার, ফারুক আহমেদও আইসিসির পক্ষ থেকে তেমন ভূমিকাই আশা করছেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো, শ্রীলঙ্কার মন্ত্রী পরিষদ তো লঙ্কান ক্রিকেট বোর্ড পুরো ভেঙে দিয়েছিল। আর এখানে বিসিবির তো আর বোর্ড ভাঙা হয়নি। একা এনএসসি থেকে ফারুক আহমেদের মনোনয়ন বাতিল করেছে দেশের ক্রীড়া ফেডারেশনগুলোর নিয়ন্ত্রক সংস্থা জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ। তাই এক্ষেত্রে আইসিসি লঙ্কান ক্রিকেট বোর্ডের মত ফারুকের পাশেও দাঁড়াবে কি না, সংশয় থেকেই যায়। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো, আজ সন্ধ্যা নাগাদ বোর্ডের আট পরিচালক ফারুক আহমেদের বিপক্ষে অনাস্থা এনেছেন। এ মুহূর্তে বোর্ডের পরিচালক সংখ্যা ১০ জন। এরমধ্যে ৮ জন তার বিরুদ্ধে অনাস্থা এনেছেন। এই অনাস্থা আনাটা ফারুকের আত্মরক্ষার পথকে প্রায় রুদ্ধ করে দিয়েছে। এখন আইসিসি একা তার প্রতি কতটা সদয় হবে-সেটাই দেখার বিষয়। কারণ, যেহেতু ১০ পরিচালক পর্ষদের ৮ জনই ফারুকের বিপক্ষে অনাস্থা এনেছেন, তাই আইসিসি ফারুক আহমেদের জোর করে বিসিবি প্রধান পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ খণ্ডন করে বলতে পারে, আপনার বোর্ড পরিচালকদের ৯০ ভাগ আপনার সঙ্গে নেই। অনাস্থা এনেছেন। তাহলে আপনাকে জোর করে সরিয়ে দেওয়া হলো কী করে? আপনার সতীর্থরাই তো আপনার সঙ্গে নেই। তাহলে আপনাকে জোর পূর্বক সরানোর দাবির যৌক্তিকতা কোথায়? এখন দেখার বিষয় ফারুক আহমেদ যুক্তি দাঁড় করিয়ে আইসিসি সভাপতি জয় শাহসহ পরিচালকদের তার নিজের পক্ষে সহানুভূতি আদায় করতে পারেন কি না?

কান উৎসবের রেড কার্পেট: ইতিহাস গৌরব আর গ্যামারের গল্প

৪৬ পৃষ্ঠার পর

বৈচিত্র্যময় চলচ্চিত্র: বাণিজ্যিক থেকে শুরু করে আর্ট হাউস, স্বাধীন ও আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র এখানে সমান গুরুত্ব পায়।
বিশেষ পুরস্কার ও সম্মাননা: Palme d'Or সহ অন্যান্য পুরস্কার চলচ্চিত্রজগতের সেরা প্রতিভাদের স্বীকৃতি দেয়।
সাংস্কৃতিক সংহতি ও পুনর্জাগরণ: যুদ্ধ পরবর্তী ইউরোপের সংস্কৃতিকে প্রাণবন্ত করতে কান উৎসব এক দুর্দান্তকারী ভূমিকা পালন করেছে।

রেড কার্পেটের ইতিহাস : রেড কার্পেট বা লাল গালিচা কেবল একটি গালিচা নয়, এটি একটি ঐতিহ্য ও গৌরবের প্রতীক। প্রাচীন গ্রিসে রাজাদের জন্য লাল গালিচা বিছানো শুরু হলেও, আধুনিক দুনিয়ায় প্রথম ব্যবহৃত হয় ১৯০২ সালে আমেরিকায়। কানে ১৯৫৫ সাল থেকে এই রেড কার্পেটের প্রচলন শুরু হয়, যা এখন সিনেমা জগতের সর্বোচ্চ সম্মানের প্রতীক।

গ্ল্যামারের দুনিয়া ও লাল গালিচা: কানের রেড কার্পেটে হাঁটা মানে আন্তর্জাতিক গৌরি ও শিল্পী হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া। এখানে হাজির হন অভিনেতা, পরিচালক, ডিজাইনার ও সাংবাদিকরা। রেড কার্পেটে পোশাক ও উপস্থিতি হয়ে ওঠে বার্তা, যা ফ্যাশনের চেয়েও বেশি কিছু বহন করে।

এর দৈর্ঘ্য প্রায় ৬০ মিটার, যা দিনে একাধিকবার নতুন গালিচা বিছানো হয়। এখানে কড়া ড্রেস কোড, ব্ল্যাক টাই, লং গাউন, ঐতিহ্যবাহী পোশাক ও আমন্ত্রণ ছাড়া প্রবেশ নিষেধ।

রেড কার্পেটে সংবেদনশীলতার উন্মোচন: আজ বিশ্বব্যাপী কান এর রেড কার্পেট একটি আখ্যা, যেখানে সমাজ, রাজনীতি ও সংস্কৃতি ফুটে ওঠে। কেউ প্রতিবাদের গাউন পরে আসে, কেউ ঐতিহ্য তুলে ধরে। ডিজাইনার ও তারকার মিলনস্থল এখানে গড়ে তোলে এক বিশেষ ম্যাজিক্যাল মুহূর্ত।

কান চলচ্চিত্র উৎসবের ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব

কানের ইতিহাসে অনেক কিংবদন্তি শিল্পী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের নাম জড়িয়ে আছে, যারা উৎসবকে আন্তর্জাতিক সাফল্যের শিখরে নিয়ে গেছেন।
লুই লুমিয়ের (ফ্রান্স) - সিনেমাটোগ্রাফির পিতা
অ্যাগনেস ভার্দা (ফ্রান্স) - নারীকেন্দ্রিক ফরাসি নিউ ওয়েভ সিনেমার পথিকৃৎ।
ফ্রাঁসোয়া ত্রুফো (ফ্রান্স) - নতুন তরঙ্গ চলচ্চিত্র আন্দোলনের প্রধান মুখ।
মার্টিন স্করসেজি (যুক্তরাষ্ট্র) - 'Taxi Driver' ও 'Goodfellas'-এর মতো ক্লাসিক নির্মাণের জন্য
কুয়েন্টিন টারান্টিনো (যুক্তরাষ্ট্র) - 'Pulp Fiction'-এর মাধ্যমে কানে বিপ্লব ঘটানো পরিচালক।
মেরিল স্ট্রিপ (যুক্তরাষ্ট্র) - বিশ্বের সবচেয়ে বেশি পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেত্রীদের একজন।
অ্যালেন ডেলঁ (ফ্রান্স) - ফরাসি সিনেমার রোমান্টিক ও স্টাইল আইকন।
ঐশ্বরিয়া রাই (ভারত) - কানে ভারতের প্রতিনিধিত্বকারী প্রথম সারির অভিনেত্রী।

কানের স্মরণীয় মুহূর্ত
১৯৯৪: কুয়েন্টিন টারান্টিনো 'Pulp Fiction' নিয়ে আসে উত্তেজনা
২০০২: ঐশ্বরিয়া রাইয়ের কান অভিষেক, শাড়িতে ভারতীয় ঐতিহ্য তুলে ধরা
২০১৮: নারীর ক্ষমতায়ন বার্তা নিয়ে হলিউড সুন্দরীদের প্রতিবাদী উপস্থিতি
২০২৫: আলিয়া ভাটের ক্রিস্টাল পোশাকে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার অপূর্ব মেলবন্ধন

প্রতিভার গগনে উড়াল: ২০২৫ সালের কান উৎসবের সোনালী অধ্যায়
২০২৫ সালের কান চলচ্চিত্র উৎসব ছিল এক অবিস্মরণীয় যাত্রা — যেখানে শিল্পের সৌন্দর্য, মানবিক অনুভূতি আর প্রতিভার মিলনে সৃষ্টি হলো এক অনন্য অনুপ্রেরণা। বিশ্বের সিনেমার সর্বোচ্চ মঞ্চে উঠেছিল নতুন কণ্ঠস্বর, নতুন স্বপ্ন, এবং গভীর বার্তা।

শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি
পাম ডি'অর (সোনা পাম): 'Lumière's Legacy' পরিচালনায় ক্লোই জ্যাও — আধুনিক সিনেমার এক মহাকাব্য
সেরা অভিনেতা: মারিও রোসেটি (ইতালি) ড অনবদ্য অভিনয়ের জন্য
সেরা অভিনেত্রী: নাদিয়া বেলাকুর — 'Etoile Brisée' এর হৃদয়স্পর্শী পরিবেশনায়
সেরা পরিচালক: লি জে-হুন (দক্ষিণ কোরিয়া) ড সিনেমার ভাষায় নতুন অধ্যায় লিখে
বিশেষ সম্মাননা: বাংলাদেশের আদনান আল রাজীবের 'আলী' - মানবিকতার এক শক্তিশালী নিদর্শন, অভিবাসনের বাস্তবতার স্পন্দন

'আলী': বাংলাদেশের গর্ব, কান উৎসবের আলো
আদনান আল রাজীবের 'আলী' শুধু এক চলচ্চিত্র নয়, এটি আমাদের সময়ের চিত্র যা মানব জীবনের একাত্ম সংগ্রাম ও আশা তুলে ধরে। এক প্রান্তিক তরুণের অভিবাসন ও আত্মপরিচয়ের যাত্রা, যা আজকের বিশ্বে কোটি কোটি মানুষের কণ্ঠস্বর। 'আলী' দেখায় কিভাবে বঞ্চনা, অবজ্ঞা এবং বিচ্ছিন্নতার মধ্যেও মানুষ তার পরিচয় খোঁজে এবং সে পরিচয়েই হয় তার শক্তি। কান উৎসবে এই ছবি পেয়েছে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি, যা বাংলাদেশের জন্য এক অনন্য গৌরব।
কানের লাল গালিচা প্রতি বছরই শিল্প ও সংস্কৃতির এক মহা মিলনস্থল। এখানে পদার্পণ মানে নিজের স্বপ্নকে বিশ্বদরবারে উপস্থাপন করা। স্বপ্ন দেখতে দ্বিধা নয়, চেষ্টা করতে ভয় নেই। 'আলী' যেমন তার বার্তায় শক্তি দিয়েছে, তেমনি বিশ্ব মঞ্চে বাংলাদেশের নতুন উচ্চতায় পৌঁছানোর প্রেরণা জুগিয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় আজ বিশ্ববাসীর সামনে স্থির আলোয় ঝলমল করছে এক অসাধারণ আলী ও লাল সবুজের বাংলাদেশ।

নিউইয়র্ক স্টেটে ঈদে ছুটির দাবি

৩৪ পৃষ্ঠার পর

কুরআন তেলাওয়াত করেন ইমাম হাফেজ উদ্দিন।

সিনেট ও অ্যাসেম্বলিতে উত্থাপিত দাবির মধ্যে রয়েছে

নিউ ইয়র্ক সিটির মতো পুরো নিউইয়র্ক স্টেট জুড়েই ঈদের দিনে সরকারি ছুটি ঘোষণা করা। এ ঘোষণায় স্টেটের সব স্কুল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত করা। নিউইয়র্ক মুসলিম আমেরিকান এডভোকেসি কাউন্সিল গঠন করা। যাতে এ কাউন্সিল স্টেট আইন প্রণেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে মুসলিমদের স্বার্থ রক্ষা করতে পারে। নিউইয়র্কের স্কুল ক্যাম্পাসগুলোতে বাকস্বাধীনতা রক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা। যাতে কোন বিষয়ে মতামতের জন্য কোন শিক্ষার্থীকে আইনগত হুমকিতে না পড়তে হয়। নিউইয়র্কের বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টারের বন্দীরা যাতে ন্যায্য ও সাংবিধানিক সুবিধা পায়। সেজন্য নিউইয়র্ক ডিগনিটি নট ডিটেনশন অ্যাক্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। স্টেটের সব স্কুলে যাতে ধর্মীয় বৈষম্য না থাকে সেজন্য প্রোটেকশন ফ্রম রিলিজিয়াস ডিসক্রিমিনেশন ইন স্কুল বিল প্রতিষ্ঠা করা। এছাড়া স্কুল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আঞ্চলিক বৈষম্য নিরসন করা এবং সব অঞ্চলের মানুষকে শিক্ষায় সমান সুযোগ দিতে হবে। বিশেষ করে মধ্য ও উত্তর আফ্রিকানদের সুবিধা অন্তর্ভুক্ত করা।

ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে যেন মুসলিম বা অন্য কোন ধর্মের ক্ষেত্রে বৈষম্য না হয়। অর্থাৎ বিল অব রাইট প্রতিষ্ঠা করা। যাতে হঠাৎ করে কারো ব্যাংকিং সেবা কেড়ে নেয়া না হয়। উপরোক্ত দাবি গুলো সিনেট ও অ্যাসেম্বলিতে বিল আকারে উত্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া উত্থাপিত দাবির মধ্যে রয়েছে সব হোম ওনারদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে বিশেষ কমিটি গঠন। বিষয়টি আগামীতে বিল আকারে উত্থাপনের চেষ্টা করা হচ্ছে।

'আমেরিকান কারি এওয়ার্ডসে' নবীন-প্রবীণের সম্মিলন

৬৪ পৃষ্ঠার পর

ও নিউইয়র্কের হোম শেফ-সহ প্রায় একশ রন্ধনশিল্পী এওয়ার্ডস অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। কুইন্সের টেরেস অন দ্য পার্কে গত ২৪ মে শনিবার অনুষ্ঠিত হয় এই বর্ণাঢ্য আয়োজন। জনপ্রিয় শেফ খলিলুর রহমানের 'খলিল বিরিয়ানি হাউস' অন্যতম ভূমিকা পালন করেছে এই ব্যতিক্রমি আয়োজনে। অনুষ্ঠানে সিনেটর শেখ রহমান বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরোত্তর উন্নতি ও সমৃদ্ধিতে বাংলাদেশিরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছেন। তারা মূলধারার বিভিন্ন অঙ্গনে নিজেদের প্রতিভার সাক্ষর রাখছেন। প্রথমবারের মতো আয়োজিত আমেরিকান কারি এওয়ার্ডস অনুষ্ঠানটিও মূলধারার কালিনারী শিল্পে এশিয়ান ও বাংলাদেশি খুদকে জনপ্রিয় করে তুলতে সহায়তা করবে। শেফ মো. খলিলুর রহমান বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে রন্ধনশিল্প জগতে কারি এওয়ার্ডসের আয়োজন ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। আজকের এই গালা নাইটে মানুষের উপস্থিতি এটিই প্রমাণ করেছে। আগামীতে দেশ-বিদেশের রন্ধন শিল্প জগতের আরও ব্যক্তিত্বের সমাবেশ ঘটবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি। অনুষ্ঠানের শুরুতেই নৃত্যাঞ্জলির শিল্পীরা দলগত নাচ পরিবেশন করেন। এছাড়াও নৃত্য পরিবেশন করে বাংলাদেশ একাডেমী অব ফাইন আর্টস-বাফার শিল্পীরা। সংগীত পরিবেশন করেন সারেগামাপা খ্যাত বাংলাদেশের সংগীত শিল্পী প্রিয়াঙ্কা অলি গাউত্তি ও দিব্যরাজ ঘোষ। নাদিয়া খন্দকারের সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনপ্রিয় শেফ খলিল গ্রুপ অব কোম্পানিজের প্রেসিডেন্ট মো. খলিলুর রহমান। এরপরই শুরু হয় এওয়ার্ড প্রদান। ১৮টি ক্যাটাগরিতে ২৬ জনকে পুরস্কৃত করা হয়। আমেরিকান কারি এওয়ার্ডসে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে পুরস্কার পান বেস্ট রেস্টুরেন্ট সান সু কাপ সান (কোরিয়ান), আলাদিন সুইটস এন্ড রেস্টুরেন্ট (বাংলাদেশি আমেরিকান), বেস্ট ক্যাটারিং সার্ভিস গোল্ডেন প্যালেস (ব্রুকলিন, নিউইয়র্ক), বেস্ট শেফ প্রফেশনাল মাহবুবুর রহমান (যুক্তরাষ্ট্র), বেস্ট শেফ ইন্টারন্যাশনাল মো. বিল্লাল হোসেন (কাতার এয়ারওয়েজ) ও ড. মানিক্কর সাধু (কানাডা), রাইজিং স্টার অব দ্য ইয়ার নুর হোসেন (যুক্তরাষ্ট্র), বেস্ট ফিউশন কারি ইনোভেশন মাস্টারশেফ লওরেন্স গোমেজ (ভারত), ক্রেশরন অব দ্য কিচেন হাবিবুর রহমান জাহিদ (বাংলাদেশ), কালিনারি ওয়েলনেস চ্যাম্পিয়ন প্রফেসর ডা. মজিবুল হক (টেক্সাস), হসপিটালিটি আইকন সাখাওয়াত হোসেন (বাংলাদেশ), কালিনারি লিজেন্ড টিপু রহমান (ইউকে), বেস্ট ফুড ব্লগার (এথনিক ফুড) আদনান ফারুক হিল্লোল এবং বেস্ট ফুড ব্লগার (মডার্ন এন্ড ফিউশন ফুড) নুসরাত ইসলাম। দেশ-বিদেশে রন্ধনশিল্পে বিশেষ অবদানের জন্য অস্ট্রেলিয়ান শেফ বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত টনি খানকে লাইফটাইম এচিভমেন্ট এওয়ার্ড প্রদান করা হয়। প্রত্যেকের হাতে পুরস্কার তুলে দেন যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের সিনেটর শেখ রহমান। অনুষ্ঠানে হোম শেফ প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন আয়োজনের বিচারকরা। পুরস্কারপ্রাপ্তরা হলেন- মেইন কোর্স বিভাগে তিনটি পুরস্কার আলমা ফেরদৌস শিল্পা (প্রথম পুরস্কার), আনজুমা ইসলাম (দ্বিতীয়) ও মাকসুদা আহমেদ (তৃতীয়), এপেটাইজার বিভাগে দুটি পুরস্কার জাহানারা বেগম (প্রথম) ও কানাত তাজ (দ্বিতীয়) এবং আফটার কোর্স (ডেসার্ট) বিভাগে তিনটি পুরস্কার মেহনাজ ভূঁইয়া (প্রথম), হাবীজিয়া রহমান (দ্বিতীয়) ও শাহানা বেগম (তৃতীয়)। এছাড়াও বিশেষ বিবেচনায় আরও তিনজন হোম শেফকে পুরস্কার দেওয়া হয়। তারা হলেন- কৃষ্ণা তিথি (ইনোভেশন এন্ড প্রেজেন্টেশন), শারলা রশীদ (ডেডিকেশন এন্ড সার্ভিস) ও ওয়াসিয়া ইসলাম (ডেডিকেশন এন্ড সার্ভিস)। উপস্থিত বিচারকরা ছিলেন বাংলাদেশের সুপরিচিত রন্ধনশিল্পী রাহিমা সুলতানা রীতা, শবী রহমান, মেরীনা খন্দকার, শাহীন আক্তারুজ্জ ও ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি সায়েন্স এন্ড টেকনোলজির স্কুল অব বিজনেসের এসিস্টেন্ট প্রফেসর কালিনারি বিশেষজ্ঞ মো. গোলাম মোস্তফা। এ সময় বিচারকদের সবার হাতে সম্মাননা স্মারক তুলেন দেন সিনেটর শেখ রহমান। অনুষ্ঠানে ঠিকানা গ্রুপের প্রেসিডেন্ট এম এম শাহীন, এটর্নি মোহাম্মদ এন. মজুমদার, এটর্নি রাজু মহাজন, টাইম টিভির সিইও আবু তাহের, খলিল গ্রুপের চেয়ারপারসন মোহাম্মৎ রিমা খাতুন, কি-ম্যাক্স রিয়েলিটির রিয়েলটর মোহাম্মদ কবীর, সাংবাদিক হাবিবুর রহমান, বাংলাদেশে খলিল কালিনারি আর্টস সেন্টারের ভাইস প্রিন্সিপাল ও আমেরিকান কারি এওয়ার্ডসের সমন্বয়ক ফাতেমা শিরিন।

জ্যাকসন হাইটস'র মসজিদের তালা কেটে ডলার চুরি

৬৪ পৃষ্ঠার পর

ডলার চুরি করে নিয়ে যায়। ৩৫ এভিনিউর ৭১ স্ট্রিটের কর্নারের এই মসজিদে চুরির ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কর্তৃপক্ষ। মসজিদ কর্তৃপক্ষ জানান, বৃহস্পতিবার ভোরে মুসল্লিরা যখন ফজরের নামাজ আদায় করেন তখনো সবকিছু ঠিক ছিল। কিন্তু সকাল ১১ টার দিকে যখন মসজিদের মুয়াজ্জিন আসেন, তখন দেখা যায় মসজিদের দরজা ভাঙা। মুয়াজ্জিন তখন ইমামকে কল করেন। পরে ইমাম বাড়ির মালিককে বিষয়টি জানান। তাৎক্ষণিক বাড়ির মালিক পুলিশে কল দিয়ে বিস্তারিত অভিযোগ করেন। মসজিদের ভেতরে প্রবেশ করে দেখা যায়, ভিতরের দুটি দানবাক্স বাক্সের তালা কেটে চোর সব ডলার নিয়ে গেছে। পরে সিসি টিভি ফুটেজে দেখা যায় সকাল ৯ টা ২৩ মিনিটের দিকে এক চোর দরজা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করে। এদিকে দুপুর একটার দিকে পুলিশ ঘটনাস্থল মসজিদ পরিদর্শন করেছে। এসময় পুলিশের কাছে সিসিটিভি ফুটেজ হস্তান্তর করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাম্পের সিদ্ধান্তে উচ্চশিক্ষায় ধস

৬৪ পৃষ্ঠার পর

এই আক্রমণাত্মক নীতির যৌক্তিকতা দেয় না। এই নীতির আওতায় দেখা যাচ্ছে: 'ভুল' মত প্রকাশের দায়ে বিদেশি শিক্ষার্থীদের বিতাড়ন, আবেদন প্রক্রিয়া স্থগিত, সরকারি গবেষণা তহবিল স্থগিত, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলে নতুন কর আরোপের পরিকল্পনা। ভাইস-প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স অতীতে ক্যাম্পাসে মত প্রকাশের স্বাধীনতা সংকোচনের সমালোচনা করেছেন। এখন তিনিই বিদেশি শিক্ষার্থীদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম যাচাই ও মতের জন্য বিতাড়নের পক্ষে অবস্থান নিচ্ছেন। যা দ্বিচারিতা ছাড়া কিছু নয়। বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে সেই স্থান, যেখানে শিক্ষার্থীরা নতুন চিন্তা-ভাবনা অনুসন্ধান করে। বিশ্ব প্রতিভা অর্জনের প্রতিযোগিতায় যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সবসময়ই সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার ছিল। এর ফলে বিজ্ঞান, ব্যবসা ও শিল্পে দেশটি লাভবান হয়েছে। ট্রাম্প প্রশাসনের বর্তমান নীতিগুলো এই প্রতিযোগিতায় যুক্তরাষ্ট্রকে পিছিয়ে দেবে। যেসব বিদেশি মেধাবী শিক্ষার্থী যুক্তরাষ্ট্রে পড়ার সামর্থ্য রাখে, তাদের সামনে বিকল্প রয়েছে। কে চায় এমন দেশে পড়তে যেতে, যেখানে রাষ্ট্রপ্রধানই আপনাকে অপছন্দ করে, যেখানে যেকোনো সময় আপনার ভিসা বাতিল হতে পারে, আপনার বার্তালাপ নজরদারির আওতায় থাকবে এবং আপনি চাকরি নাও পেতে পারেন?

মাঠে ফিরেই বড় বড় ছক্কা হাঁকাচ্ছেন তামিম

৫২ পৃষ্ঠার পর

ফিরতে অপেক্ষা করতে হবে কমপক্ষে তিন মাস। চিকিৎসক যদি মনে করেন, তামিম ফিট তবেই খেলতে পারবেন। ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালের মেডিকেল বোর্ডপ্রধান অধ্যাপক শাহাবুদ্দিন তালুকদার তখন বলেছিলেন, 'ক্রিকেটে তিনি ফিরবেন কি না, সেটা তিন-চার মাস পর কার্ডিয়াক টিম ও ফিজিওরা তামিমের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার পর বলতে পারবে।' তামিম যেভাবে ছক্কা হাঁকাচ্ছেন, তাতে খুব দ্রুতই হয়ত তাকে মাঠের ক্রিকেটে দেখা যাবে!

২৭ বছর পর রিমেক আসছে 'হঠাৎ বৃষ্টি'র

৪৬ পৃষ্ঠার পর

১৯৯৮ সালে কলকাতার বরেণ্য নির্মাতা বাসু চ্যাটার্জির পরিচালনায় বাংলাদেশ-ভারত যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত হয়েছিল 'হঠাৎ বৃষ্টি'। সে সময় এই চলচ্চিত্রের মাধ্যমে রুপালি পর্দায় অভিষেক হয় ফেরদৌস আহমেদ ও টালিউড অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা ত্রিবেদীর। নতুন মুখ হিসেবেই দর্শকদের মন জয় করে নিয়েছিলেন তাঁরা। তবে রিমেকে আগের কোনো শিল্পীকে রাখা হয়নি। রিমেক 'আবার হঠাৎ বৃষ্টি' সিনেমাটি প্রযোজনা করছে আশীর্বাদ চলচ্চিত্র ও ইমপ্রেস টেলিফিল্ম লিমিটেড। পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন কামরুজ্জামান, এবং উপদেষ্টা পরিচালক হিসেবে আছেন বর্ষীয়ান নির্মাতা হটকু আহমেদ। নতুন এই সংস্করণে সানী খান ও রাকিনা হাড়াও অভিনয় করছেন আজাদ আবুল কালাম, ফারজানা ছবি, কায়েস আরজু প্রমুখ। সোমবার (২৬ মে) রাজধানীর উত্তরার আনন্দবাড়িতে সিনেমাটির মহরত অনুষ্ঠিত হয়। মহরতের মাধ্যমেই শুরু হয় শুটিং। শ্রীমঙ্গলসহ দেশের বিভিন্ন মনোরম লোকেশনে হবে বাকি দৃশ্যধারণ। পরিচালক কামরুজ্জামান জানিয়েছেন, "এটি দর্শকনন্দিত একটি গল্প। রিমেক নির্মাণের কাজটা সহজ নয়। চ্যালেঞ্জ অনেক, তবে আমরা সর্বোচ্চ আন্তরিকতা নিয়ে কাজ করছি। প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের পছন্দের ভিত্তিতে শিল্পী নির্বাচন করা হয়েছে।" তবে নতুন কাস্টিং নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মিশ্র প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেছে। অনেকে 'হঠাৎ বৃষ্টি'র আবেগময় স্মৃতির সঙ্গে এই নতুন রূপের তুলনা করে হতাশা প্রকাশ করেছেন। সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী বছর বিশ্ব ভালোবাসা দিবসে মুক্তি পাবে 'আবার হঠাৎ বৃষ্টি'।

ইশরাক হোসেনকে শপথ করানোর দাবিতে নিউইয়র্কে সভা

৩ পৃষ্ঠার পর

আরো বক্তব্য রাখেন মোশারফ হোসেন সবুজ, জসিম উদ্দিন ভূঁইয়া, এমএ বাতিন, ফারুক হোসেন মজুমদার, জাহাঙ্গীর সরোয়ার্দী, রিয়াজ মাহমুদ, নাসির আহমেদ, মোতাহার হোসেন, ড. ইফতিয়ার আহমেদ প্রমুখ।

গিয়াস আহমেদ বলেন, উপদেষ্টা সজিব ভূঁইয়া এনসিপির প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে এনসিপির এজেন্ডা বাস্তবায়নে কাজ করছেন। নিজের কাছের মানুষকে প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দিয়ে সরকারীভাবে এনসিপির কর্মসূচিকে সমর্থন এবং সহযোগিতা করছেন এই উপদেষ্টা। বিএনপির প্রার্থী ইশরাক হোসেনকে মেয়র হিসেবে অধিষ্ঠিত করলে নগরবাসীর বিরাজমান সমস্যার সমাধানের পথ সুগম হবে। সেটি এই উপদেষ্টা চাচ্ছেন না। আর এভাবে নিজেই বৈষম্য সৃষ্টি করছেন। ২০২০ সালের ১ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত ঢাকা দক্ষিণ সিটি নির্বাচনে বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক কমিটির সদস্য ও সাবেক মেয়র সাদেক হোসেন খোকার ছেলে ইশরাক হোসেনকে পৌনে ২ লাখ ভোটের ব্যবধানে হারিয়ে মেয়র হন আওয়ামী লীগের শেখ ফজলে নূর তাপস। তখন নির্বাচন বাতিল চেয়ে মামলা করেন ইশরাক। তবে ক্ষমতার পট পরিবর্তনের পর নির্বাচন বাতিলের মামলার আর্জি পরিবর্তন করে ফলাফল বাতিলের আবেদন করেন ইশরাক। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ২৭ মার্চ ঢাকার নির্বাচনি ট্রাইব্যুনাল সেই ফল বাতিল করে ইশরাককে মেয়র ঘোষণা করে।

জামালপুর জেলা সমিতি ইউএসএ ইন্‌ক-এর নবনির্বাচিত কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠানের খণ্ডচিত্র

জামালপুর জেলা সমিতি ইউএসএ ইন্‌ক-এর নবনির্বাচিত কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠানের খণ্ডচিত্র

GOLDEN AGE HOME CARE

GOLDEN A
HOME CA

PCA HOME CARE সেবা
আমাদের স

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE সেবা
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে,
সার্ভিস -এ এনরোল করে নেব এবং সব সধরনে

Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-
Cell: 646-591-83
Email: shah@gol

আমাদের নিজস্ব PCA ও HHA ট্রেনিং

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Ave
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. O
170-18A Hillsid
Jamaica, NY 1
Ph: 718-530-1
Fax: 917-396-

Email: info@goldenagehomecare.c

AGE
RE
HHA/PCA SERVICE
SKILLED NURSING
নিতে চান?
াথে যোগাযোগ করুন
প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
আপনাকে HOME CARE
নের সেবা প্রদান করবো
7852
96 Text: 646-591-8396
denagehomecare.com
ং স্কুল আছে
FFICE
e Ave
432
820
115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870
Fax: 917-396-4115
We Hire And Train HHA/PCA Certificate Holder AIDES
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট সহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903
om | www.goldenagehomecare.com

আড্ডা গান কেনাকাটায় হৃদয় জুড়িয়েছে মানুষের

৬২ পৃষ্ঠার পর

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শাহ শহিদুল হক। অনুষ্ঠান পরিচালনা করে মিয়া মোহাম্মদ দুলাল ও পারভীন তমা। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মোহাম্মদ আলী, মহিউদ্দীন দেওয়ান, ডা. এনামুল মালিক, ফাহাদ সোলায়মান, নুরুল আজিম, এসএম আলম, আহসান হাবিব, ইঞ্জিনিয়ার আবদুল সোবহান, হাসান জিলানী, রাসেক মালিক, রুহুল সরকার,

ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল খালেক, তরিকুল ইসলাম, কামরুজ্জামান বকুল, শাহাদত হোসেন, আকতার হোসেন, অনিক রাজ, খায়রুল ইসলাম খোকন, ইশতিয়াক রুপু ও রোকেয়ানা রাজ্জাক সেতু। বছরের শুরুতে আয়োজিত বসন্তের মনোরম আবহাওয়ায় এবারের পথমেলা দর্শকদের কাছে আলাদা আবেদন তৈরি করেছে বলে আয়োজকরা জানিয়েছেন।

বাড়ী ক্রয়ের এখনই সঠিক সময়!

SELL YOUR PROPERTY FASTER WITH TOP $$$

Resdential, Commercial, Foreclosure HUD Sale, Short Sale Specialist.

20 Years Experience

BUY - SELL - RENT

আপনার বাড়ীর Free Market Analysis and Consultation এর জন্য যোগাযোগ করুনঃ

মোহাম্মদ সেলিম রেজা

Lic. Real Estate Sales Person

আমরা বাংলায় কথা বলি

ফোনঃ 929-393-7331

Mohammad Salim Reza (MBA)

NYC Licensed Realtor, Professional/ Couteous!

Tel. 929-393-7331

Email: mrezarealtor@gmail.com

EXIT REALTY PRIME

189-10 Hillside Ave, Suite E, Queens, NY 11423
Office: 718-262-0205, Fax: 718-262-0254

'বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক বইমেলা'র সমাপ্তি

৬৪ পৃষ্ঠার পর

আহবায়ক ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও একুশে পদকপ্রাপ্ত লেখক ড. নুরুন্নবী। এর আগে তিনি ছিলেন মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান। প্রতিবছর এই ফাউন্ডেশনের নামেই 'নিউইয়র্ক বইমেলা' অনুষ্ঠিত হতো। এবার মুক্তধারার সদস্য সচিব বিশ্বজিৎ সাহাকে ইউনূস সরকারের সমর্থক ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী আখ্যায়িত করে ড. নুরুন্নবী পদত্যাগ করেন। একই সাথে

তিনি বিশ্বজিৎ সাহার নেতৃত্বাধীন বইমেলার কর্মকর্তার ড. জিয়া উদ্দীন আহমেদ, হাসান ফেরদৌস ও রোকেয়া হায়দারকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সহযোগী হিসেবে অভিহিত করেন। আয়োজন করেন 'বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক বইমেলা'। মূলত যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সমর্থকদের (একাংশ) উপস্থিতিতে গত ২৪-২৫ এই মেলা উডসাইডের জ্যাম হলে অনুষ্ঠিত হয়। বুকস্টলের সংখ্যা ও সাধারণ মানুষের উপস্থিতির ঘাটতি থাকলেও আয়োজকরা স্বল্প সময়ের প্রস্তুতিতে এটিকে সফল মেলা দাবী করেছেন। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে অভিবাদন জ্ঞাপনের পর সমস্বরে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনার মধ্যদিয়ে ২৪ মে দুপুরে নিউইয়র্কে মুনিদের 'বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক বইমেলা' শুরু হয়। কুইন্সের জ্যাম পার্টি হলে এই বইমেলার উদ্বোধন করেন কবি-লেখক হেলাল রেপ। এক্যাডেমী প্রয়ারি নামক সংগঠনের ব্যানারে আয়োজিত এই বইমেলার অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন বিতর্কিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন। তারাও তসলিমা নাসরিন ছিলেন মেলার প্রধান আকর্ষণ। তাকে ঘিরে ফটোসেশন চলে দীর্ঘসময়। বইমেলার উদ্বোধক হিসেবে নাম ছিল সাংবাদিক সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ ও হেলাল রেপের। কিন্তু জুনাব উল্লাহ মেলায় অনুপস্থিত ছিলেন। মেলায় প্রবর্তিত এবারের সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছেন কলামিস্ট সেজান মাহমুদ। নগদ এক হাজার ডলারসহ বিশেষ সম্মাননা ক্রেস্ট করতালির মধ্যে হস্তান্তর করেন মেলা কমিটির আহবায়ক ড. নুরুন্নবী এবং ড. জিনাত নবী। এর আগে এই সাহিত্য পুরস্কারের প্রেক্ষাপট ও সেজান মাহমুদের বর্ণাঢ্য সাহিত্য-কর্মজীবন উপস্থাপন করেন প্রবাসের আরেক জনপ্রিয় কবি-কলামিস্ট-সংগঠক ফকির ইলিয়াস। এওয়ার্ড হস্তান্তরের সময় পাশে ছিলেন বইমেলার সদস্য-সচিব স্বীকৃতি বড়ুয়া এবং আবৃত্তিশিল্পী গোপন সাহা ও বীর মুক্তিযোদ্ধা তাজুল ইমাম। মেলায় বক্তব্য দেন বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের যুক্তরাষ্ট্র শাখার সভাপতি ও আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল কাদের মিয়া, ইঞ্জিনিয়ার মো. ফজলুল হক, মানবাধিকার সংগঠক-লেখক-অধ্যাপক ড. পার্থ ব্যানার্জি, ডেমোক্রেটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার ড. দিলীপ নাথ, কম্যুনিটি লিডার রানা হাসান মাহমুদ, অধ্যাপক এ বি এম নাসের, সাংবাদিক দস্তগীর জাহাঙ্গির, সাংস্কৃতিক সংগঠক শুধুগ্রায়ার শতা, মিথুন আহমেদ, আওয়ামী লীগ নেতা জাকারিয়া চৌধুরী প্রমুখ। সঞ্চালনায় ছিলেন মিনহাজ আহমেদ সাম্মু। গোপন সাহা, নাবিলা শারমিন এবং আফরিনা পারভিন প্রীতির সাবলিল উপস্থাপনায় উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন আল আমিন বাবু এবং জাতীয় সঙ্গীতে নেতৃত্ব দেন নিলোফার জাহান। মেলার সমাপ্তি ঘোষণা দেন তাজুল ইমাম। আগামী বছরও এই মেলা অনুষ্ঠিত হবে বলে ঘোষণা দেয়া হয়।

নিউইয়র্ক স্টেটে ঈদে ছুটির দাবি

৬৪ পৃষ্ঠার পর

মঙ্গলবার আলবেনীতে ১১ তম মুসলিম এডভোকেসি লেজিসলেটিভ ডে'তে এসব দাবি করা হয়। নিউইয়র্কের রাজধানী আলবেনীতে অনুষ্ঠিত অ্যাডভোকেসি ডে'তে অর্ধশতাধিক স্টেট অ্যাসেম্বলি ও সিনেট সদস্যদের সঙ্গে আলোচনায় তারা এসব দাবি তুলে ধরেন। মোট ৯ দফা দাবির মধ্যে আটটিই সিনেট ও অ্যাসেম্বলিতে বিল আকারে তোলা হয়েছে। অ্যাডভোকেসি

ডে'র সহ আয়োজক হিসেবে ছিল কাউন্সিল অন আমেরিকান ইসলামিক রিলেশনস অব নিউ ইয়র্ক (কেয়ার)। অ্যাডভোকেসি ডে উপলক্ষে ৫০ জনের বেশি কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের প্রতিনিধি দল আলবেনিতে যায়। বাগের প্রেসিডেন্ট জয়নাল আবেদীনের নেতৃত্বে দলে ছিলেন- সেক্রেটারি শাহানা মাসুম, ট্রেজারার ইঞ্জিনিয়ার রহিম, পার্লামেন্টারিয়ান মাহতাব খান, উপদেষ্টা জুয়েল এম চৌধুরী, বোর্ড সদস্য নাজুল উদ্দিন, দিলরুবা চৌধুরী ও সামিরা নাজনীন। কমিউনিটি ব্যক্তিত্বের মধ্যে ছিলেন মীর মাসুম আলী, শহবুদ্দিন চিশতী, ড. রফিকুল ইসলাম, ক্যাপ্টেন রিটায়ার্ড মোনাফির মিয়া, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের প্রচার সম্পাদক ফজলুল আলম, হোম ওনার্স এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি এমদি রহিম, এমডি আলম, এমডি ফিরোজ, নাজরীন সুলতানা, নীলিমা বাবী, শীরীন আকতার রাখী। তরুন সদস্যদের মধ্যে ছিলেন সাকিব আবেদীন, আম্মার এলাহী, আফিফ, রোদোয়ানা, সোনিয়া। এবারের অ্যাডভোকেসি ডের হোস্ট ছিল অ্যাসেম্বলি মেম্বার জোহরান মামদানি, চার্লস ফলন, স্টেট সেনেটর জেসিকা রামোস, রবার্ট জ্যাকসন। আরো ছিলেন ডেভিড ওয়েপ্রিন, অ্যাসেম্বলি মেম্বার কারা ফরেস্ট।

অনুষ্ঠানের অংশ হিসাবে আলবেনির লেজিসলেটিভ বিল্ডিংয়ের মিলিয়ন ডলার স্টেয়ার কেসে- এক সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট জয়নাল আবেদীন, সেক্রেটারি শাহানা মাসুম, কেয়ারের আফাফ নাসের, মরিয়ম শোয়েব, অ্যাসেম্বলি মেম্বার ডেভিড ওয়েপ্রেন, সিনেটর জেসিকা রামোস, রবার্ট জ্যাকসন, অ্যাসেম্বলি মেম্বার কারা ফরেস্ট, মাহতাব খান, আম্মার এলাহী বক্তব্য রাখেন। স্টেট অ্যাসেম্বলিতে কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন মুফতি ইসমাইল। সিনেটে কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু হয়। এরপর ২৯ পৃষ্ঠায়

Khalil Biryani House

ভোজন রসিক ও খাদ্য পিপাসুদের জন্য সুখবর!

নিউইয়র্ক ও আন্তর্জাতিক জগতে স্বনামধন্য ও বাংলাদেশি মুখরোচক ১০০% হালাল খাবারের জন্য আপনার বন্ধুবান্ধব ও পরিবারসহ নিকটবর্তী ও পছন্দের যে কোন শাখায় আসুন। আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

* KHALIL BIRYANI HOUSE
BRONX – 718-409-6840

* KHALIL HALAL CHINESE
BRONX – 347-621-2884

* KHALIL SWEETS
BRONX – 646-763-5073

* KHALIL BIRYANI HOUSE
JAMAICA – 718-374-3225

* KHALIL BIRYANI HOUSE
JACKSON HEIGHTS – 929-328-0680

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট

আমরা বিশ্বের যে কোন দেশের ভিসা প্রসেস করি

সৌদি আরবের ১০ বছরের মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসা

ইন্ডিয়া মাল্টিপল / মেডিকেল ভিসা

১০ বছরের কানাডিয়ান মাল্টিপল ভিসা

USA 5 YEARS MULTIPLE TOURIST VISA

দ্রুত ভিসা প্রসেস করার জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

SCHENGEN TOURIST VISA

এক ভিসাতে ভ্রমণ হবে ২৭টি দেশ

BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK

আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার

*Visa Issued by Consulate General

NEW YORK OFFICE
7305 37TH ROAD, JACKSON HEIGHTS
NY 11372. কাবাব কিং এর পার্শ্বে, ডাইভারসিটি প্লাজায়
PHONE : 917-396-4140, 917-592-7828
E-MAIL : digitalonetravel@gmail.com
www.digitalonetravel.com

DHAKA OFFICE
NAGAR SHEFALI, FLOOR # 03, HOUSE # 09
ROAD # 17, BLOCK-E, BANANI, DHAKA-1213
PHONE : +88 01711256871, +88 01711256872
E-MAIL : digitalonetravel@gmail.com
www.banglatravel.net

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী যুবক গুলিতে নিহত, আহত ২

৬২ পৃষ্ঠার পর

জেইন পার্ক এলাকায় আয়াদ গুলিবিদ্ধ হন।

এদিকে এমন অপ্রত্যাশিত হত্যার ঘটনায় মিশিগানে বসবাসরত বাংলাদেশী কমিউনিটিসহ বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের মাঝে নেমে এসেছে বিষাদের ছায়া। সংশ্লিষ্ট পরিবারের সদস্যদের মাঝে চলছে শোকের মাতম।

হত্যার খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে এবং প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণে পুলিশের তদন্ত চলছে। তবে নৃশংস এই হত্যার ঘটনার অনুসন্ধানে নানান সুত্র নিয়ে পুলিশ মাঠে কাজ করছে বলে জানায়।

মর্মান্তিক এমন মৃত্যুর ঘটনায় মিশিগানের বাঙালি কমিউনিটিতে নানা কথা ছড়িয়ে পড়েছে। তবে তার ঘনিষ্ঠরা জানিয়েছেন, তার গাড়ির সাথে আরেকটি গাড়ির সংঘর্ষ সংক্রান্ত সৃষ্ট জটিলতার জের ধরে প্রথমে কথা কাটাকাটি এবং পরবর্তীতে তাকে লক্ষ্য করে গুলি করা হয়।

গত ২৬ মে সোমবার মিশিগানের নূর মসজিদে নিহত আব্দুল আয়াদের নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জানাজায় অংশ নেন শত শত প্রবাসী। ২৭ মে মঙ্গলবার মিশিগানের একটি কবরস্থানে নিহত আয়াদের দাফন সম্পন্ন করা হয়েছে।

এই হত্যা ঘটনার সঙ্গে জড়িত কাউকে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারেনি।

ধনীদের বিপুল কর ছাড়, প্রবীণদের স্বাস্থ্যসেবায় কাটছাঁট

৬২ পৃষ্ঠার পর

পাস হয়েছে। এইচআর-১, যা বিগ বিউটিফুল বিল অ্যাক্ট নামক বিলটিকে অনেক ডেমোক্র্যাট ও বিশ্লেষক যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে অন্যতম 'ভয়ংকর' বাজেট আইন বলে অভিহিত করেছেন। বিল অনুযায়ী, ১৫ মিলিয়ন মানুষ তাদের মেডিকেইড স্বাস্থ্যসেবা হারাবেন এবং ২ মিলিয়নের বেশি শিশুখাদ্য সহায়তা থেকে বঞ্চিত হবেন। শুধু চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিটও বাড়ানো হয়েছে, প্রতি সন্তানের জন্য ২ হাজার ডলার থেকে ২ হাজার ৫০০ ডলার। দুইজন রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যান এই বিলে বিরোধিতা করেন এবং এক রিপাবলিকান সদস্য 'প্রেজেন্ট' ভোট দেন। এখন এটি সিনেটে বিবেচনার জন্য পাঠানো হয়েছে।

কংগ্রেসের নিম্নকক্ষের স্পিকার মাইক জনসন ভোটের পর এক বিবৃতিতে এই বিলে 'প্রজন্মগত, জাতি গঠনের আইন' হিসেবে উল্লেখ করেন। যা ব্যয় কমায়, পরিবার এবং চাকরি সৃষ্টিকারীদের জন্য কর স্থায়ীভাবে কমাবে। সীমান্ত সুরক্ষা নিশ্চিত করে, আমেরিকান শক্তির আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে এবং শক্তির মাধ্যমে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবে বলে তিনি বলেন। তিনি আরো বলেন, আমরা সিনেটের সময়মতো এই একবারের জন্য প্রজন্মগত আইনের বিবেচনার জন্য অপেক্ষা করছি এবং একসঙ্গে কাজ চালিয়ে যেতে প্রস্তুত আছি যাতে 'ওয়ান বিগ বিউটিফুল বিল' প্রেসিডেন্টের টেবিলে পৌঁছাতে পারি।

এই বিলে মেডিকেইড অন্তত ৬০০ বিলিয়ন কাটা হয়েছে। এটি প্রোগ্রামের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় কাটা। মেডিকেইড ৭০ মিলিয়নেরও বেশি মানুষের জন্য একটি জীবনরক্ষাকারী প্রোগ্রাম, যার মধ্যে ১৫ মিলিয়নেরও বেশি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি রয়েছেন। এই বিলে অনুমান করা হচ্ছে যে ১০ থেকে ১৫ মিলিয়ন মানুষ তাদের স্বাস্থ্য বীমা কভারেজ হারাতে পারে। মেডিকেইড মানসিক স্বাস্থ্য সেবা, অপিওইড ব্যবহার ব্যাধির চিকিৎসা এবং প্রতিবন্ধী ও বৃদ্ধ প্রতিবেশীদের তাদের বাড়িতে এবং সম্প্রদায়ে বসবাস ও কাজ করার জন্য কর্মীদের সেবা প্রদান করে। বিলটি অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক স্বাধীনতাকেও আক্রমণ করবে। যেমন- এটি অভিবাসন আটক এবং বহিষ্করণ ব্যবস্থার জন্য তহবিল বৃদ্ধি করবে। যা আইনি প্রক্রিয়া থেকে বঞ্চিত এবং মানবাধিকার বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘন করছে। এটি প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবায় প্রবেশাধিকার সীমিত করে।

হজ আত্মশুদ্ধির মহাসফর

২৫ পৃষ্ঠার পর

না আল্লাহপাক তা গ্রহণ করবেন।

আমরা যে প্রতি বছর হজ করতে যাই তাদের মধ্যে কজন এমন আছেন যারা অন্তকরণের হজ করতে যান। আমার অন্তরকে পরিষ্কার না করে আমি যদি চলে যাই পবিত্রময় আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে, যার কাছে অপবিত্রতার কোনো মূল্য নেই তাহলে কি আমি কোনো কিছু লাভ করতে পারব? আল্লাহপাকের কাছে বাহ্যিকতার কোনো মূল্য নেই, তিনি অন্তর দেখেন। যেমন মহানবী (সা.) বলেছেন, 'আল্লাহ তোমাদের শরীর ও চেহারার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন না, বরং তিনি তোমাদের মনের ও কর্মের দিকে দৃষ্টিপাত করেন' (মুসলিম)। কে কোন নিয়তে হজে যাচ্ছি তার খবর কিন্তু আল্লাহপাক ভালো করেই জানেন। কারণ অন্তরের কথা কেবল তিনিই জানেন। যেভাবে কুরআনে বলা হয়েছে, 'তোমরা তোমাদের মনের কথা গোপন রাখ অথবা প্রকাশ কর তা সবই আল্লাহ জানেন' (সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ২৯)।

তাই হজে যাওয়ার আগের অন্তরকে জিজ্ঞেস করা উচিত, যে আমার আত্মা তুমি কি সেই পবিত্র স্থান তাওয়াফ করার যোগ্য? আমার কাছে বৈধ-অবৈধ অনেক অর্থ-সম্পদ থাকতে পারে তাই বলে কি আমি প্রতি বছরই হজে চলে যাব, এটা আল্লাহপাক পছন্দ করেন না বরং তিনি চান অন্তর যেন পরিষ্কার হয় আর আল্লাহর অধিকার এবং বান্দার অধিকার যেন পূর্ণভাবে প্রদান করা হয়। তা না হলে এই বাহ্যিকতার কোনো মূল্য নেই।

মহানবী (সা.) বলেছেন 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হজব্রত পালন করে আর কোনো ধরনের অশালীন কথা বার্তা ও পাপ কাজে লিপ্ত না থাকে সে যেন নবজাতক শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ অবস্থায় হজ থেকে ফিরে এলো' (বুখারি ও মুসলিম)। এ হাদিসের ওপর ভিত্তি করে অনেকেই পয়সার জোরে প্রতি বছরই হজ সম্পাদন করেন আর প্রতি বছরের গুনাহ-খাতা মাফ করিয়ে আনেন।

হজ পালন করে এলেই নিষ্পাপ হয়ে যাবে, এমন এক অদ্ভুত মনমানসিকতাও আমাদের সমাজের অনেকের মাঝে বিরাজ করে। অথচ দেখা যায়, হজ থেকে ফিরে এসে আগের স্বভাবেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটে। কেউবা ফিরে এসে হাজি নামটিকে ব্যবসার খাতিরে ব্যবহার করেন আবার কেউ নিজেকে প্রকাশ করার জন্য ব্যবহার করেন।

আল্লাহপাক যাদের হজ করার সামর্থ্য দান করেছেন এবং যারা হজের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছেন তাদের জন্য আমাদের দোয়া থাকবে আপনাদের হজ যেন অন্তকরণের হজ হয়। সেইসঙ্গে আগের সব দোষ-ত্রুটির ক্ষমা চেয়ে মোমিন-মুত্তাকি হয়ে বাকি জীবন যেন অতিবাহিত করা। যদি এমনটি হয়, হজ থেকে ফিরে এসে আগের মতোই জীবন পরিচালিত করতে থাকলাম তাহলে তার হজ করা আল্লাহর দরবারে কোনো মূল্য রাখবে না।

আল্লাহর সঙ্গে যদি প্রেমময় এক সম্পর্কই সৃষ্টি না হয় তাহলে এ হজ বৃথা। এমন লোক খুব কমই দেখা গেছে যে, হজ থেকে ফিরে এসে আল্লাহপ্রেমিক হয়েছেন, অন্তর পবিত্র হয়েছে, মানুষকে ভালোবাসতে শিখেছেন, আল্লাহর শিক্ষা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করেছেন, অঢেল সম্পত্তির মায়া ছেড়ে দরদি নবী (সা.)-এর মতো জীবন কাটিয়েছেন, নিজে না খেয়ে অনাহারীর মুখে খাবার তুলে দিয়েছেন।

আমাদের আত্মাকে পবিত্র করতে হবে আর আত্মা তখনই পবিত্র হতে পারে যখন আমরা হালাল রিজিক গ্রহণ করব। হালাল রিজিক ছাড়া কোনোভাবেই সম্ভব নয় অন্তকরণের পবিত্রতা। প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষ আমাদের মতো একটি গরিব দেশ থেকে হজে যান। তাদের কজন বুকে হাত দিয়ে আল্লাহকে সাক্ষী রেখে এ কথা বলতে পারবেন, আমি শতভাগ হালাল রিজিক গ্রহণ করি? বা আমার এই অর্থ-সম্পদ শতভাগ হালাল উপার্জন? আমার প্রতিবেশীর ঘরে খাবার নেই, তাদের সন্তানরা অর্থের অভাবে স্কুলে ভর্তি হতে পারছে না আর আমি চলে যাচ্ছি হজ করতে।

এমন ব্যক্তির হজ আল্লাহর দরবারে কতটা গুরুত্ব রাখে কেবল তিনিই জানেন। তাই আমরা যারা হজে যাচ্ছি তাদের আত্মবিশ্লেষণ করা প্রয়োজন, আমার আত্মা কি হজের যোগ্য কি না, আমার প্রতিবেশীর কোনো কষ্ট আছে কিনা? আল্লাহতায়ালা আমাদের সবাইকে প্রকৃত অর্থে পবিত্র হৃদয় নিয়ে হজব্রত পালন করার তৌফিক দান করুন, আমিন।

লেখক : ইসলামি গবেষক ও কলামিস্ট।

যুক্তরাষ্ট্রে স্টুডেন্ট 'ভিসার অ্যাপয়েন্টমেন্ট' অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত

৬২ পৃষ্ঠার পর

দেওয়া পর্যন্ত' বহাল থাকবে। বার্তায় বলা হয়েছে, শিক্ষার্থী ভিসা ও বৈদেশিক বিনিময় কর্মসূচির আওতাধীন ভিসার ক্ষেত্রে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যাচাই (আবেদনকারীদের) জোরালো করা হবে। এটি মার্কিন দূতাবাস ও কনস্যুলেটগুলোর ওপর 'গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব' (যেমন বাড়তি চাপ, নতুন প্রক্রিয়াগত বাধা, সময়সাপেক্ষ কাজের বোঝা তৈরি) ফেলবে।

এ পদক্ষেপ নেওয়ার ঘোষণা এমন এক সময় এল, যখন যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ট্রাম্পের দ্বন্দ্ব চলছে। প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্তৃপক্ষকে ট্রাম্প অতিরিক্ত বামপন্থী বলে মনে করেন। তাঁর অভিযোগ, প্রতিষ্ঠানগুলো ক্যাম্পাসে ইহুদিবিদ্বেষের সুযোগ দিচ্ছে এবং বৈষম্যমূলক ভর্তি নীতি অনুসরণ করছে।

সিবিএস নিউজ পররাষ্ট্র দপ্তরের ওই স্মারক থেকে জানতে পারে, মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসগুলোকে বলা হয়, ভিসাপ্রত্যাশী যেসব শিক্ষার্থী এখনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাননি, তাঁদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট ক্যালেন্ডার থেকে সরিয়ে ফেলতে। তবে যাঁদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট ইতিমধ্যে নির্ধারিত হয়েছে, তাঁরা সাক্ষাৎকার দিতে পারবেন। কূটনৈতিক বার্তায় আরও বলা হয়, শিক্ষার্থী ভিসার জন্য আবেদন করা সবার 'প্রয়োজনীয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম যাচাই ও অন্যান্য কার্যক্রমের পরিধি সম্প্রসারণের' প্রস্তুতি নিচ্ছে পররাষ্ট্র দপ্তর। যেসব বিদেশি শিক্ষার্থী যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনা করতে চান, তাঁদের ভিসা অনুমোদনের আগে সাক্ষাৎকার নিজ নিজ দেশে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাসে সাক্ষাৎকারের জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হয়। যুক্তরাষ্ট্রের অনেক উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানই নিজেদের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থায়নের জন্য বিদেশি ছাত্রদের ওপর নির্ভর করে থাকে। কেননা, এই শিক্ষার্থীরা প্রায়ই বেশি টিউশন ফি দেন। শিক্ষার্থী ভিসা প্রসঙ্গে জানতে চাইলে পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ট্যামি ব্রুস সাংবাদিকদের বলেন, 'কে দেশে প্রবেশ করছে, তা যাচাইয়ের প্রক্রিয়াকে আমরা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখি এবং তা আমরা চালিয়ে যাব।'

উল্লেখ্য, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় আসার পর তাঁর প্রশাসন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য বরাদ্দ শত শত মিলিয়ন ডলারের তহবিল সহায়তা স্থগিত করেছে এবং কিছু শিক্ষার্থীকে দেশছাড়া করার পদক্ষেপ নিয়েছে। পাশাপাশি বাতিল করেছে হাজার হাজার ভিসা। অবশ্য এসব পদক্ষেপের অনেকটি আদালত স্থগিত করেছেন। কিছু বিশ্ববিদ্যালয় তাদের ক্যাম্পাসে ফিলিস্তিনপন্থী কার্যকলাপের নামে 'ইহুদিবিদ্বেষকে প্রশ্রয় দিচ্ছে বলে অভিযুক্ত করেছে হোয়াইট হাউস। অন্যদিকে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা খর্বের চেষ্টা করার অভিযোগ তুলেছে।

বাংলাদেশি শিক্ষার্থীর স্বপ্নভঙ্গ

৬৪ পৃষ্ঠার পর

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই বাংলাদেশী শিক্ষার্থী। তিনি জানান, এই সেশনে আর আবেদন না করতে এরই মধ্যে মেইলও পাঠিয়েছে মার্কিন ওই বিশ্ববিদ্যালয়টি। বাংলাদেশের আরেক শিক্ষার্থী ওয়াহেদুর রহমান সোহান বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন, যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অফার লেটার পেয়েছেন, মিলেছে স্কলারশিপও কিন্তু মার্কিন প্রশাসনের এমন সিদ্ধান্তে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে তার। এখন কী করবেন তা নিয়ে পড়েছেন সিদ্ধান্তহীনতায়। বিদেশী শিক্ষার্থীদের ভিসা ইস্যুতে মার্কিন প্রশাসনের নতুন সিদ্ধান্তে হতাশ যুক্তরাষ্ট্রে যেতে ইচ্ছুক এমন অনেক বাংলাদেশী শিক্ষার্থী। সম্প্রতি মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের পক্ষ থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের দূতাবাস ও কনস্যুলেটে পাঠানো বার্তায় জানানো হয়েছে, 'পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নতুন করে কোনো শিক্ষার্থী বা এক্সচেঞ্জ ভিজিটর ভিসার অ্যাপয়েন্টমেন্ট নির্ধারণ করা যাবে না'।

জামালপুর জেলা সমিতির বর্ণাঢ্য অভিষেক

৬৪ পৃষ্ঠার পর

সভাপতিত্ব করেন সমিতির নব নির্বাচিত সভাপতি, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সাপ্তাহিক আজকাল-এর জেনারেল ম্যানেজার আবু বকর সিদ্দিক। নতুন কমিটির নেতৃবৃন্দকে শপথ পাঠ করান সংগঠনের সাবেক সভাপতি বিশিষ্ট রিয়েলেটর ফরিদ আলম। বক্তব্য রাখেন নব নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মশিউর রহমানসহ নেতৃবৃন্দ। সবশেষে সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রবাসের জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী রানো নেওয়াজ, আমিক রাজ প্রমুখ। অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন শাহমিনা সিরাজ সোনিয়া।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও বাংলাদেশ এবং আমেরিকার জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। অনুষ্ঠানে কমিউনিটির বিভিন্নস্তরের নেতৃবৃন্দ, গণমাধ্যমের ব্যক্তিবর্গ, ব্যবসায়ীরা অংশ নেন।

অভিষেক উদযাপন কমিটির আহবায়ক আজিজুল হক, সদস্য সচিব মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, প্রধান সমন্বয়কারী মোহাম্মদ খোরশেদ আলম অনুষ্ঠান সফল করতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে শাহ নেওয়াজ গ্রুপের কর্ণধার ও বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান শাহ নেওয়াজ বলেন, আমরা কমিউনিটির মানুষ এক হয়ে যে কোনো উদ্যোগ হাতে নিলে তা সফল হবে। সবধরণের ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে কমিউনিটি বিনির্মানে সবাইকে একযোগে কাজ করার প্রতিও গুরুত্বারোপ করেন শাহ নেওয়াজ।

২০২৫-২৬ সালের নতুন গঠিত কমিটি নেতৃবৃন্দরা হলেন সভাপতি আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের যুগ্ম সম্পাদক ও সাপ্তাহিক আজকালের জেনারেল ম্যানেজার মোঃ আবু বকর সিদ্দিক, সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান জাস্টিন, সহ সভাপতি-আজিজুল হক, সহ সভাপতি-সাইদুর রহমান, সহ সভাপতি শামসুন নাহার লিপি, সহ সভাপতি-সাইফুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক-মশিউর রহমান জাস্টিন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক-খোরশেদ আলম, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ সেলিম রেজা, সহকারী সাংগঠনিক সম্পাদক-মোঃ নূরে আলম সিদ্দিকী, কোষাধ্যক্ষ মিজানুর রহমান, প্রচার সম্পাদক-সাইম ইসলাম, সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক মোঃ মোক্তার, সাংস্কৃতিক সম্পাদক-মোঃ আনিছ মিয়া, ক্রীড়া সম্পাদক- সানির উল্লাহ, মহিলা সম্পাদক-মোছাঃ কনিকা, আপ্যায়ন সম্পাদক-কানিজ ফাতেমা, সমাজ কল্যান ও ত্রাণ সম্পাদক-মোঃ মিলন কবির, সদস্যরা মোঃ হোসেন মোক্তার, শফিকুল ইসলাম সাবু, আব্দুর রশিদ, মোঃ আব্দুল বাহেদ, ফজলুর রহমান, আব্দুল্লাহ আল মামুন, সিরাজ উল্লাহ, রাকিবুল হাসান সবুজ, সিদ্দীক শেখ ও আব্দুল আল মামুন।

শুক্রবার জ্যাকসন হাইটসবাসী জিয়াউর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী পালন করবে

৬৪ পৃষ্ঠার পর

করেছে। সভাপতি শাকিল মিয়া ও সাধারন সম্পাদক মোঃ আলম নবী এ দোয়া মাহফিলে সবাইকে অংশ নেবার জন্য আহবান জানিয়েছেন। অরাজনৈতিক সংগঠন 'জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী'র এই উদ্যোগের সাথে সমন্বয়কের কাজ করছেন দেওয়ান মনির, সারওয়ার খান বাবু, আবুল কাশেম ও আমানত হোসেন আমান।

পুরুষের প্রাণঘাতী প্রোস্টেট ক্যানসার লক্ষণ ও চিকিৎসা পদ্ধতি

২২ পৃষ্ঠার পর

গ্লিসন ইনডেক্স কী?

প্রোস্টেট ক্যানসার নিশ্চিত করার জন্য বায়োপসি করা হয়। এতে আক্রান্ত স্থানের টিস্যু সংগ্রহ করে রোগের লক্ষণ পরীক্ষা করা হয়। গ্লিসন স্কোর বা গ্লিসন ইনডেক্স হলো একটি গ্রেডিং পদ্ধতি, যেখানে মাইক্রোস্কোপের নিচে ক্যানসার কোষের গঠন দেখে এটি কতটা আগ্রাসী তা নির্ধারণ করা হয়। একজন প্যাথলজিস্ট প্রোস্টেট টিস্যু পরীক্ষা করে দুটি গ্লিসন গ্রেড দেন। প্রতিটি গ্রেড ১ থেকে ৫ পর্যন্ত, যেখানে ১ মানে হলো স্বাভাবিক কোষের কাছাকাছি এবং ৫ মানে সবচেয়ে অস্বাভাবিক।

এই দুটি গ্রেড যোগ করে গ্লিসন স্কোর নির্ধারণ করা হয়, যা ২ থেকে ১০ পর্যন্ত হয়ে থাকে। স্কোর ৯ বা ১০ মানে হলো খুবই আক্রমণাত্মক বা আগ্রাসী ধরনের ক্যানসার।

প্রোস্টেট ক্যানসারের লক্ষণ কী কী?

পুরুষের বয়স বৃদ্ধিকে প্রোস্টেট ক্যানসারের সবচেয়ে সাধারণ ঝুঁকির কারণ বলা হয়েছে।

- এই ক্যানসার হওয়ার কিছু লক্ষণের মধ্যে রয়েছে:
- ঘন ঘন প্রস্রাব করা
- প্রস্রাব করতে অসুবিধা হওয়া
- প্রস্রাবের সময় জ্বালাপোড়া
- বীর্য বা প্রস্রাবের সঙ্গে রক্ত আসা
- হাড়ে ব্যথা অনুভূত হওয়া, প্রোস্টেট ক্যানসার হাড়ে ছড়িয়ে পড়ার প্রবণতা বেশি।
- ওজন কমে যাওয়া।
- ইরেক্টাইল ডিসফাংশন বা যৌনশক্তি হ্রাস পাওয়া।

প্রোস্টেট ক্যানসার সনাক্তকরণ পদ্ধতি : পুরুষের প্রোস্টেট ক্যানসার নির্ণয়ের জন্য অনেকগুলো পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। রোগীর শারীরিক অবস্থা বা অন্যান্য লক্ষণগুলো পর্যবেক্ষণ করে চিকিৎসকরা রোগ নির্ণয়ের জন্য এর এক বা একাধিক পদ্ধতি ব্যবহার করেন।

১. প্রোস্টেট স্পেসিফিক এন্টিজেন টেস্ট (পিএসএ) : এটি একটি রক্ত পরীক্ষা, যেখানে রক্তে পিএসএ নামক একটি প্রোটিনের মাত্রা পরিমাপ করা হয়। পিএসএ'র মাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি হলে প্রোস্টেট ক্যান্সার, প্রোস্টেট ইনফেকশনের সম্ভাবনা থাকে। তবে পিএসএ উচ্চ হলে সবসময় ক্যান্সার বোঝায় না, তাই এটি একটি সূচকমাত্র।

২. ডিজিটাল রেক্টাল এক্সাম (ডিআরই) : চিকিৎসক পায়ুপথ দিয়ে আঙুল ঢুকিয়ে প্রোস্টেট গ্রন্থি স্পর্শ করে এর আকার, গঠন ও শক্ততা যাচাই করেন। যদি কোনো অস্বাভাবিকতা (চাকা, শক্ত অংশ ইত্যাদি) পাওয়া যায় তবে পরবর্তী পরীক্ষা

MD Golam Mostofa, ESQ.
NY State Attorney
LL. B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh.
Barrister-At-Law, London.
Attorney-At-Law, NY.

- Personal Injuries & Death Claims
- Car Accidents and Medical Mal Practice
- Divorce, Family Matters and Domestic Violence
- Real Estate and Business Closing
- Foreclosure proceedings
- Bankruptcy
- All Civil Matters
- Wills, Trust and Estate Planning
- All Criminal Matters
- All Immigration Matters

Address:
Queens: 148-45 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435
Long Island: 405 Elm Dr, Roslyn, NY 11576

Phone# 718-487-4873, Cell: 917-285-6247(Text) Email: abmostofa1@gmail.com

আমরাই একমাত্র
যারা সর্বোচ্চ সুবিধার
নির্ভরযোগ্য
নিশ্চয়তা
প্রদান করি

ZAM ZAM
TRAVEL US

আমাদের সার্ভিস সমূহ

- এয়ার টিকেটিং
- হজ্ প্যাকেজ
  সার্ভিস প্রোভাইডার
- হোটেল বুকিং
- ভিসা প্রোসেসিং
- ওমরাহ্ প্যাকেজ
  সার্ভিস প্রোভাইডার

ZAM ZAM TRAVEL US
in a Partnership with
إثراء الخير
ITHRAA ALKHAIR

কেন আমাদের সার্ভিস নিবেন ?

- ✓ বিশেষজ্ঞ দল
- ✓ যাচাইকৃত ভিসা চেকলিস্ট
- ✓ প্রিমিয়াম সহায়তা
- ✓ নিখুঁত ভিসা আবেদন পরিষেবা

এয়ার লাইন সমূহ

السعودية SAUDIA
QATAR AIRWAYS القطرية
Emirates
TURKISH AIRLINES

ঢাকা অফিস
+88 017 1133 6292
Tropical Mollah Tower
Shop no: 08 (4th Floor), Progoti Sharoni
Middle Badda, Dhaka 1212, Bangladesh

নিউইয়র্ক অফিস
+1 718 395 9697
37-15 73 Street (Suite-207),
Jackson Heights, NY-11372
zamzamtravelus

www.zamzamtravelus.com
zamzamtravelus@gmail.com

নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে আগামী মাসে সিদ্ধান্ত নেবেন নেইমার

৫২ পৃষ্ঠার পর

সুপারস্টার। থাকবেন নাকি চলে যাবেন, তা নিয়ে কোনো মন্তব্য করতেও রাজি নন তিনি। প্রশ্ন করা হলেই একই উত্তর দেন প্রতিবারই। এবারও তার ব্যতিক্রম হলো না। আগামী ১২ জুনের পরই নিজের ভবিষ্যৎ ঠিক করবেন বলে জানিয়েছেন নেইমার। সঙ্গে আবারো স্মরণ করে দিয়েছেন যতবারই জানতে চাওয়া হবে ততবারই একই উত্তর দেবেন তিনি।

পাঁচ মাসের চুক্তিতে ব্রাজিলিয়ান ক্লাবে আসা ফরোয়ার্ড বলেছেন, 'আমি এখনো জানি না। এ বিষয়ে আর কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে চাই না। ইতিমধ্যে বলেছি যে আমি জানি না। এর কারণ আমি এখনো চিন্তা করছি।' গতকাল প্রীতি ম্যাচে আরবি লাইপজিগের বিপক্ষে ৩-১ গোলে হারার পর এমনটি জানিয়েছেন নেইমার। ভবিষ্যৎ নিয়ে আগামী ১২ জুনের পর ভাববেন জানিয়ে তিনি বলেছেন, 'তিন দিনের ব্যবধানে আবার জিজ্ঞেস করার কোনো মানে নেই, কেননা উত্তর একই থাকবে। ১২ জুনের পরেই সিদ্ধান্ত নেব।' ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ সামনে রেখে ১২ জুন থেকে এক মাস ব্রাজিলের শীর্ষ লিগ বন্ধ থাকবে। এ সময়ই নেইমার সিদ্ধান্ত নেবেন প্রিয় ক্লাবে থাকবেন না ছেড়ে যাবেন। তবে শোনা যাচ্ছে আগামী ২০২৬ বিশ্বকাপ পর্যন্ত নেইমারকে রাখতে চায় সান্তোস।

হামজাদের ইউরোপীয় দলের বিপক্ষে খেলাতে চায় বাফুফে

৫২ পৃষ্ঠার পর

সহ-সভাপতি ইমরুল হাসান বলেন, '১-৯ সেপ্টেম্বর ফিফা উইন্ডোতে বাংলাদেশ ম্যাচ খেলবে এটা সিদ্ধান্ত হয়েছে। আমরা হোমেও খেলতে পারি আবার অ্যাওয়েতেও। যদি অ্যাওয়ে খেলি সেক্ষেত্রে আমাদের ইচ্ছে ইউরোপে বাংলাদেশ দলকে পাঠানোর। ইউরোপে খেললে দুটি ম্যাচ খেলার পরিকল্পনা রয়েছে।' সেপ্টেম্বরে একই সময়ে এএফসি অনূর্ধ্ব-২৩ এশিয়ান কাপ বাছাই খেলবে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২৩ দল। গতকাল মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত ড্রয়ে বাংলাদেশ পড়েছে 'সি' গ্রুপে। সেখানে তাদের প্রতিপক্ষ স্বাগতিক ভিয়েতনাম, সিঙ্গাপুর, ইয়েমেন। জাতীয় দলের অনেক ফুটবলারই অনূর্ধ্ব-২৩ পর্যায়ের। ফলে তারা দুই দলেই খেলার যোগ্য। তবে এ নিয়ে বিড়ম্বনা হবে না বলে জানালেন ইমরুল, 'আমাদের হাতে সময় রয়েছে। কোচিং স্টাফরা এই বিষয়গুলো আগামীতে কাজ করবে।' জুন উইন্ডোর পর আমরা এ নিয়ে কাজ করব।' ভুটান ও সিঙ্গাপুর ম্যাচের জন্য আজ হোটেলে ম্যানেজার আমের খানকে রিপোর্ট করবেন ফুটবলাররা। কাল থেকে জাতীয় স্টেডিয়ামে শুরু হবে প্রস্তুতি। বৃষ্টি অব্যাহত থাকলে জাতীয় স্টেডিয়ামের পরিবর্তে অন্যত্র চলবে প্র্যাকটিস। গোলরক্ষক কোচের ক্ষেত্রে নুরুজ্জামান নয়নের পরিবর্তে মিগেল আনহেল আনিদোকে দেখা যেতে পারে। জাতীয় দলের হয়ে এর আগে দুই বছর কাজ করেছেন তিনি।

বিসিবি সভাপতি হচ্ছেন বুলবুল!

৫২ পৃষ্ঠার পর

ইসলাম বুলবুলের পরিচালক পদ অনুমোদিত ও গ্রহণ করা হবে, সে সভায় আকরাম খানও উপস্থিত থাকবেন। বলে রাখা ভাল, যদিও আকরাম আজ আর আপন ছোট ভাই ফারুকের বিপক্ষে অনাস্থা জ্ঞাপন করা চিঠিতে স্বাক্ষর করেননি, তারপরও তিনি শুক্রবার যে সভায় ফারুকের বদলে বুলবুল নতুন সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হবেন, তাতে উপস্থিত থাকবেন।

বিসিবি সভাপতি ফারুকের মনোনয়ন বাতিল : সারাদিনই গুঞ্জন বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছিল, যেকোনো সময় পদত্যাগ করতে পারেন কিংবা সরিয়ে দেওয়া হতে পারে বিসিবি সভাপতি ফারুক আহমেদকে। যদিও যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়ার স্পষ্ট বার্তা সত্ত্বেও ফারুক আহমেদ বিকেল নাগাদ বলেছিলেন, তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করবেন না।

কিন্তু পরিস্থিতির নাটকীয় মোড় নেয়, সন্ধ্যা নাগাদ বিসিবির আটজন পরিচালক ফারুক আহমেদের নামে অনাস্থা প্রস্তাব করায়। যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা বরাবর লেখা এক চিঠিতে ১০ পরিচালকের আটজনই স্বাক্ষর করেন। এরপরই অনেকটা নিশ্চিত হয়ে যায়, ফারুক আহমেদ আর স্বপদে বহাল থাকতে পারছেন না। অবশেষে আজ রাতেই সরকারের পক্ষ থেকে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়েছে, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের (এনএসসি) কোটায় পরিচালক থেকে মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে ফারুক আহমেদের। এনএসসি কোটায় পরিচালক না থাকলে অটোমেটিক বিসিবি সভাপতি পদেও তার থাকতে পারার কথা নয়। বিসিবি গঠনতন্ত্র অনুযায়ী, পরিচালকদের মধ্য থেকে একজনকে সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। গত বছর ৫ আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে সরকার পরিবর্তনের পর বিসিবিতেও পরিবর্তন আনা হয়।

আটলান্টিক সিটির মেয়র প্রার্থীর বারবিকিউ পার্টি

৩ পৃষ্ঠার পর

সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও বিভিন্ন কমিউনিটির সর্বস্তরের লোকজন এই বারবিকিউ পার্টিতে অংশগ্রহণ করেন। বারবিকিউ পার্টিতে অংশগ্রহণের জন্য কমিউনিটির সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন আয়োজকরা।

আমেরিকায় ঈদুল আজহা ৬ জুন শুক্রবার

১ পৃষ্ঠার পর

ঘোষণা দিয়েছে। সাধারণত চাঁদ দেখা সাপেক্ষে সৌদি আরবের সঙ্গে মিল রেখে উত্তর আমেরিকায়ও পবিত্র ঈদুল আজহা উদযাপিত হয়। সে হিসাবে ৬ জুন শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রসহ উত্তর আমেরিকায় ঈদ উদযাপনের যাবতীয় প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে। বিভিন্ন মসজিদে নামাজের সময়সূচি ইতোমধ্যে নির্ধারিত হয়েছে।

বিশ্বের যেকোন দেশে ভ্রমণের জন্য
একমাত্র আমরাই দিচ্ছি সর্বনিম্ন মূল্যের নিশ্চয়তা।
আমরা ওমরার প্যাকেজ করে থাকি
আমাদের প্যাকেজ বিবরণ
ওমরা ভিসা
এয়ার টিকেট
১ দিন মক্কায় ট্যুর
১ দিন মদিনা ট্যুর
মক্কা থেকে মদিনা গাড়িতে
এয়ারপোর্ট থেকে হোটেল (4 Star Hotel with Breakfast.)
মদিনার হোটেল থেকে এয়ারপোর্ট ড্রপ অফ (একজন বাংলাদেশী মোয়াল্লেম মক্কা ও মদিনা)
* হজের পর পরই ওমরাহ পুরোদমে শুরু হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ
* শুধুমাত্র গ্রুপ প্যাকেজের জন্য প্রযোজ্য।
NAFS TRAVEL INC.
SANU SHEAK (SANA)
Cell: 347-537-7657
Email: nafstravel@gmail.com
www.nafstravel.com
NAFS TRAVEL
37-59 74th Street, Jackson Heights, NY 11372
(Inside Mollika electronics next to CITI Bank)

Amader Service.com
Your Trusted Service Partner
আমাদের সেবাসমূহ
ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট
১. ইভেন্ট ডেকোরেশন
২. ফুড সাপ্লাই
৩. ফটোগ্রাফী
৪. ভিডিওগ্রাফী
হোম সার্ভিস
১. ফার্নিচার সেটআপ
২. ইলেক্ট্রিক্যাল
৩. প্লাম্বিং
৪. রিপিয়ারিং (কনস্ট্রাকশন)
৫. সার্ভিলেন্স ক্যামেরা
অফিস এ্যাডভাইজারী
১. ভিসা প্রসেসিং
২. পাসপোর্ট রিনুয়াল
৩. যেকোন ধরণের ইমিগ্রেশন ফরম
৪. ডিএমভি সার্ভিস
৫. ইবিটি, ফুড স্ট্যাম্প, রেন্টাল এসিস্ট্যান্ট
৬. হোম কেয়ার
এছাড়াও আমরা বাংলাদেশে বাড়ি, প্লট, জমি ক্রয়-বিক্রয় করে থাকি এবং আপনার বিল্ডিং ম্যানেজমেন্ট এর দায়িত্ব নিয়ে থাকি।
Get all services you need in one place from professional expart, at home!
এ্যাপসটি ডাউনলোড করে আপনার মোবাইল থেকে সরাসরি অর্ডার করুন।
GET IT ON Google Play
GET IT ON App Store
CONTACT
+1 917 519 1151, +1 929 569 9350, +1 347 659 8410
www.amaderservice.com

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয় ও ভাড়া
kw LANDMARK II
KELLERWILLIAMS. REALTY
লাইসেন্স বিহীন কোন ব্যক্তির সহযোগিতায় বাড়ি ক্রয়, বিক্রয় করে প্রতারিত হবেন না, আমরা বিনামূল্যে বাড়ি সংক্রান্ত যেকোন বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি।
বিঃদ্রঃ আপনি যদি রিয়েল এস্টেট জব করতে চান আপনাকে ১০০% সহযোগিতা করা হবে।
Md. Alamgir Hossain
Associate Broker
75-35 31st Ave, Suite 202
East Elmhurst, NY 11370
Cell : 347-774-6432
Office : 347-846-1200
Email: mdahossain@kw.com
মোঃ আলমগীর হোসেন
লাইসেন্স এসোসিয়েট ব্রোকার
যোগাযোগ:৩৪৭-৭৭৪-৬৪৩২

Empire Care Agency
NURUL AZIM CEO
Ph: 516-451-3748
POWERED BY
GOLDEN AGE HOME CARE
PRESENTS
STAR FURNITURE
TITLE SPONSOR
917-282-9256
SOUND BY: SOUND GEAR
ওজনপার্ক
পথ মেলা ২০২৫
উপস্থাপনায়: সোনিয়া
নৃত্য শিল্পী: শিমরান খান
MUSICIANS
আয়োজনেঃ
World Bangla Music
M. N. Zaman
President & CEO
917-348-0449
GOLD SPONSOR
আবদুল কাদের মিয়া
Cheif Guests: Shah Nawaz MBA, CEO, Shah Nawaz Group
M.M Shaheen, Former MP & CEO, Thikana
Special Guest: Giash Ahmed, Renowned Businessman, Istiak Rome
মেলা উদ্বোধন করবেন Engr. Mohammad A. Khalek
SUNDAY, JUNE 1, 2025 TIME: -11.00 AM-9.00PM
82ND STREET & 101TH AVENUE, OZONE PARK
PROGRAM COMMITTEE
CONVENER
Liton Chowdhury
917-214-6508
CHIEF COORDINATOR
Matabur Rahaman
MEMBER SECRETARY
M. N. Zaman
917-348-0449
JOINT CONVENER
Md Mohiuddin Mohi
COORDINATOR
Md Tuhin, 347-256-9254
JOINT MEMBER SECRETARY
Khairul Islam Khokon
KHAIRUL ISLAM (KHOKUN)
President
347-682-2256
KHALED RAHMAN
Vice President
347-863-9385
HELALUR RAHMAN
Secratary
917-442-1481
OUR PROWD SPONSORS
347-393-8504
718-374-3225
718-848-5555
এমিয়েবল ফার্মেসি
AMIABLE PHARMACY
718-827-7528
MOHAMMED ZAFAR ULLAH
M. Raju
Community Organize
718-757-3247
FOR STALL BOOKING CONTACT:
917-348-0449, 347-256-9254, 917-214-6508, 347-672-2258
FOR SPONSOR CONTACT:
Md Tuhin, Cultural Activist
347-256-9254

বিদেশি শিক্ষার্থীদের ভিসা বাতিলের হুমকি

৬২ পৃষ্ঠার পর

বেরিয়ে যান, তাহলে আপনাদের শিক্ষার্থী ভিসা বাতিল হতে পারে। আপনারা ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্রে ভিসা পাওয়ার অযোগ্য হয়ে পড়তে পারেন। সমস্যা এড়াতে আপনার ভিসার শর্তগুলো মেনে চলুন এবং শিক্ষার্থী পরিচয় বজায় রাখুন।

গণ-অভ্যুত্থানগুলোর পরিণতি হতাশাজনক

১০ পৃষ্ঠার পর

মানুষ অংশ নিলেও আন্দোলনের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ কোনো রাজনৈতিক দল, সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে নেতৃত্বের আশপাশে ঘেঁষতে দেয়নি। তাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল ষড়যন্ত্রে মোড়া অথচ আন্দোলনে সর্বাধিক ত্যাগ স্বীকার করা সাধারণ আন্দোলনকারীদের মত ও পথের পার্থক্য দেখা গেছে আকাশ-পাতাল ব্যবধানতুল্য।

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের নামকরণে জাতিকে উজ্জীবিত করেছিল বটে। তবে সেটা কেবলই কোটা বৈষম্যবিরোধী ছিল। সামাজিক বৈষম্যবিরোধী ছিল না। এমনকি তারা বলেওনি সামাজিক বৈষম্যের কথা। বরং তাদের অবস্থান ছিল জন-আকাঙ্ক্ষার ঠিক বিপরীত। ক্ষমতা বদলে যে সরকার বর্তমানে ক্ষমতায় আসীন। আমাদের সংবিধানে এমন সরকার গঠনের কোনো সাংবিধানিক বৈধতা নেই। উচ্চ আদালতের নির্দেশনায় সরকার ক্ষমতায় এসেছে।

অন্তর্বর্তী এই সরকারের প্রধান কাজটি হচ্ছে একটি নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর। অথচ গত প্রায় ১০ মাসে তার কোনো লক্ষণ দেখা যায়নি। নির্বাহী বা রুটিন কাজের বাইরে এই সরকারের অপ্রত্যক্ষ মদদে রাজনৈতিক দল গঠনে আমরা হতবাক হয়েছি। হতবাক হয়েছি দেশের ভূমি-বন্দর বিদেশিদের কাছে তুলে দেওয়ার আত্মঘাতী সিদ্ধান্তের বিষয়েও। ইতিমধ্যে দেশের প্রায় সব রাজনৈতিক দল ও দেশবাসী সরকারের এখতিয়ারবহির্ভূত এসব সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। কোন এখতিয়ারে তারা এখতিয়ারবহির্ভূত একের পর এক সিদ্ধান্ত নিয়ে ক্রমেই অজনপ্রিয় সরকারে পরিণত হয়ে পড়ছে। নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের মুখোশ ইতিমধ্যে উন্মোচিত হয়ে পড়েছে।

এটা তো স্বীকার করতেই হবে, সেনাবাহিনী যদি বিগত সরকারপ্রধানের নির্দেশ পালন করত, তবে জুলাই অভ্যুত্থানের পরিণতি সফল হতে পারত না। সেনাবাহিনী সরকারের নির্দেশ অমান্য করার ফলেই জুলাই গণ-অভ্যুত্থান সফল হতে পেরেছে। ঠিক ঊনসত্তর ও নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থানের ধারাবাহিক। তিনটি অভ্যুত্থান সফল হয়েছে কেবল জনগণের অভ্যুত্থানের ফলে নয়; সেনাবাহিনীর ভূমিকার কারণেই। তারা বিদ্যমান ব্যবস্থাকে অক্ষুণ্ন রাখার অভিপ্রায়েই জনগণের অভ্যুত্থানকে ক্ষমতার হাতবদলে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করেছে। সামাজিক বিপ্লব যাতে ঘটতে না পারে, সেই চেষ্টা যেমন বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলগুলো, সুশীল সমাজ, এনজিও, রাষ্ট্রের দুই আমলাতন্ত্র-সবাই সামাজিক বিপ্লববিরোধী তো বটেই। তারা সংস্কারের মাধ্যমে বিদ্যমান ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার পক্ষে ঐক্যবদ্ধ বলেই তিন তিনটি গণ- অভ্যুত্থান প্রকৃতই সাফল্য লাভ করতে পারেনি। এটা যেমন দুঃখজনক, তেমনি হতাশাজনকও বটে।

ঊনসত্তর ও নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থানের সঙ্গে ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানের মৌলিক পার্থক্য মোটা দাগে স্পষ্ট। ৫ আগস্টের পর দেশজুড়ে মব আয়োজনের মহোৎসব চলছে। চলেছে বিগত সরকারের সংশ্লিষ্টতার অজুহাতে শিল্পকারখানায় আগুন দিয়ে, ভাঙচুর করে বন্ধ করে দেওয়া। এতে অগণিত শ্রমিক বেকারে পরিণত হয়েছেন। নিজ ছাত্রদের দ্বারা শিক্ষকদের লাঞ্ছিত ও প্রতিষ্ঠান থেকে বলপূর্বক বের করে দেওয়ার মতো অজস্র ঘটনা ঘটেছে।

দেশে আইনশৃঙ্খলার চরম অবনতি এবং মানুষের জানমালের নিরাপত্তা দেওয়ার রাষ্ট্রীয় বাহিনীর কাউকে এগিয়ে আসতে দেখা যায়নি। সন্ত্রাসের জনপদে পরিণত হয়েছে দেশ। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার এমন অমানবতা অতীতে দেখা যায়নি। তাই ঊনসত্তর ও নব্বইয়ের অভ্যুত্থানের সঙ্গে ২০২৪-এর গণ- অভ্যুত্থানের মৌলিক পার্থক্য স্পষ্ট রূপে দৃশ্যমান।

লেখক: নির্বাহী সম্পাদক, নতুন দিগন্ত।

ভোগ-উপভোগে নাকাল চেতনা

৭ পৃষ্ঠার পর

করে বলেন, দেশ বড় দুরবস্থার ভেতরে আছে। আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ হওয়ার পর দেশকে অস্থিতিশীল করার জন্য তারা সবরকম চেষ্টা করছে। এ থেকে দেশকে রক্ষা করতে হবে। প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন, বিভাজন থেকে উদ্ধার পেতে হবে এবং ঐকমত্য থাকতে হবে। সবাই একসঙ্গে বসাতে তিনি মনে সাহস পেয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন, সুষ্ঠু নির্বাচন না করতে পারলে তিনি অপরাধী অনুভব করবেন। তবে নির্বাচন ও সংস্কার নিয়ে স্পষ্ট কোনো ডেটলাইন বা রোডম্যাপ দেননি প্রধান উপদেষ্টা। বরাবরের মতোই এ বছরের ডিসেম্বর অথবা আগামী বছরের জুনের মধ্যে নির্বাচনের কথা বলেছেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এতে করে ঝামেলা কি মিটল? নাকি ভবিষ্যতে আরও বড় জটিলতা তৈরি হবে অভ্যুত্থানের অংশীজনদের মধ্যে?

গত রোববার ঢাকায় এক আলোচনা সভায় লন্ডন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। সেখানে অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে অবাধ ও নিরপেক্ষ জাতীয় নির্বাচন দেখার প্রত্যাশার কথা জানান তিনি। তারেক রহমান বলেন, 'সরকার অবশ্যই জনগণের ন্যায্য দাবি মানতে বাধ্য। এখানে সরকারের মান-অভিমান বা রাগ-বিরাগের কোনো সুযোগ নেই। হোক নির্বাচিত, অন্তর্বর্তী বা অস্থায়ী সরকার হোক, নাগরিকদের গঠনমূলক সমালোচনা জারি রাখতে হবে। দেশের জনগণ সরকারের করুণার পাত্র নয়।' তিনি বলেন, 'শনিবার প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বিএনপির প্রতিনিধিদলের বৈঠক হয়েছে। বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টাকে বিএনপি আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা পুনর্ব্যক্ত করেছে।'

এ থেকে স্পষ্ট, সরকার নির্বাচনী রোডম্যাপ না দিলেও বিএনপি ডেটলাইন ঘোষণা করেছে। দেশের প্রধান রাজনৈতিক দল হিসেবে দাবি আদায়ে প্রয়োজনে রাজপথে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছে। এ কথায় অনেকে বিএনপির সক্ষমতা নিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে থাকে। তবে গত ১৭ বছরে বিএনপির আত্মত্যাগকে ভুলে গেলে চলবে না। শীর্ষ নেতৃত্বের কারাবাস, নির্বাসন যে কোনো সময়ের চেয়ে নিষ্ঠুরতাকে হার মানিয়েছে। কোটি কোটি নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে লাখ লাখ মামলা, হাজার হাজার খুন, কয়েকশ গুমের ঘটনাও দমাতে পারেনি বিএনপিকে। দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামে তাওয়া গরম করেছে তারা। একপর্যায়ে সেখানে রুটি ভাজতে সফল হয়েছে ছাত্র-জনতা। এখন তো যে কেউ রাস্তা অবরোধ করতে পারে। সেখানে রাষ্ট্র পরিচালনা ও স্বৈরাচার-ফ্যাসিস্টবিরোধী আন্দোলনে দক্ষ বিএনপির রাজপথে সমস্যা হবে বলে মনে হয় না। আওয়ামী দুঃশাসনের মতো আন্দোলন দমনে অন্তর্বর্তী সরকার নিশ্চয়ই অমানবিক হবে না। এরই মধ্যে বিক্ষোভ দমনে বৈষম্যের বদনাম কুড়িয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার।

এদিকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা না পেলেও দেশের কোথাও কোথাও বিএনপির নেতাকর্মীরা ক্ষমতা উপভোগ করছে বলে অভিযোগ উঠেছে। প্রায় চার হাজার নেতাকর্মীকে শাস্তি দিয়েও দখল এবং চাঁদাবাজি থেকে তাদের পুরোপুরি নিবৃত্ত করতে পারেনি বিএনপি। এসব দেখে প্রতিদ্বন্দ্বীরা ক্ষমতালোভী বলে তাদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটানোর সুযোগ পাচ্ছে। সাধারণ মানুষ ভাবছে, এখনই এরকম! ক্ষমতায় গেলে কী করবে? এজন্যই বুঝি দ্রুত নির্বাচন চায়। অথচ দেড় দশক ধরে মানুষ ভোট দিতে পারেনি বলেই ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। শুধু বিএনপি নয়, দেশবাসীর জন্য নির্বাচন জরুরি। তবে সুষ্ঠু ভোট হলে বিএনপি ক্ষমতায় যাবে বলে একটা ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। সে কারণেও অনেকে গোলমাল হতে পারে। কিন্তু জনগণের পছন্দ জানতে চাইলে নির্বাচনের বিকল্প নেই। নির্বাচন ছাড়া নিজ নিজ স্বার্থে গণদাবি প্রচারণা বেশি দিন টেকে না। এখন সব দলই নিজেদের কথাকে জনগণের দাবি বলে চালিয়ে দিচ্ছে।

১০ মাসের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে জনমনে বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে। সংস্কার, বিচার, নির্বাচন... কীসে তাদের অগ্রাধিকার? কোনোটাই দৃশ্যমান হয়নি। উপরন্তু আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, স্থবির অর্থনীতি, সামাজিক-সাংস্কৃতিক অঙ্গনের অনভ্যাসে সরকারের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন দানা বাঁধছে। এমনকি দুর্চিকিৎসার অভাবে বিদপানে আত্মহত্যার চেষ্টা করছে জুলাই আন্দোলনের মৃত্যুঞ্জয়ী সৈনিকরা।

এমন পরিস্থিতিতে চব্বিশের চেতনা বলে শুধু মুখে ফেনা তুললে হবে না। বৈষম্যহীন রাষ্ট্র গঠনের নমুনা না দেখায় সন্দেহ বাড়ছে সব শ্রেণি-পেশার মানুষের মাঝে। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ভূলুণ্ঠিত করে দেশজুড়ে অনাচার করায় পালাতে বাধ্য হয়েছে আওয়ামী লীগ। দলটি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও একাত্তর স্বমহিমায় ফিরেছে সাধারণ মানুষের কাছে। এটা দেখে অন্তত অভ্যুত্থানের কৃতিত্ব নিয়ে কাড়াকাড়ি এবং জুলাই চেতনা নিয়ে বাড়াবাড়ি থেকে নিবৃত্ত থাকা উচিত সব পক্ষের।

লেখক: হেড অব নিউজ, আরটিভি।

ব্রঙ্কসে পুলিশ অফিসার নাসিরের ওপর হামলা

৬২ পৃষ্ঠার পর

ঘটনায় পুলিশ, প্রশাসন এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, দুই মুখোশধারী ব্যক্তি হঠাৎ করেই নাসির চৌধুরীকে আক্রমণ করে। এক হামলাকারী তার গলায় ছুরি ধরে রাখে, অন্যজন তার পকেট তল্লাশি করে। এ সময় ঘটনাস্থলের পাশে থাকা আবর্জনার স্তূপে তাকে ফেলে দিয়ে নির্দয়ভাবে মারধর করে। এতে তার মুখমণ্ডলে মারাত্মক আঘাত লাগে, চোখের সকেট ভেঙে যায় এবং গালের হাড় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অভিযুক্তরা ওই কর্মকর্তার ব্যক্তিগত অস্ত্র পিস্তল ছিনিয়ে নিয়ে যায়। এ সময় তারা তার ক্রেডিট কার্ডও নিয়ে যায়।

জানা গেছে, ২৭ মে মঙ্গলবার নাসির চৌধুরীর সফল সার্জারি সম্পন্ন হয়েছে।

জানা গেছে, অভিযুক্ত আর্ভিওন হারগ্রোভ তার মায়ের সঙ্গে নিউ ইয়র্ক থেকে পালিয়ে ভার্জিনিয়ায় বন্ধুর বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। সেখানে পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে সে আত্মসমর্পণ না করে পালানোর চেষ্টা করে। পুলিশের কুকুর পাঠানো হলে, সে কুকুরটিকে ঘুষি মারার চেষ্টা করে এবং কুকুরটি পাল্টা আক্রমণ করে। পরে তাকে আহত অবস্থায় গ্রেফতার করা হয়। হারগ্রোভের বিরুদ্ধে আগের ১৩টি মামলা রয়েছে। সর্বশেষ গত বছরের ৪ ডিসেম্বর ব্রঙ্কসে একটি অস্ত্র বহনের মামলায় সে গ্রেফতার হয়েছিল।

ব্রুকলিনের চার্চ অ্যাভিনিউতে উদ্বোধন বাঙালি-অ্যারাবিয়ান রেস্টুরেন্ট

৬২ পৃষ্ঠার পর

রেস্টুরেন্টের। এখানে পাওয়া যাবে ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ ও ডিনারসহ নানা ধরনের মুখরোচক খাবার। রেস্টুরেন্টটির উদ্যোক্তা সুরুজ আহমেদ জানান, এখানে প্রায় ৬০ ধরনের মেনু রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের বিরিয়ানি, কাবাব, শর্মা, মানসাফ, হমুস, ফালাফেলসহ আরও অনেক আরাবিয়ান স্পেশাল ডিশ। তাছাড়াও রয়েছে বোরহানী, লাচ্ছি ও স্যুপের মত স্বাস্থ্যসম্মত পানীয় এবং মুখরোচক আইটেম।

উদ্বোধনী আয়োজনে স্থানীয় কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ, ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা এবং বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ অংশ নেন। সবাই এশথু ইয়েলং-এর স্বাদ নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং রেস্টুরেন্টটির সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের জন্য শুভকামনা জানান।

কমিউনিটির সবার অংশগ্রহণে নতুন এই রেস্টুরেন্টটি শুধু মাত্র খাবারের গন্তব্যই নয়, বরং সংস্কৃতির সংযোগস্থল হিসেবেও ব্রুকলিনবাসীর হৃদয়ে স্থান করে নেবে এমন আশাবাদ ব্যক্ত করেন উপস্থিত অতিথিরা।

৪ ম্যাচ পর মিয়ামিকে জয় উপহার সুয়ারেজ-মেসির

৫২ পৃষ্ঠার পর

তিন মিনিট পর মন্ট্রিয়ালের জর্জ ক্যাম্পবেলের ভুলে বল পেয়ে সুয়ারেজ আবারও জালে বল জড়ান এবং মিয়ামিকে ৩-০ ব্যবধানে এগিয়ে দেন।

৭৪ মিনিটে মন্ট্রিয়ালের হয়ে গোল করেন দাভে নিলি। এটি ছিল মৌসুমে তার দ্বিতীয় গোল। এতে ব্যবধান নেমে আসে ৩-১ এ। ৮৭ মিনিটে মেসি নিজের দ্বিতীয় গোল করে মন্ট্রিয়ালের প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা শেষ করে দেন। সুয়ারেজের নিখুঁত ক্রসে কাছ থেকে গোল করেন মেসি। আর্জেন্টাইন বিশ্বকাপজয়ী তারকার প্রথম গোলটি আসে ম্যাচের ২৭ মিনিটে।

ম্যাচ শেষে কোচ মাচেরানো যেমন মেসির প্রশংসা করেন, তেমনি সুয়ারেজকেও আলাদা করে প্রশংসায় ভাসান।

মাচেরানো বলেন, 'লুইসের ব্যাপারে আমি খুব খুশি। তার ক্যারিয়ারে বহু গোল আছে। মাঝেমধ্যে গোল না পাওয়া তার জন্য অস্বাভাবিক মনে হতে পারে। কিন্তু লুইসের আরেকটি দিক আছে তা সে পরিশ্রম করে, প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি নিয়ে খেলে এবং কখনও হাল ছেড়ে দেয় না। এসবই দলের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। আশা করি, তারা এই ধারাটা ধরে রাখতে পারবে।'

মন্ট্রিয়ালের দ্বিতীয় গোলটি আসে অতিরিক্ত সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে। ফার্নান্দো আলভারেজ ও দাভে নিলির অ্যাসিস্টে গোলটি করেন ভিক্টর লোপুরি।

তবে এই জয়ে কিছুটা মূল্যও দিতে হয় মিয়ামিকে। আগে থেকেই মিডফিল্ডার ইয়ানিক ব্রাইটকে ছাড়া খেলছিল মেসিরা। এবার প্রথমার্ধেই ইনজুরির কারণে তিন মূল খেলোয়াড় জর্দি আলবা, গনজালো লুহান ও অমান আভিলেস মাঠ ছাড়তে বাধ্য হন।

নির্মাতা চাইলে 'জিয়া' চরিত্রেও অভিনয় করতে প্রস্তুত শুভ!

৪৬ পৃষ্ঠার পর

বলা হয়, তিনি সেটি করবেন।

এ সময় নিজেকে রাজনীতির একেবারেই বাইরের একজন মানুষ দাবি করেন শুভ।

এ বিষয়ে শুভ বলেন, "নির্বাচনে যেতে চাইলে তো মনোনয়নপত্র কিনতে হতো। আমি কি সেটা করেছি? নির্বাচনে দাঁড়াতে হলে তো রাজনৈতিক কার্যক্রমে অংশ নিতে হয়। আপনি আমাকে কখনো দেখেছেন তেমন কিছু করতে? যখনই 'মুজিব' করলাম, তখন থেকেই নানা গুজব আমি নাকি এমপি হচ্ছি, এক টাকা পারিশ্রমিক নিয়েছি সুবিধা পাওয়ার জন্য। অথচ বাস্তবে এমন কিছু ঘটেছে কি? 'মুজিব' করে আমি যদি কোনো বিশেষ সুবিধা নিয়ে থাকি, আপনি অনুসন্ধান করে প্রমাণসহ সবাইকে জানান। আর এই ছবি করার অনেক আগেই স্পষ্ট করে বলেছি, আমি কখনও রাজনীতিতে জড়াবো না। এটি আমার সচেতন এবং ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। কেউ চাইলে সেই বক্তব্যের রেকর্ডও খুঁজে পাবেন। রাজনীতি আমার পথ নয়, আমি শুধু অভিনয়টা বুঝি, আর সেটা নিয়েই থাকতে চাই।'

আগামীতে যদি আপনাকে জিয়াউর রহমানের বায়োপিকে অভিনয় করতে বলা হয়, করবেন? এমন প্রশ্নে আরিফিন শুভ বলছেন, 'বেন কিংসলে মহাত্মা গান্ধীর চরিত্র করেছেন, মরগান ফ্রিম্যান আর ইদ্রিস এলবা নেলসন ম্যান্ডেলার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। তার মানে কি তারা ওই গোষ্ঠীর প্রতিনিধি হয়ে গেছেন? তাহলে আমার ক্ষেত্রে এ প্রশ্নটাই বা আসে কেন? আমি একজন অভিনেতা। আমার কাজ চরিত্রে ঢুকে সেই চরিত্রকে সত্য করে তোলা। আমাকে যেকোনও চরিত্রে পরিচালক যোগ্য মনে করলে, আমি বরাবরই প্রস্তুত।'

'মুজিব' সিনেমায় অভিনয়ের জন্য এক টাকা পারিশ্রমিক নিয়েছেন তিনি। তা নিয়েও আছে সমালোচনা।

এ প্রসঙ্গে আরিফিন শুভ বলেন, "শ্রমের মূল্য একজন মানুষ নিজেই নির্ধারণ করেন। এটাই কি স্বাভাবিক নয়? আপনি কি আপনার বেতন নিজে ঠিক করেন না? বলেন তো, এত টাকার কম হলে আমি এখানে জয়েন করবো না, সেটা কি অপরাধ? আমি যদি ১০০ টাকায় সিনেমা করি, আর 'মুজিব' করতে ১০ হাজার টাকা নিই- তাহলে সমালোচনার জায়গা ছিল। তখনই সমালোচনা করতে পারতেন। কিন্তু আমি তো উল্টোটা করেছি। পারিশ্রমিক নিইনি। টাকা না নিয়ে চুরি-ডাকাতি করিনি, দেশের ক্ষতি করিনি। আর হ্যাঁ, এটা প্রথম না। কাজের ক্ষেত্রে টাকাকে আমি কখনও সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিইনি। আমার কাছে গুরুত্ব পায় টিম, গল্প এসবই। সবশেষে 'উনিশ ২০'র কথাই ধরুন, যে অঙ্কে চুক্তি হয়েছিল, পুরোটা নেইনি। কেন নেইনি, সেটা চাইলে প্রযোজকের কাছে জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে পারেন।"

আরিফিন শুভ পূর্বাচলে রাজউকের জমি পেয়েছিলেন। পরে সেই প্লট বাতিল করা হয়। এ বিষয়ে শুভ বলেন, "এক টাকার পারিশ্রমিক আর পূর্বাচলের জমি এই দুটোকে এক সুতায় গেঁথে যে গল্পটা ছড়ানো হয়েছে, সেটা যতটা মুখরোচক, বাস্তবতা থেকে তা ঠিক ততটাই দূরে। ফেসবুকে তো যেকোনও কিছু বলা যায়, সেখানে প্রমাণ লাগে না, দায় নিতে হয় না। কিন্তু বাস্তবে তো জবাবদিহি আছে। আমি কি প্রথম শিল্পী, যে রাজউকের জমি পেয়েছি? 'শিল্পী' কোটায় আগেও ১৫১ জন প্লট পেয়েছেন। তাদের মধ্যে তো কেউ 'মুজিব'-এ ছিলেন না, কেউ এক টাকা পারিশ্রমিক নেননি। তাহলে তারা কীভাবে পেলেন? আমি যেভাবে নিয়ম মেনে আবেদন করেছি, সরকার নির্ধারিত অর্থ জমা দিয়েছি, বাকিরাও ঠিক একইভাবে পেয়েছেন। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে গল্পটা আলাদা করে বলা হচ্ছে, যেন এই দুটি ঘটনা (সিনেমা আর জমি) একে অন্যের বিনিময়। আসলে যারা এ ধরনের গুজব ছড়াচ্ছে, তাদের উদ্দেশ্য তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন তোলা নয়, জনমনে বিভ্রান্তি তৈরি করা। আর আমরা জানি, বিভ্রান্তি তৈরির জন্য সত্যের চেয়ে মুখরোচক গল্পই বেশি কাজে দেয়।"

বলা প্রয়োজন, ঈদুল আজহায় মুক্তি পাচ্ছে আরিফিন শুভ অভিনীত 'নীলচক্র'। এছাড়া মুক্তির অপেক্ষায় আছে তার 'নূর', 'সাহস', 'জ্যাজ সিটি' ও 'ঠিকানা বাংলাদেশ'।

জ্যাকসন হাইটস ও জ্যামাইকায় দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে প্রবাসিদের নিম্নবর্ণিত সার্ভিস গুলি সাফল্যের সাথে সেবা দিয়ে আসছে

TRANS GLOBAL REAL ESTATE & GLOBAL TAX AND FINANCIAL SERVICES

রিয়েল স্টেট ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস

FLORIDA- ফ্লোরিডায়
জমি ও বাড়ীর মালিক হওয়ার অপূর্ব সুযোগ
Please Call: 929-391-6274
For further inquiry
Jackson Height Office:
37-18-74th Street, 2nd Floor,
Jackson Height, NY 11372
Phone: 718-779-7600
Jamaica, Hollis Office:
184-02 Hillside Ave, 1st Floor,
Jamaica, NY 11432
Phone: 718-779-7600

TAX Services
ট্যাক্স সার্ভিসেস
25 YEARS EXPERIENCED
Please Call:
718 581 6081
347 392 4312
718 779 7600
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
TAX FILING, FAST REFUND
REASONABLE FEES!

REAL ESTATE Services
রিয়েল স্টেট সার্ভিসেস
Global Tax and Financial Services
Year round Tax, Immigration, Real Estate & Multi Services

Cell: 718-581-6081, 718-779-7600
Email: rahmangfs@yahoo.com
Maksudur Rahman
I.R.S Registered Tax Preparer

আপনি জানেন কি?
পরীক্ষা ও আবেদন ফি ছাড়া আমেরিকার নাগরিকত্ব লাভের সুযোগ রয়েছে। এছাড়া অন্যান্য ইমিগ্রেশন ফরম ও আবেদন ফি ছাড়া আবেদন করার সুযোগ আছে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন।

ব্যাথার যন্ত্রনায় ভুগছেন ? আর কোন চিন্তা নয়!

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রেই আছে ২০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ফিজিক্যাল থেরাপির বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান!

প্লাস ফিজিক্যাল থেরাপি পিসি

PLUS PHYSICAL THERAPY PC

40-16 74th street Elmhurst, NY 11373

আমরা অভিজ্ঞ মহিলা থেরাপিস্ট দ্বারা যত্নসহকারে মহিলা এবং পুরুষ রোগীদের ১০০ শতাংশ সেবা দিয়ে থাকি।

যে কোন ধরনের ব্যাথা নিরাময়ের জন্য আমাদের এখানে এসে সম্পূর্ণ সুস্থ ও নিরাময় বোধ করুন।

বিস্তারিত জানতে কল করুন

তাহেরা রহমান : ৬৪৬-৮৭২-৯৭৬৮

Starling Car Service LLC

Best Choice for your trip

একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

- 24 Hours Service
- Experienced & Professional Driver
- Affordable Price
- Airport Service
- Long Distance - Short Distance Hourly Service
- Special Occasions Service
- Wheelchair Available
- Corporate Transporation

Please Contact:
Md. Kamroul Hasan
President & CEO
718-612-8825

2115 Starling Ave
2nd Fl, Bronx
NY 10462
Tel: 718-612-8825
914-294-1845
Email: starlingcarservice@gmail.com

We arrange **Base Letter & Base Affiliate**

BOUTIQUE STORE FOR SALE

বুটিক স্টোর বিক্রি হবে!!

জ্যাকসন হাইটস এর প্রান কেন্দ্র ১০০% ব্যবসায়িক ও অভিজাত এলাকা ৭৪ স্ট্রিটের উপর সম্পুর্ণ চালু অবস্থায় বুটিক শপ মালিকের ব্যক্তিগত অসুবিধা ও অপারগতার কারনে বিক্রি করা হবে আগ্রহী ক্রেতারা যোগাযোগ করুন

Store-1

Store-2

মোট ২ টি স্টোরের যে কোন একটি ক্রেতার পছন্দ অনুযায়ি বিক্রি করা হবে ২ টি স্টোরই অত্যন্ত লাভজনক প্রতিষ্ঠান।

বিস্তারিত জানতে কল করুন

Cell: 646-250-5204

অধ্যাপক ইউনূসের পদত্যাগের কথা কেন উঠেছিল

১২ পৃষ্ঠার পর

তা-ই কি? এ রকম দেখেছি, প্রধান উপদেষ্টা ডিসেম্বরের কথা বললেও সেই দিনে কিংবা এক দিন পর কোনো কোনো উপদেষ্টা জুনের কথা বলেছেন। কেন? এখন সেনাবাহিনীর স্টাফপ্রধান জেনারেল ওয়াকার বলেছেন, ডিসেম্বরের মধ্যেই জাতীয় নির্বাচন দেওয়া উচিত। ব্যাপারটা কেমন হয়ে গেল না? সেনাপ্রধান বলেছেন, কিন্তু সরকার বলছে না। এটার ব্যাখ্যা কী? প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস কি খুব ভালো আছেন? জানতে ইচ্ছা করে!

এই মানুষটিকে আমি অনেক বছর আগে দেখেছি। খুব ঝামেলা পছন্দ করেন না। ঝামেলা এড়িয়ে যেতে চান। এড়িয়ে থাকতে চান। প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের এক ঘনিষ্ঠ সহচরকে আমি বলেছিলাম, আপনারা তো রাজনীতিবিদদের সঙ্গে কথা বলতে চান না। কিন্তু শাসন ব্যাপারটাই রাজনীতি। অরাজনৈতিকভাবে দেশ শাসন করা যায় না। আমি কি স্যারকে জিজ্ঞাসা করতে পারি, 'আপনি আসলে কী ভাবছেন? হুলুস্থুল লেগে গেছে। দেশের মধ্যে খবর ছড়িয়ে পড়েছে, আপনি পদত্যাগ চান। যদিও আপনি তা করেননি। তাহলে এ কথা বাজারে এল কেন?' অনেক প্রশ্ন তৈরি হয়েছে নির্বাচন নিয়ে। কিন্তু তারপরও প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের পদত্যাগ কেউ চাননি। গতকাল উপদেষ্টা পরিষদের অনির্ধারিত এক বৈঠক শেষে পরিকল্পনা উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেছেন, 'প্রধান উপদেষ্টা আমাদের সঙ্গে থাকছেন। উনি বলেননি উনি পদত্যাগ করবেন।' প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার জন্য যখন তিনি প্যারিসে অস্ত্রোপচার শেষে দেশে এসেছিলেন, তখন ঢাকা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছিলেন, '(হাসতে হাসতে) আমার কথা শুনতে হবে। না হলে আমি আবার ফিরে চলে যাব।' এ রকম কথা আমি পরেও তাঁকে বলতে শুনেছি। একরাতে শুনলাম, বিদেশি টেলিভিশনে তিনি বলছেন, 'আমি তো এখানে একটা ডিউটি করতে এসেছি। আমার কাজ শেষ হবে, তখন আমি আবার আমার আগের কাজে ফিরে যাব।' মাঝেমধ্যেই মনে প্রশ্ন জাগত যে এখনকার সর্বময় দায়িত্ব কি তিনি উপভোগ করেন না? মূল কিছু সংস্কারের ব্যাপারে তিনি তো খুবই আন্তরিক ছিলেন। রাজনীতি তিনি পছন্দ করেন না। এটা তাঁর সব থেকে বড় ঘাটতি এই ক্ষেত্রে। তিনি যদি সত্যিই সরে যেতে চেয়ে থাকেন, তা কী কারণে?

স্যার, সময় আপনাকে একটা ঐতিহাসিক দায়িত্ব দিয়েছে। আপনার মতো মানুষ এই দায়িত্ব ফেলে চলে যেতে পারেন না। যা করতে চেয়েছেন সবই করতে পারবেন, এ রকম কি হয়? কিন্তু ন্যূনতম প্রয়োজন বা ন্যূনতম যা করা যায়, তা আপনি নিশ্চয়ই করবেন। সে জন্যই তো আপনি নোবেল লরিয়েট অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। যদি বাস্তব দেখে বলি, আপনি ডিসেম্বরে নির্বাচন টার্গেট করতে পারেন। এর মধ্যে যতটুকু সংস্কার করা যায়, তা করেন। রাজনৈতিক দলগুলোকে ডাকেন। আপনার সক্ষমতা এবং সীমাবদ্ধতার কথা তাদের বলেন। তাদের মাধ্যমে দেশবাসীকে জানান। এখনো বাংলাদেশের মানুষ আপনাকে ভালোবাসে।

লেখক : সভাপতি, নাগরিক ঐক্য।

সমাবেশটি আগের মতো ছুটির দিনেও হতে পারতো

১০ পৃষ্ঠার পর

মহাসমাবেশ তো হলোই। দিনটি ছিল শনিবার।

হ্যাঁ, সবার স্মরণে থাকার কথা। বিএনপি তখন ভোটের অধিকার রক্ষা ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের দাবিতে সরকার পতনের এক দফার আন্দোলন শুরু করেছিল দেশজুড়ে। রাজধানীতে একের পর এক মহাসমাবেশের ডাক দিয়ে যাচ্ছিল। সেসব কর্মসূচি থাকত হয় শুক্রবার, নয়তো শনিবার।

২০২৩ সালের ১২ জুলাই, ২৭ জুলাই, ২৮ অক্টোবর এবং এরপর ১০ ডিসেম্বর-এসব তারিখে আয়োজিত প্রতিটি মহাসমাবেশে রাজনৈতিক জোয়ার ফিরে পেয়েছিল বিএনপি। এসব তারিখের প্রতিটি দিন ছিল শুক্রবার বা শনিবার। পাঠক, পুরোনো ক্যালেন্ডার ধরে তারিখ ঘেঁটে দেখতে পারেন। ফ্যাসিবাদী সরকারের চাপ ছাড়াও সাপ্তাহিক ছুটির দিনে কর্মসূচি ফেলার বিএনপির একটি উদ্দেশ্য ছিল সমাবেশে দলীয় নেতা-কর্মী ছাড়াও সর্বস্তরের মানুষকে সম্পৃক্ত করা, অফিস বা ব্যবসার ব্যস্ততা ছাড়াই ছুটির দিনে সবাই যেন সমাবেশে যোগ দিতে পারেন; সেই সঙ্গে কর্মদিবসে সমাবেশের আয়োজন করে মানুষকে দুর্ভোগের মুখে না ফেলা। বিএনপি মনে করেছিল, কর্মদিবসে কর্মসূচি করলে তারা সাধারণ মানুষের সহানুভূতি হারাতে পারে। তা ছাড়া আওয়ামী লীগের কাছেও সেটি হতো তখন রাজনৈতিক প্রচারণার হাতিয়ার। সে সময় আওয়ামী লীগের শীর্ষ পর্যায়ের নেতাদের বক্তব্যগুলো খেয়াল করলেও সেটি স্পষ্ট হয়।

এখন রাজনৈতিক সভা-সমাবেশ আয়োজনে কোনো বাধানিষেধ নেই; কিন্তু বিএনপি রাজনৈতিক সংস্কৃতির যে সুন্দর চর্চা তৈরি করেছিল, সেটি থেকে কেন বিচ্যুত হলো? এ মুহূর্তে দেশের সবচেয়ে বড় দল হিসেবে বিএনপি যদি এই চর্চা অব্যাহত রাখত, বাকি দলগুলোর মধ্যেও বিষয়টি অনুসরণীয় হতো নিঃসন্দেহে। রাজনৈতিক দলগুলোরই তো সবচেয়ে বেশি উপলব্ধি করার কথা-মানুষকে দুর্ভোগে ফেলে তো আসলে রাজনীতি হয় না। মানুষও সেই রাজনীতি কখনো পছন্দ করে না।

রাজনৈতিক সভা-সমাবেশ করা যেকোনো রাজনৈতিক দলের অধিকার। সংবিধানেও সেই অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। তবে সেখানে জনশৃঙ্খলা ও জনস্বাস্থ্যের স্বার্থের বিষয়টি বিবেচনায় রাখার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ জন্য কর্মসূচির আগে প্রশাসন বা পুলিশ থেকে অনুমতি নেওয়ারও একটি নিয়ম আছে। সরকার নিজে থেকে বাধা তৈরি না করলে সাধারণত সেই অনুমতি খুব একটা সমস্যা হয় না কারও।

আর আমরা এ-ও চাই না, সরকার বা পুলিশ কোনো রাজনৈতিক দলের কর্মসূচির আয়োজনে বাধা দেবে বা অনুমতি দেবে না; কিন্তু জনশৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে তারা চাইলে কর্মদিবসে বড় সভা-সমাবেশ করতে রাজনৈতিক দলগুলোকে নিরুৎসাহিত করতে পারে। আর রাজনৈতিক দলগুলো তো বলেই থাকে, তারা রাজনীতি করে মানুষের কল্যাণের স্বার্থে। তো, তারাও কেন কর্মদিবসের ক্ষেত্রে বড় কর্মসূচির ঘোষণা করতে সেই বিবেচনা করবে না?

রাফসান গালিব: প্রথম আলোর সম্পাদকীয় সহকারী।

ঘরে-বাইরে সর্বত্র ইঁদুরের দাপট

৫ পৃষ্ঠার পর

নিশ্চিতভাবে বলা চলে, ১৫ দিনের এমনসব ঘটনা ঘটলে যাতে আবদুল হামিদ ইন্দু গুহামার হারাবে। আর এরই মধ্যে অনেকটা হারিয়েছেও বলে অনেকেরই ধারণা। বানররাতে সবদণ্ডকে কারিনা মনে হলেও সকালে জরিনা মনে হওয়ার রসিকতার মতো। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, সাবেক রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদের বিরুদ্ধে কিশোরগঞ্জ সদর থানায় গত ১৪ জানুয়ারি একটি মামলা হয়েছে। এ মামলায় ১২৪ জনের নাম উল্লেখ করা আছে। সেখানে এক নম্বর আসামি শেখ হাসিনা, দ্বিতীয় আসামি শেখ রেহানা এবং আসামির তালিকার তৃতীয় আবদুল হামিদ। এরই মধ্যে এ মামলায় ১১ জন এজাহারভুক্ত আসামি এবং ১৩ জন সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এদিকে ১০ মে পিলে চমকানো খবর প্রকাশিত হয়েছে দৈনিক কালবেলায়। রাফসান জানির করা বিশেষ এ রিপোর্টে বলা হয়েছে, "সাবেক রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদের বিদেশ যাওয়া ঠেকাতে তিন মাস আগে পুলিশের বিশেষ শাখায় (এসবি) আবেদন করেছিল কিশোরগঞ্জ জেলা পুলিশ। একই সঙ্গে জানানো হয়েছিল ঢাকা মহানগর পুলিশকেও (ডিএমপি)। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর কিশোরগঞ্জের 'হাই প্রোফাইল' আসামিদের তালিকা করে জানুয়ারির শেষদিকে এসবির রাজনৈতিক শাখায় আবেদনটি পাঠানো হয়। এ তালিকায় আবদুল হামিদের নাম ছিল ৩৯ নম্বরে।" একই রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, 'আবদুল হামিদ দেশ ছেড়ে যাওয়ার বিষয়ে বিমানবন্দরের ইমিগ্রেশন পুলিশ একটি সাধারণ ডায়েরি করেছে। এতে বলা হয়েছে, টিজি ৩৪০ ফ্লাইটে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে ব্যাংকক যান আবদুল হামিদ। তিনি ভিআইপি টার্মিনাল দিয়ে ইমিগ্রেশন সম্পন্ন করেন।' জিডিতে বলা হয়েছে, 'আবদুল হামিদ ভিআইপি টার্মিনালে আসার পর এসি ইমিগ্রেশনকে জানানো হয়। তিনি জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (এনএসআই) ও ডিরেক্টরেট জেনারেল অব ফোর্সেস ইন্টেলিজেন্সকে (ডিজিএফআই) জানান। এনএসআইয়ের সহকারী পরিচালক সানাউল্লাহ নুরী ও ডিজিএফআইর জিএসও-১ উইং কমান্ডার ফয়সাল অনাপত্তি দেন। এনএসআই ও ডিজিএফ থেকে পাওয়া অনাপত্তির বিষয়টি এসি ইমিগ্রেশন এসএস ইমিগ্রেশন (অপারেশন), অ্যাডিশনাল ডিআইজি ইমিগ্রেশন ও ডিআইজি ইমিগ্রেশনকে জানানো হয়। অ্যাডিশনাল ডিআইজি ইমিগ্রেশন এসবি চিফের রেফারেন্সে এসি ইমিগ্রেশনকে আবদুল হামিদের ইমিগ্রেশন সম্পন্ন করার নির্দেশ দেন।

লেখক: জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক।

সভাপতি রাসেল ও মশিউর সাধারণ সম্পাদক পদে বিজয়ী

১ পৃষ্ঠার পর

আয়োজিত এই নির্বাচনে ৫ জন নির্বাচন কমিশনারের মধ্যে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্বে ছিলেন এ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী। কমিশনের ৪ জন সদস্য ছিলেন এম. মজিবুর রহমান, রেজা রশিদ, আব্দুর রহিম হাওলাদার ও আমেনা নেওয়াজ। সন্ধ্যা থেকে নির্বাচন কার্যক্রম শুরু হয়ে চলে রাত ১০টা পর্যন্ত। এর পর শুরু হয় ভোট গণনা। রাত প্রায় ১২টায় ফলাফল ঘোষণা করা হয়। এবারের নির্বাচনে নিউইয়র্ক বাংলাদেশি-আমেরিকান সাকজ ক্লাব'র ২০২৫-২০২৬ কার্যকরী পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন জেএফএম রাসেল, তিনি সর্বমোট ভোট পেয়েছেন ৭৩টি। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি এস এম আলম ৫৫ ভোট। সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন মো: মশিউর রহমান মজুমদার। তিনি মোট ভোট পেয়েছেন ৯৪টি। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি আহমেদ সোহেল পেয়েছেন ৩৪ ভোট। মামুন রানা তপন এবারের ভোটে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় ট্রেজারার নির্বাচিত হয়েছেন। ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট হয়েছেন একেএম আব্দুর রশিদ। তার প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা ৭৯টি।

দুই জন ভাইস প্রেসিডেন্ট হলেন যথাক্রমে হাশিম আব্দুল্লা (কামরুল মজুমদার) ও মো: রুহুল আমিন। কামরুল মজুমদারের মোট প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা ৬০টি এবং রুহুল আমিন পেয়েছেন ৯২টি ভোট। এবারে ভোটারগণ ১১জন ডিরেক্টর নির্বাচন করেছেন। তাদের নাম ও প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা যথাক্রমে এটিএম হেলালুর রহমান ৮৮, এএসএম উদ্দিন (পিন্টু) ১০০, জেইজি ইয়াসমিন ৭৩, কামরুল হাসান ৬৯, মোহাম্মদ এ জামান ৬৬, মোহাম্মদ হোসেন জাকির ৫৮, মোহাম্মদ এ কাশেম ৫৩, মো: জেড রহমান (আকাশ রহমান) ৪৬, মো: মফিজুর রহমান, জেটি ৭৫, মোহাম্মদ আহসানুল হক (বাবুল) ৫১ ও মো: মনিরুল ইসলাম ৬৫। নির্বাচনে উপস্থিত ছিলেন লায়ন ডিস্ট্রিক্ট ২০-২আর এর গভর্নর (ইলেক্ট) আসেক বারী টুটুল ও সেকেন্ড ভাইস-গভর্নর শাহ নেওয়াজ। উভয়েই বিজয়ীদের অভিনন্দন জানান।

ম্যানহাটনে কনজেশন প্রাইজিং বহালের পক্ষে আদালতের রায়

১ পৃষ্ঠার পর

লিমান এক আদেশে যুক্তরাষ্ট্রের পরিবহন বিভাগকে নিউইয়র্ক স্টেটের জন্য বরাদ্দ করা ফেডারেল তহবিল আটকে দেওয়ার যেকোনো ধরনের পদক্ষেপ থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। এই আদেশ অনুযায়ী আগামী ৯ জুন পর্যন্ত একটি অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা কার্যকর থাকবে। যা এমটিএ এবং নিউইয়র্ক স্টেটকে টোল কার্যক্রম চালু রাখতে সহায়তা করবে।

এমটিএ'র চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী জানো লাইবার বলেন, এই আদেশ নিউইয়র্কবাসীর জন্য বড় সুখবর। যানজট নিরসনমূলক টোল চালু থাকায় আমরা গণপরিবহনে ব্যবস্থার উন্নয়নে এগিয়ে যেতে পারছি। বিচারক স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, ফেডারেল সরকার কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারবে না যাতে রাজ্যকে বাধ্য করা হয় এই কর্মসূচি বন্ধ করতে। এর আগে যুক্তরাষ্ট্রের পরিবহন সচিব শন ডাফি হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, ২১ মের মধ্যে টোল কার্যক্রম বন্ধ না করলে নিউইয়র্কের জন্য বরাদ্দকৃত পরিবহন খাতের তহবিল আটকে দেওয়া হতে পারে। নিউইয়র্ক রাজ্যের গভর্নর ক্যাথি হোচুল এই রায়কে 'একটি বিশাল বিজয়' হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন, নিউইয়র্ক তার নিজস্ব সড়ক ব্যবস্থাপনা ও যান চলাচলের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্ণ অধিকার রাখে। এই কর্মসূচি রাস্তায় যানজট হ্রাস, পরিষ্কার বাতাস নিশ্চিত করা এবং গণপরিবহন খাতে বিনিয়োগ করার জন্য সঠিক পথ। তিনি আরও বলেন, টোল ক্যামেরাগুলো চালু রয়েছে এবং যানজট নিরসনমূলক টোল ব্যবস্থা চালু থাকবে। আদালতের আদেশ আমাদের অবস্থানকে আরও জোরালো করেছে। উল্লেখ্য, গত ৫ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হওয়া এই ব্যবস্থার আওতায়, ম্যানহাটনের ৬০তম সড়কের দক্ষিণে প্রবেশকারী যানবাহনের জন্য ন্যূনতম ৯ ডলার হারে টোল ধার্য করা হয়েছে।

KARNAFULLY TRAVEL INC. (Approved Travel Agent)

IATA arc Approved

দীর্ঘ দেড় যুগের বেশী
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

কর্ণফুলি ট্রাভেল

আই এন সি.

Airlines Partners : ALL MAJOR AIRLINES Including Local Domestic Tickets

সৌদি হজ্ব মন্ত্রণালয় অনুমোদিত
উমরাহ্ ট্রাভেল এজেন্ট

প্যাকেজঃ হজ্ব ভিসা ও উমরাহ্ ভিসা

আমাদের সুবিধা

নিজস্ব অফিস থেকে সরাসরি ARC এর মাধ্যমে যেকোন এয়ারলাইন্স এর টিকেট ইস্যু করে থাকি। অফিস সপ্তাহে ৭ দিন খোলা সকাল ১০:০০টা – রাত ১০:০০টা। তুলনামূলকভাবে বছরের যেকোনো সময় অত্যন্ত কমমূল্যে টিকেট প্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়।

উমরাহ ভিসা আমাদের অফিস থেকে সরাসরি প্রসেস করা হয়। নিজস্ব হোটেলের মাধ্যমে প্রতি বছর দুই থেকে আড়াই হাজার ওমরা হাজীদের যাবতীয় সেবা দিয়ে থাকি।

718 205 6050, 718 205 6055, 917 691 7721

371673 Street. Suite 201 FR. Jackson Heights NY 11372

E-mail : karnafullytravel@yahoo.com, msalim@karnafullytravel.com

Web: www.karnafullytravel.com

ভারতীয় পরিবারটি বরফে যেভাবে চাপা পড়ে

৩ পৃষ্ঠার পর

সুপারিশ করেছিলেন। মানব পাচারকারী গ্রুপের গাড়ী চালককে সাড়ে ৬ বছরের জেল দেওয়া হয়েছে। জেলা জজ জন টানস্টেইন বলেন, 'তাদের এই অপরাধ অনেক দিক থেকে অকল্পনীয়, কারণ এর ফলে দুই শিশুসহ চারজনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে।'

ফিনকল মাইকেল ম্যাকব্রাইড লিখেছেন, 'হিমশীতল বাতাস' থেকে শিশু ধর্মিকের মুখ রক্ষা করার চেষ্টার সময় তার বাবা মারা যান। তার ১১ বছরের বোন বিহাঙ্গি বুট এবং গ্লাভস পরেছিলেন। যা তার সাথে ভালভাবে খাপ খায়নি। অবশেষে ঠান্ডায় সেও এক সময় মারা যায়। তাদের মা কাছের একটি শিকলের পিছনে পড়ে মারা গিয়েছিলেন। নিকটবর্তী আবহাওয়া কেন্দ্রে সেদিন সকালে মাইনাস ৩৬ ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপমাত্রার অনুভূতি রেকর্ড করেছিল। ভিকটিম ৩৯ বছর বয়সী জগদীশ; তাঁর স্ত্রী বৈশালীবেন, যিনি ৩০-এর মাঝামাঝি ছিলেন; তাঁর ১১ বছরের মেয়ে বিহাঙ্গি; এবং তাঁর ৩ বছরের ছেলে ধর্মিক হিমশীতল ঠান্ডায় মারা যান। কানাডার রয়্যাল পুলিশ মাউন্টেড ১৯ জানুয়ারী ২০২২-এ ম্যানিটোবা এবং মিনেসোটা সীমান্তের ঠিক উত্তরে তার মৃতদেহ খুঁজে পায়। দন্ডাদেশের আগে আইনজীবী টমাস লিনেনওয়েবার আদালতকে বলেছিলেন যে, প্যাটেল তাকে নির্দোষ বলে দাবি করেছিলেন। কিন্তু আদালতে লিসা কার্কপ্যাট্রিক বলেন যে, প্যাটেল তার নিজের লোভের কারণে আমেরিকায় উন্নত জীবনের স্বপ্ন দেখিয়ে অভিবাসীদের স্বপ্ন গুড়িয়ে দিয়েছিলেন। আসামি হিসেবে কমলা রঙের ইউনিফর্ম পরিহিত এবং বিবাহিত প্যাটেল আদালতে দোষ অস্বীকার করেন। সাজা ঘোষণার সময় তিনি কোনও দৃশ্যমান আবেগ দেখাননি। এই ঘটনায় ভারতীয় একটি পরিবারের জীবনের অবসান হলো। বিচারক মিনেসোটার উত্তর-পশ্চিমে কার্টন ফলস শহরের ফেডারেল ট্রাইব্যুনালে এই সাজা জারি করেন। যেখানে গত নভেম্বরে দু'জনকে চারটি করে অভিযোগের জন্য বিচার ও দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। প্রসিকিউটররা বিচার চলাকালীন বলেছিলেন যে, প্যাটেল একজন ভারতীয় নাগরিক। যিনি অন্যের মতে 'ডার্টি হ্যারি' উপনাম ব্যবহার করেছিলেন এবং শ্যান্ড, ফ্লোরিডার একজন আমেরিকান নাগরিক। একটি পরিকল্পিত অবৈধ অভিযানের অংশ ছিল যা ভারত থেকে কয়েক ডজন লোককে স্টুডেন্ট ভিসায় কানাডায় নিয়ে এসেছিল এবং তারপর সেখান থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্ত দিয়ে পাচার করেছিল এই চক্রটি। এটি করতে তাদের দীর্ঘ চেইন জড়িত ছিল। স্থানীয় গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, এই দম্পতি স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। অনেক গ্রামবাসী উন্নত জীবনের আশা নিয়ে বিদেশে চলে গেছে। সেখানকার অনেক বাড়ি খালি পড়ে আছে। প্যাটেল কখনও কোনও অনুশোচনা দেখাননি। এমনকি আজও তিনি 'ডার্টি হ্যারি' হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করে চলেছেন। যিনি চোরাচালানের এই দুঃসাহসিক অভিযানে শ্যান্ডের সাথে অবৈধ কাজে জড়িত ছিলেন।

ড. জিয়াউদ্দীন হায়দারকে ভার্জিনিয়ায় সংবর্ধনা

৩ পৃষ্ঠার পর

বিএনপির ৩১ দফার ওপর বক্তব্য রাখেন। ড. জিয়াউদ্দীন হায়দার বলেন, শেখ হাসিনার পতনের পেছনে প্রবাসীদের অবদান অনস্বীকার্য। গত ১৪ বছরে শেখ হাসিনার শাসনতন্ত্র জনগণের গলা চেপে ধরেছিল। প্রবাসীদের কন্ট্রিবিউশন না থাকলে শেখ হাসিনা পালিয়ে যেত না। তিনি বলেন, তারেক রহমান অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলেন বিএনপির রাজনীতিকে জ্ঞান নির্ভর করতে হবে। বিএনপির ভিশন ২০৩০ ডকুমেন্টারিতে বিএনপির ভবিষ্যৎ রাজনীতি সম্পর্কে সকল নির্দেশনা দেওয়া আছে। তুহিন ইসলাম ও সৈয়দ সালেহ মুনসুর গরপের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন নয়ন বাঙালি, ইঞ্জিনিয়ার জাকির হোসেন, মিয়া মজনু, মহিউদ্দিন আনসার, ডাক্তার নাদিম, ইঞ্জিনিয়ার শামিম, জাহিদ খান, দেলোয়ার আহমেদ, শামসুদ্দিন আহমেদ, কবিতা দেলোয়ার ও কামরুন কনা। অনুষ্ঠানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জাহিদ খান। উল্লেখ্য, বিএনপির নবনিযুক্ত উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য ড.জিয়াউদ্দীন হায়দার একজন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এবং উন্নয়ন ব্যক্তিত্ব হিসেবে এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে টেকসই স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও টেকসই উন্নয়নে জিয়া হায়দার কাজ করেছেন। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি কমিশনের সঙ্গেও কাজ করেছেন। এরপর বিশ্ব ব্যাংকের সিনিয়র স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিশেষজ্ঞ হিসেবে অবসর গ্রহণ করে রাজনীতিতে সক্রিয় হন। এছাড়াও পরমাণু শক্তি কমিশন সহ খ্যাতনামা কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি অধ্যাপনা করেছেন।

পাচার হওয়া সম্পদ ফেরাতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা চেয়েছে বাংলাদেশ

৩ পৃষ্ঠার পর

এবং পারস্পরিক বিশ্বাসযোগ্যতার স্বার্থে এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সম্মিলিত রাজনৈতিক সদিচ্ছার আহ্বান জানান।

রাষ্ট্রদূত চৌধুরী স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উত্তরণের জন্য প্রক্রিয়াধীন দেশসমূহের জন্য বর্তমানে বিদ্যমান বিশেষ সুবিধাগুলি দীর্ঘায়িত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, এই সুবিধাগুলো আকস্মিকভাবে প্রত্যাহার না করে ধাপে ধাপে তুলে নেওয়া উচিত যাতে উত্তরণ প্রক্রিয়া টেকসই ও অপরিবর্তনীয় হয়। তিনি উন্নয়নশীল দেশগুলোর নিজস্ব সম্পদ আহরণ এবং গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক নাগরিক সেবা নিশ্চিত করতে 'সোশ্যাল বিজনেস' বা সামাজিক উদ্যোগের গুরুত্ব তুলে ধরেন। রাষ্ট্রদূত বলেন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, খাদ্য নিরাপত্তা এবং নবায়নযোগ্য শক্তির মতো খাতে এই ধরনের উদ্যোগ ইতিবাচক ও গুণগত পরিবর্তন আনতে সক্ষম। যুবসমাজকে উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রধানতম শক্তি হিসেবে উল্লেখ করে রাষ্ট্রদূত তরুণদেরকে উন্নয়ন কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দুতে রাখার প্রতি গুরুত্ব দেন। তিনি তারুণ্যের সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগাতে শিক্ষা ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসহ উদীয়মান প্রযুক্তিখাতে দক্ষতা অর্জনে অধিকতর বিনিয়োগের আহ্বান জানান। রাষ্ট্রদূত চৌধুরী উন্নয়নশীল দেশসমূহের মধ্যে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি ন্যায়সঙ্গত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক "তিন শূন্যের" বিশ্ব গঠনের প্রতি বাংলাদেশের পরিপূর্ণ সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেন।

ফিলাডেলফিয়ায় বিএডিভির বৈশাখী উৎসব অনুষ্ঠিত

৩ পৃষ্ঠার পর

আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি এবং প্রাপ্তবয়স্কদের পরিবেশনা। উৎসবের সূচনা হয় শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার মাধ্যমে। যেখানে ছোট অংশগ্রহণকারীরা তাঁদের সৃজনশীলতা ও কল্পনাশক্তির প্রকাশ ঘটায়। শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার এই পর্বে বিচারক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন ড. মোহাম্মদ শাহিদুল্লাহ এবং চিত্র শিল্পী সাজেদা শেলি। অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল "আমার জেলা সবার সেরা" শিরোনামের অঞ্চলভিত্তিক উপস্থাপনা। যেখানে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ঐতিহ্য, পোশাক ও সংস্কৃতির বিভিন্ন রূপ ফুটে ওঠে। এই পর্বটি উপস্থাপনায় ছিলেন সহ-সভাপতি সোয়েব আহমেদ। উৎসবে পেনসিলভানিয়া গভর্নরের সেক্রেটারি অব পলিসি প্ল্যানিং আকবর হোসেন গভর্নরের পক্ষ থেকে একটি ঘোষণা পাঠ করেন। এসময় ফিলাডেলফিয়া সিটি কাউন্সিল উইমেন ড. নিনা আহমেদ শহরের মেয়রের পক্ষ থেকেও আরেকটি ঘোষণা পাঠ করেন। পরে তারা ঘোষণা পত্রটি সংগঠনের সভাপতি ফারহানা আফরোজ পাপিয়ার কাছে হস্তান্তর করেন। সাংস্কৃতিক সম্পাদক শাহিদা আফরোজের স্বাগত বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে শুরু হয় মূল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় অংশ নেন খ্যাতিমান সংগীতশিল্পী শাহ মাহবুব এবং ক্লোজ-আপ তারকা শশী। এছাড়া অনুষ্ঠানে ছিল ইন্টারঅ্যাকটিভ গেমস, প্রাপ্তবয়স্কদের অংশগ্রহণে প্রাণচঞ্চল পরিবেশনা। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন মুনমুন কুরেশী, সাদিয়া নিশাত আহমেদ। রাজিয়া সুলতানা তানিয়ার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত চুড়ি, আলতা ও টিপ-এর স্টলটি ছিল নারীদের বিশেষ আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। আয়োজক সংগঠনের সভাপতি ফারহানা আফরোজ পাপিয়া জানান, বিএডিভি প্রবাসে বেড়ে ওঠা প্রজন্মের মাঝে বাঙালি সংস্কৃতি, শিল্প ও ঐতিহ্যকে ছড়িয়ে দিতে বদ্ধপরিকর এবং এই উৎসব তারই সফল বহিঃপ্রকাশ। অনুষ্ঠানের শেষপর্বে বক্তব্য রাখেন বিএডিভি-এর সহ-সভাপতি সোয়েব আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক মিনহাজ সিদ্দিকী। পুরো অনুষ্ঠানটির বিভিন্ন পর্যায়ের সঞ্চালনায় ছিলেন মাহজেবা বিনতে জাবের, রুমানা আলম, সামিয়া সুলতানা শান্ত।

ওয়াকার-তারেক ও ভারত একপথে!

১ পৃষ্ঠার পর

হবে। সাধারণত বাংলাদেশে নির্বাচন ডিসেম্বর কিংবা জানুয়ারি মাসে হয়ে থাকে। ফলে জুনকে ভোটের মাস হিসাবে ঘোষণা করায় সন্দেহ দানা বাঁধছে। তবে বিএনপির নেতারা ড.ইউনূসের পদত্যাগ চায় না। শুধু তাড়াতাড়ি নির্বাচন দাবি করে আসছে। নির্বাচন যখনই হোক তার একটা রোডম্যাপ থাকতে হবে। রোডম্যাপ কিংবা তফসিল কিংবা ভোটের তারিখ না দিয়া সন্দেহজনক। সেনাপ্রধান ওয়াকার-উজ-জামান অফিসার্স অ্যাড্রেসে ডিসেম্বরের মধ্যে ভোট চাইলেন। তারপরই ইউনূসের অভিমান। তার বাসভবন যমুনার সামনে ইশরাকের লোকেরা অবস্থান করছে কেনো? উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে ক্ষোভ ঝাড়লেন ড. ইউনূস। এই পরিস্থিতিতে আপনাদের কিছু করার আছে কি-না জানান। কয়েকদিন পর আবার উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক। অন্তত চারজন উপদেষ্টা বললেন, নির্বাচনের রোডম্যাপ দিন, সব ঠিক হয়ে যাবে। ড. ইউনূস নির্বিকার। কঠিন হয়ে বসে থাকলেন। যেন তিনি কিছুই বোঝেন না! বাংলাদেশ রীতিমত জ্বলছে। রাজপথে বিএনপি বিক্ষোভ করছে। নগরভবনে উত্তাল। নগর ভবনে তালা দিয়ে দিয়েছে ইশরাকের সমর্থকরা। কিন্তু অবশেষে সরকারের মানুষের মত জানান নগরে গেলেন। দেশের অভ্যন্তরের সংকট নিরসনে তিনি উদ্যোগী হলে না। প্রশ্ন হলো, নগরে আগুন লাগলে দেবালয় কি অক্ষত থাকে। উত্তাপ কি যমুনায় যাবে না? বিএনপি'র তারুণ্যের সমাবেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ সমবেত হয়েছেন। সমাবেশে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন দিতে হবে। ডিসেম্বরে মানে নির্বাচন হবে। সেনাপ্রধান ও বিএনপির এক সুর। ইউনূসের রাজনৈতিক শক্তি নেই। তবুও কেন তিনি একগুঁয়ে হাড় সার।

নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ নিয়ে সরকারের ব্যাপারে ইতোমধ্যে রাজনৈতিক দলগুলোর একটা সন্দেহ তৈরি হয়েছে। ক্রমেই সন্দেহের জালগুলো বিস্তৃতলাভ করছে। আবার সরকারও ভেতরে ভেতরে একটি দলকে প্রতিপক্ষ ভাবছে। এর মধ্যে বিএনপি নির্বাচনের সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ নিয়ে এখন কঠোর অবস্থান নিয়েছে। দলটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান তার স্পষ্ট সমাবেশে থেকে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, নির্বাচন ডিসেম্বরেই দিতে হবে। বিপরীতে প্রধান উপদেষ্টা বলে আসছেন ডিসেম্বর থেকে জুনের মধ্যে নির্বাচন দেবেন। জাপান সফররত প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস দুঃসম্ভাবিত একধাপ এগিয়ে বলেন, ডিসেম্বরে নির্বাচন চাই বলে জানাচ্ছে একটি দল। তিনি বলেন, তারপরে এখন কী হবে? আমরা তো বলি-সব দলটি ডিসেম্বরে নির্বাচন চাচ্ছে, সেটি এ মুহূর্তে সর্ববৃহৎ দল বিএনপি। আবার ডিসেম্বরে নির্বাচন দিলে জামায়াত তো আপত্তি করবে বলে মনে হয় না। ফলে বিষয়টাকে সরকারের খাটো করে দেখা উচিত হবে না। জাতীয় নির্বাচনের সময় নির্ধারণ নিয়ে দশ কয়েক মাস ধরে রাজনীতির মাঠে একরকম সরগরম। প্রতিটি দলই সরকারের কাছে নির্বাচনের রোডম্যাপ চাইছে। এর মধ্যে কোনো কোনো দল নির্বাচনের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে চায় সংস্কার ও বিচারের ওপর। বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় দেশে এখন সবচেয়ে শক্তিশালী দল বিএনপি। এর পরে রয়েছে জামায়াত। ভোটের মাঠে পরিচিত না হলেও গণ-অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দেওয়া বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রতিকল্প থেকে সৃষ্টি হওয়া নতুন রাজনৈতিক দল জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) এখন বেশ আলোচনায়। দলটির নেতারা ইতোমধ্যে বক্তৃতা, বিবৃতি, টকশোসহ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বলতে শুরু করেছেন-জনগণ বিকল্প হিসেবে তাদেরই বেছে নেবে। অথচ বিএনপির অনেক নেতা কিছুদিন থেকে বলে আসছেন এনসিপি সরকারি দল। অন্তর্বর্তী সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় দলটি প্রশাসনসহ বিভিন্ন জায়গায় প্রভাব বিস্তার করছে। দুই দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা প্রতিদিন একে-অপরের বিরুদ্ধে কথা বলছেন।

এ অবস্থায় দিন যত যাচ্ছে, তত বিএনপির সঙ্গে এনসিপির বিরোধ বাড়ছে। এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার উত্তাপ। বুধবার বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান নয়াপল্টনে তারুণ্যের সমাবেশে বলেছেন, চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যেই নির্বাচন হতে হবে। দলের নেতাকর্মীদের সেভাবে প্রস্তুতি নিতেও বলা হয়। বৃহস্পতিবার তিনি অপর এক আলোচনা সভায় ডিসেম্বরের মধ্যেই জাতীয় নির্বাচনের সুনির্দিষ্ট দিন-তারিখ ঘোষণার আহ্বান জানান।

অপরদিকে জাপান সফররত প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস দেশটির সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং জাপান-বাংলাদেশ পার্লামেন্টারি ফ্রেন্ডশিপ লীগের (জেবিপিএফএল) সভাপতি তারো আসো'র সঙ্গে টোকিওর ইম্পেরিয়াল হোটেলে সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠানে ডিসেম্বর থেকে জুনের মধ্যে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছেন। বৃহস্পতিবার এক অনুষ্ঠানে প্রশ্নের জবাবে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'সব দল নয়, শুধু একটি রাজনৈতিক দলই চলতি বছর ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন চায়।' এমন পরিস্থিতিতে দেশের রাজনীতি ও নির্বাচন কোন পথে যাচ্ছে, তা নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ চলছে নানা মহলে।

সর্বোত্তম পথ একটি নির্বাচিত সরকার গঠন

১ পৃষ্ঠার পর

দেখেছে। এটা ক্রমেই সরকারের সমর্থনের ভিত্তিকে দুর্বল করে তুলছে। ইতিমধ্যেই আগামী জাতীয় নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়া নিয়ে এরইমধ্যে টালবাহানা শুরু হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

তারেক জিয়া বলেন, 'কোনো দলের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হলে দরকার একটি জবাবদিহিমূলক, নির্বাচিত সরকার। তবে নির্বাচন অনুষ্ঠান নিয়ে মনে হয় এরই মধ্যে টালবাহানা শুরু হয়েছে বা চলছে। কথিত অল্প সংস্কার আর বেশি সংস্কারের অজুহাত আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে জাতীয় নির্বাচনের ভবিষ্যৎ।' গত ২৮ মে বিকেলে রাজধানীর নয়াপল্টনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর তিনটি অঙ্গসংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত 'তারুণ্যের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা' শীর্ষক সমাবেশে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে তিনি এসব কথা বলেন। নির্বাচন বিষয়ে তিনি বলেন, 'অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে আহ্বান, আগামী ডিসেম্বরের মধ্যেই জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে হবে।' এ সময় উপস্থিত জনতাকে তারেক রহমান আগামী জাতীয় নির্বাচনের প্রস্তুতি নেওয়ার কথাও জানান। বিগত সরকারের শাসনের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'পতিত স্বৈরাচারের কাছে নির্বাচনের কোনো গুরুত্ব ছিল না। সংস্কার ইস্যুর পাশাপাশি জাতীয় নির্বাচনের জন্য অন্তর্বর্তী সরকারের দৃশ্যমান প্রস্তুতি নেয়া উচিৎ বলে আমরা মনে করি।' তিনি আরও বলেন, 'বিগত সব তত্ত্বাবধায়ক সরকার ৩ মাসের মধ্যেই সুষ্ঠু নির্বাচনের আয়োজন করেছে, আজ ১০ মাস পার হয়ে গেলেও অন্তর্বর্তী সরকার নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করছে না।'

সমাবেশে আগতদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন,'দিল্লি নয়, পিন্ডি নয়, নয় অন্যকোনো দেশ; সবার আগে বাংলাদেশ।'

ঢাকা, ফরিদপুর, সিলেট ও ময়মনসিংহ বিভাগ জাতীয়তাবাদী যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রদলের সমন্বয়ে এ সমাবেশ আয়োজন করা হয়েছে। রাজনৈতিকভাবে উদ্বুদ্ধ করতে যে মাসজুড়ে এই তিনটি অঙ্গসংগঠন বিভিন্ন কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। এর অংশ হিসেবে চারটি বিভাগের বিভিন্ন শহরে দুইদিন করে সেমিনার ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর আগে চট্টগ্রাম, খুলনা এবং বগুড়ায় এই ধরনের সেমিনার ও সমাবেশ আয়োজন করা হয়েছে। রাজধানী ঢাকায়ও এই কর্মসূচির চূড়ান্ত পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, স্বৈরাচারী, খুনী, নিপীড়ক ও দুর্নীতিবাজ হাসিনা সরকারকে অপসারণের পর, আমাদের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার, সকল ধরণের বৈষম্যের অবসান, দেশকে সৎ ও জবাবদিহিমূলক শাসন, স্বাধীনতা, অধিকার, একটি দক্ষ ও দুর্নীতিমুক্ত আমলাতন্ত্র এবং আরও অনেক কিছু দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আমরা কি তা আদৌ পেয়েছি? বাংলাদেশে সম্প্রতি কি এমন কিছু কি ঘটেছে যা আমাদের বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করতে পারে যে আমরা গণতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি? বর্তমান শাসন প্রক্রিয়ায় কি এমন কিছু ঘটেছে যা জনগণের মতামতকে প্রতিফলিত করে? আমরা হাসিনার ক্ষমতা-একচেটিয়াকরণ এবং স্বাধীনতা-দমনকারী শাসনব্যবস্থাকে সফলভাবে ধ্বংস করেছি। কিন্তু আমরা এর পরিবর্তে কী এনেছি? এ জাতীয় প্রশ্ন এখন বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে আলোড়ন তুলে ঘুরে ফিরে আলোচিত হচ্ছে। চায়ের টেবিলে ঝড় তুলছে। কারণ শেখ হাসিনা ক্ষমতা হারিয়েছেন যখন তিনি ছাত্র এবং সাধারণ মানুষের কথা শোনার পরিবর্তে তাদের গুলি করে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন - কমপক্ষে ১,৪০০ জন, জাতিসংঘের অনুসন্ধান অনুসারে আহতদের সংখ্যা অনেক বেশি। সর্বোপরি, গণতন্ত্র ধ্বংসই শেখ হাসিনার পতনের অন্যতম প্রধান কারণ। কিন্তু বাংলাদেশে সম্প্রতি এমন কি কিছু ঘটেছে যা আমাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করতে পারে যে আমরা গণতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি? বর্তমান শাসন প্রক্রিয়ায় কি এমন কিছু ঘটেছে যা জনগণের মতামত প্রতিফলিত করে? আমরা খুনী হাসিনার ক্ষমতা-একচেটিয়াকরণ এবং স্বাধীনতা-দমনকারী শাসনব্যবস্থাকে সফলভাবে ধ্বংস করেছি। কিন্তু আমরা এর পরিবর্তে কী পেয়েছি? অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে অবশ্যই তার ক্ষমতার পরিধি এবং তার মেয়াদের দৃঢ়তা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। এই আদেশ ছিল সংস্কার এবং অনির্বাচিত সরকার থেকে নির্বাচিত সরকারে দ্রুত রূপান্তরের জন্য। অধ্যাপক ইউনূস উল্লেখযোগ্য সংস্কার প্রণয়ন এবং জাতি ও রাজনৈতিক দলগুলির সামনে তা উপস্থাপনের ক্ষেত্রে অসাধারণ কাজ করেছেন। এবং তিনি তা যথাসময়ের মধ্যেই করেছেন। তবে, তার মেয়াদের দৃঢ়তার কথা বলতে গেলে, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার তার দুর্বলতাগুলি সম্পর্কে যতটা সচেতন হওয়া উচিত, ততটা সচেতন বলে আদৌ মনে হচ্ছে না। অধ্যাপক ইউনূস কি তাঁর সময়সীমাবদ্ধ এবং এজেন্ডা-পূর্ণ সরকার পরিচালনা করতে পারবেন, যাদের পটভূমি এত বৈচিত্র্যময় এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ সরকার পরিচালনার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অন্যরা এই মুহূর্তে যে কার্যকারিতার স্তরটি প্রয়োজন তা দেখাচ্ছেন না। যেকোনো সংবাদপত্র বা টিভি চ্যানেল খুললেই দেখা যাবে - নগর জীবন কীভাবে অপ্রত্যাশিত এবং অসাধ্য হয়ে উঠেছে এবং গ্রামীণ জীবন কীভাবে অনিরাপদ হয়ে উঠেছে। এই সব দেখেই বা আমরা কী করবো? আমরা মনে করি বর্তমান বাস্তবতা এবং দৈনন্দিন কাজকর্ম, বিশেষ করে আইন ও শাসনব্যবস্থা পরিচালনায় সরকারের অক্ষমতাই আমাদেরকে সঠিক উত্তরটিই দেয়। বর্তমানে যেভাবে দাঁড়িয়ে আছে, নিঃসন্দেহে অধ্যাপক ইউনূসের ব্যক্তিগত মর্যাদা, তাঁর সুপরিচিত অঙ্গীকার, জনগণের আস্থা এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের তাঁর প্রতি আস্থাই আমাদের বর্তমান চ্যালেঞ্জগুলি কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করছে।

তারপরও এমন একটি অনির্বাচিত সরকারকে খুব বেশি দিন ধরে ক্ষমতায় থাকতে দেওয়া উচিত নয়। কারণ সর্বোত্তম বিকল্প হল একটি নির্বাচিত সরকার গঠন করা এবং আমাদের গণতান্ত্রিক যাত্রা পুনরায় শুরু করা, তা যতই ত্রুটিপূর্ণই হোক না কেন। আমরা জানি যে, আমাদের রাজনৈতিক দলগুলির আন্তরিকতা এবং জনগণকে ভালোভাবে সেবা করার ক্ষমতা নিয়ে অনেক সন্দেহ রয়েছে। আমরা তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েও সন্দেহ করি কারণ তাদের কাজের প্রতিশ্রুতি দেওয়ার এবং খুব কম কাজ করারও রেকর্ড রয়েছে। কিন্তু এটি খুঁজে বের করার একমাত্র উপায় হল একটি নির্বাচিত সরকারকে নির্বাচিত করা। একজন ব্যক্তির মর্যাদা, আস্থা এবং সদিচ্ছার উপর ভিত্তি করে একটি অনির্বাচিত সরকার চালিয়ে যাওয়া একটি জাতির জন্য এগিয়ে যাওয়ার কোন উপায় নয়। শুধু তাই নয়, এটি এমন একটা বিষয় যা কিনা ড: ইউনূসের মতো একজন মানুষকে অনির্বাচিতভাবে দীর্ঘ সময়ের জন্য দেশ পরিচালনা করতে দেয়াও উচিত নয়। পরিশেষে বলা যায়, শিক্ষিত-বাঙালী বিপজ্জনক ধরনের ক্ষমতা প্রিয়। একবার ক্ষমতা হাতে পেলে সে যতটা পারা যায় ততোটা সময় 'দেশ ও মানুষের মঙ্গলের জন্য' ক্ষমতায় থাকতে চায়। নানান কারণে আমাদের মনের সন্দেহ-প্রবণ অংশ বলছে- ইউনূস স্যার 'চার বছরেরও সামান্য কিছু কম সময় ক্ষমতায় থাকতে যাচ্ছেন। এর মানে ২০২৮- এর জুনের আগে আগে বাংলাদেশ একটা সাধারণ নির্বাচন পেতে পারে। তবে স্যারের 'যতটা সম্ভব ততোটা দিন ক্ষমতায় থাকা' ভাল না মন্দ হবে তা এখন বলতে পারছি না। তবে এই ইস্যু নিশ্চিৎ- ব্যাপারটা কিছুটা ঝামেলাযুক্ত হবেই। সময়ই তা বলে দিবে। কীভাবে 'হাসিনারে ফেলায় দেয়ারচ একটা দারুণ জনঅভ্যুত্থানকে ঝুলিয়ে কাঁপিয়ে 'বিপ্লব' হয়েছে আওয়াজ তোলা হলো! হায়, কতো শত কথা বলে কীভাবে রাষ্ট্রজনকে তার ন্যূনতম যে 'ভোট' করার অধিকার থেকে আবারও দূরে ঠেলে দেয়া হচ্ছে! 'এই বছর না সেই বছর, মানুষ বাঁচে কয় বছরচ বলেন? মাঝে মধ্যে ভোট করার সুযোগটাও সাধারণ মানুষকে দিতে চায় না এই শিক্ষিত-বাঙালী! অথচ গণতন্ত্রে সবচেয়ে জরুরি ভোট। গণতন্ত্র হচ্ছে, খেলার মতো। গণতন্ত্র না চাইলে অবশ্য কথা ভিন্ন! আর সংস্কার ও বিচারের নামে সময় নষ্ট করে নির্বাচন বিলম্বিত করা হলে তা হবে পলাতক শেখ হাসিনার উন্নয়ন বনাম গণতন্ত্র নামক একই বয়ান পুনঃপ্রতিষ্ঠারই সামিল যার পরিণতি অবলোকন করেছে সারা বিশ্ববাসী মাত্র ১০ মাস আগে। সুতরাং সাধু সাবধান।

লেখক : নিউজ এডিটর, দি নিউজ টাইমস, ঢাকা।

উৎসবমুখর পরিবেশে প্রাণের বইমেলার সমাপ্তি

১ পৃষ্ঠার পর

কবিতা পাঠ, আলোচনা সভা, শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা এবং সাংস্কৃতিক সন্ধ্যাসহ নানা কর্মসূচি ছিল। এ আয়োজনে বাংলা সাহিত্যের খ্যাতনামা লেখকরা উপস্থিত ছিলেন এবং পাঠকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

২৩ মে বইমেলার উদ্বোধন করেন দুই বাংলার জনপ্রিয় লেখক সমরেশ (?) হোসাইন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন মার্কিন বন্ধু কিলিন টেইলর। তার প্রয়াত স্বামী রিচার্ড টেইলর ১৯৭১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়া ও বাল্টিমোর বন্দরে অস্ত্রবাহী জাহাজ অবরোধ করেছিলেন। এই মেলার প্রাণপুরুষ ডা. জিয়াউদ্দীন আহমেদ, রোকেয়া হায়দার ও বিশ্বজিৎ সাহার অক্লান্ত পরিশ্রমে শত বাধা বিপত্তি পেরিয়ে তা সফল হয়েছে।

প্রধান অতিথির ভাষণে কিলিন টেইলর বলেন, আমার স্বামী রিচার্ড টেইলর মুক্তিযুদ্ধের সময় আমেরিকার যুদ্ধজাহাজ রুখ করার জন্যে নিজেকে নিবেদন করেছিলেন। এবং এই নিয়ে তিনি একটি 'ব্লকেড' নাম দিয়ে একটি গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। অনুষ্ঠানে আরো ছিলেন বীর প্রতীক ক্যাপ্টেন (অব.) ডা. সিতারা বেগম। অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. রেহমান সোবহান, ভাষাতাত্ত্বিক ও অধ্যাপক গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিশ্লেষক অধ্যাপক রওনক জাহানসহ আরো অনেকে। রেহমান সোবহান বলেন, যেখানে কিলিন টেইলর উপস্থিত আছেন সেখানে থাকতে পারা খুবই আনন্দের। তাঁকে এবং তাঁর স্বামী রিচার্ডকে অন্তরস্থল থেকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। নিউইয়র্কে আন্তর্জাতিক বইমেলা আয়োজন অঙ্কুর এবং ক্ষীয়মান বাংলা সংস্কৃতিকে মজবুত করতে সাহায্য করবে। গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক বলেন, বইমেলা জিনিসটা আমার কাছে অন্যরকমের। বইমেলার কথা শুনে আমি ছুটে আসি। আমার মার কথা খুব মনে হচ্ছে। তিনি বীরাঙ্গনাদের জন্যে অনেক কাজ করেছেন। আয়োজকরা জানান, এ বছর ৩০টিরও বেশি স্বনামধন্য প্রকাশনা সংস্থা বইমেলায় অংশ নিচ্ছে। এরই মধ্যে অনেক লেখক ও প্রকাশক নিউইয়র্কে পৌঁছেছেন। প্রতি বছরের মতো এবারো দর্শনার্থীদের জন্য আছে নানা বইয়ের সমারোহ, সাহিত্যচর্চার পরিবেশ ও উৎসবের আমেজ। ডা. ক্যাপ্টেন সিতারা বেগম তার স্মৃতি রোমন্থন করে বলেন, অনেক ঘটনাই আমার জমা আছে। তার মধ্যে থেকে একটি আপনাদের কাছে তুলে ধরছি। রাত্রি বেলা হারিকেন দিয়ে আমরা অপারেশন করতাম। একদিন হলো যে দেখি হারিকেনে তেল নাই। ডাক্তার জাফরউল্লা বললেন- ডা. সিতারা আপনাকে তেল আনতে উদয়পুর যেতে হবে। ৪০ কিলোমিটার দূরে। সে এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা। একইভাবে ড. রওনক জাহান তার অনুভূতি ব্যক্ত করে বলেন, ৩৪ বছর ধরে এমন একটি অসাধারণ কাজ হচ্ছে। এর সঙ্গে যাঁরা যুক্ত হয়েছেন তাদের সবার প্রতি অভিনন্দন। বাংলাদেশের বাইরে বাংলা বইয়ের অনুবাদ করে ইংরেজিতেও অনুবাদ করতে হবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বইমেলার আহ্বায়ক ও স্টেট অব আমেরিকার বাংলা বিভাগের প্রাক্তন প্রধান রোকেয়া হায়দার। ছিলেন মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের চেয়ারপারসন ডা. জিয়াউদ্দীন আহমেদ, কো-চেয়ারপারসন ড. নজরুল ইসলাম ও নভেদ চৌধুরী, উপদেষ্টা গোলাম ফারুক ভূঁইয়া ও সিনিয়র সদস্য ড. ওবায়দুল্লাহ মামুন, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বিশ্বজিত সাহা প্রমুখ। আরো উপস্থিত ছিলেন- অধ্যাপক ড. শামীম রেজা, লেখক ও সাংবাদিক বিশ্বজিত পাল, সময়কালের উপদেষ্টা সম্পাদক আবু সাঈদ খান, লেখক ও সাংবাদিক মুস্তাফিজ শফিসহ। এ বছর নিউইয়র্ক মুক্তধারা-জিএফবি সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছেন ভারতীয় বাঙালি অধ্যাপক ড. পবিত্র সরকার। তিনি একাধারে ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিত, সাহিত্যিক, নাট্যসমালোচক, শিক্ষাবিদ ও গবেষক। গতবছর এই পুরস্কার পেয়েছেন কথাসাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। মুক্তধারা আজীবন সম্মাননা পেয়েছেন বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক ড. আবদুন নূর। চিত্তরঞ্জন সাহা প্রকাশনা পুরস্কার পেয়েছে কবি প্রকাশনী।

এসাইলাম প্রার্থীরা আতঙ্কে

১ পৃষ্ঠার পর

বন্দুক থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করেছিলেন। এখন আর তাদের জন্য বাংলাদেশে ভীতিকর কোনো পরিবেশ বিরাজ করছে না বলে মনে করা হচ্ছে।

ড. ইউনূসের নেতৃত্বে বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে মনে করছেন যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ। যারা যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য রাজনৈতিক আশ্রয় বা অ্যাসাইলামের আবেদন করেছিলেন তাদের কপাল পুড়ছে। ইমিগ্রেশন অ্যাটর্নিদের মতে, এর মধ্যেই ইমিগ্রেশন কোর্ট অনেক বাংলাদেশির রাজনৈতিক আশ্রয় আবেদন নাকচ করে দিয়েছেন।

তাদের মতে, গত বছর বাংলাদেশে 'জুলাই-আগস্টের অভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশের পরিস্থিতি পাল্টেছে বলে বদ্ধমূল একটি ধারণা জন্মেছে ইমিগ্রেশন কোর্টের। যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ মনে করছেন, বাংলাদেশে এখন রাজনৈতিক হানাহানি নেই বললেই চলে। তাই যারা রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন, তাদের আবেদন বিবেচনার আর কোনো সুযোগ নেই।' তারা আরও জানান, অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, আবেদনের কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই হিয়ারিংয়ের তারিখ দেওয়া হচ্ছে।

বিদ্যমান রীতি অনুযায়ী ভিসার প্রিন্ট এবং প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সাবমিটের সুযোগ না দিয়েই শুনানির তারিখ ধার্য করার ঘটনায় আবেদনকারীরাও হতভম্ব। অথচ এর আগে অ্যাসাইলাম তথা রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনার আবেদন সাবমিটের পর বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে শুনানির তারিখের জন্য। কান্ট্রি কন্ডিশনকে গুরুত্ব দিয়ে অ্যাসাইলিদের ভাগ্য নির্ধারণ করা হচ্ছে, যা কারও জন্যই মঙ্গল হচ্ছে না।

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন

STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার
এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MIFPO
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

REAL ESTATE, DIVORCE, IMMIGRATION & SMALL BUSINESS

বাড়ি ঘর বা ব্যবসা কেনা/বেচা, তালাকের মামলা,
ইমিগ্রেশন, দুর্ঘটনা বা পিছলে পড়া, এবং যাবতীয়
অন্যান্য আইনগত সহায়তার জন্য, অভিজ্ঞ কার্যোপযোগী
বাংলাদেশী এটর্নির সাথে যুগাযুগ করুন

নিউ ইয়র্কের লাইসেন্সধারী অভিজ্ঞ এটর্নি

Hasan Malik, Esq.
718-433-9243

37-13 74TH ST, FLOOR 2
JACKSON HEIGHTS, NY 11372

ATTORNEY ADVERTISING

Store for Sale / স্টোর বিক্রি হবে

ব্রঙ্কসের জনবহুল এলাকা, সাবওয়ে ও বাস স্টপের কাছে সম্পুর্ন চালু অবস্থায় বাংলাদেশি মালিকানাধীন ব্যক্তিগত অসুবিধার কারনে একটি ডিপার্টমেন্টাল স্টোর জরুরি ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। অথবা ১জন ভালো পার্টনার প্রয়োজন।

* সহনশীল ভাড়া * ইলেক্ট্রিক, ইলেক্ট্রনিক ও ফার্নিচার সহ অন্যান্য সামগ্রি বিক্রি করা যাবে।

ফার্নিচার ডেলিভারির জন্য ১জন ভ্যান ড্রাইভার আবশ্যক

শুধুমাত্র সিরিয়াস ও আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন : প্রয়োজনে মেসেজ রাখুন

Cell: 646-404-0921

ঈদে সিনেমা অনেক, প্রচার কম

মুক্তির তালিকায় রয়েছে এক ডজন

আজকাল বিনোদন

বাংলাদেশের আকাশে দেখা গেছে জিলহজ মাসের চাঁদ। সে হিসাবে আগামী ৭ জুন উদ্‌যাপিত হবে কোরবানির ঈদ। এবার ঈদ উপলক্ষে দেশের হলে মুক্তির তালিকায় রয়েছে এক ডজন সিনেমা। মুক্তির ৯ দিন বাকি থাকলেও ঈদের সিনেমার প্রচারে দেখা যাচ্ছে না তোড়জোড়। কয়েকটি সিনেমার কথা বাদ দিলে ঈদের সিনেমার প্রচারের অবস্থা খুব নাজুক।

প্রতিবারের মতো এই ঈদেও মুক্তি পাচ্ছে শাকিব খানের সিনেমা। ১৮ মে মুক্তি পেয়েছে 'তাণ্ডব' সিনেমার টিজার। রায়হান রাফীর পরিচালনায় এতে শাকিব খানের সঙ্গে দেখা গেছে জয়া আহসানকে। প্রায় ১০ বছর পর একসঙ্গে পর্দায় ফিরলেও তাণ্ডবে তাঁরা প্রতিদ্বন্দ্বী। টিজারে তেমনটাই বোঝা যাচ্ছে।

এর আগে এই সিনেমায় শাকিবের সঙ্গে সাবিলা নূরের শুটিং দৃশ্য ফাঁস হলেও এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়নি নায়িকার নাম। গত রাতে প্রকাশিত হয়েছে তাণ্ডবের টাইটেল গান। জানা গেছে, এখনো চলছে সিনেমার শুটিং। গত সোমবার প্রকাশ পেয়েছে সঞ্জয় সমদ্দারের 'ইনসাফ' সিনেমার টিজার। টিজার প্রকাশ করে গত বছর ঈদে মুক্তি দেওয়ার কথা জানানো হয়েছিল। একাধিকবার পেছানোর পর এই কোরবানির ঈদে আসছে সিনেমাটি। প্রকাশ পেয়েছে সিনেমার নতুন টিজার। তবে কোনো গান বা ট্রেলার প্রকাশ করা হয়নি এখনো। সত্য ঘটনা অবলম্বনে এশা মার্ডার এরপর ২৯ পৃষ্ঠায়

১ মিনিট ২২ সেকেন্ডের ভিডিওতে আভাস পাওয়া গেছে ধুন্ধুমার অ্যাকশনের। এর আগে শরিফুল রাজ, মোশাররফ করিম ও তাসনিয়া ফারিণের ক্যারেক্টার লুক প্রকাশ করা হয়েছে। এখনো পাওয়া যায়নি ইনসাফের কোনো গান।

এদিকে ১৪ মে সংবাদ সম্মেলন করে ঘোষণা করা হয় তারকাবহুল সিনেমা 'উৎসব' মুক্তির। তবে এখন পর্যন্ত দুটি পোস্টার ছাড়া কোনো প্রচার চোখে পড়েনি। আসেনি কোনো গান, দেখা মেলেনি টিজার কিংবা ট্রেলারের। তানিম নূরের পরিচালনায় এতে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন জাহিদ হাসান, চঞ্চল চৌধুরী, জয়া আহসান, সাদিয়া আয়মান, সুনেরাহ বিনতে কামালসহ অনেকে।

'এশা মার্ডার: কর্মফল' সিনেমায় খুনের রহস্য উদ্‌ঘাটন করবেন আজমেরী হক বাঁধন।

'তাণ্ডব' সিনেমার টাইটেল গানে ঝড় তুললেন শাকিব খান

আজকাল বিনোদন

ঈদুল আজহায় মুক্তি পাচ্ছে শাকিব খান অভিনীত সিনেমা 'তাণ্ডব'। রায়হান রাফী নির্মিত এ সিনেমার টিজার এরই মধ্যে আলোড়ন ফেলেছে দর্শকদের মাঝে। বিশেষ লুকে শাকিবের উপস্থিতির সঙ্গে চমকপ্রদ অ্যাকশন দর্শকদের কৌতূহল কয়েকগুণ বাড়িয়েছে। এরপর ২৯ পৃষ্ঠায়

অ্যামা অ্যাওয়ার্ডে ইতিহাস গড়লেন বিলি আইলিশ

আজকাল বিনোদন

সংগীত ক্যারিয়ারের দশ বছরের মাথায় দারুণ এক সাফল্য অর্জন করেছেন পুরস্কারকন্যা বিলি আইলিশ। ২৬ মে অনুষ্ঠিত আমেরিকান মিউজিক অ্যাওয়ার্ডে (অ্যামা) যে রেকর্ড গড়েছেন তা সংগীতের ইতিহাসে বিরল। অ্যামা অ্যাওয়ার্ড ২০২৫ আসরের বছরসেরা শিল্পী, অ্যালবাম, গানসহ সাতটি বিভাগে মনোনয়ন পেয়ে সবকয়টিতে বিজয়ের মালা বদলদাবা করার নজির গড়েছেন ২৩ বছর বয়সী এ আমেরিকান শিল্পী। তার পাওয়া অন্য পুরস্কারের ক্যাটাগরিগুলো হচ্ছে- ট্যুরিং আর্টিস্ট, ফিমেইল পপ আর্টিস্ট, পপ অ্যালবাম ও পপ সঙ। বর্তমানে তার সপ্তম অ্যালবাম 'হিট মি হার্ড অ্যান্ড সফট' ট্যুরে থাকায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেননি তিনি। তাতে কোনো আক্ষেপ নেই এ হার্টথ্রব গায়িকার।

এই অল্প সময়ের ক্যারিয়ারেই তিনি ২০২২ ও ২০২৪ এর অস্কারসহ জিতেছেন ২১২ অ্যাওয়ার্ড। অ্যামা অ্যাওয়ার্ডের এই আসরে দুটি পুরস্কার জিতেছেন আরেক সুন্দরী গায়িকা বিয়ন্সে। কান্ট্রি উইমেন সিংগার ও কান্ট্রি অ্যালবাম ক্যাটাগরিতে এ দুটি পুরস্কার জেতেন তিনি।

উপস্থাপক জেনিফার লোপেজের দুর্দান্ত পারফর্মেন্সের মাধ্যমে শুরু হওয়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আমেরিকান বহু গুণী সংগীততারকা। অ্যামা ২০২৫ এর মঞ্চে আইকন অ্যাওয়ার্ড পাওয়া শিল্পী জ্যানেট জ্যাকসন গেয়েছেন তার জনপ্রিয় দুটি গান 'সামওয়ান টু কল মাই লাভার' ও 'অল ফর ইউ'। সাত বছর পর কোনো এরপর ৫৬ পৃষ্ঠায়

নির্মাতা চাইলে 'জিয়া' চরিত্রেও অভিনয় করতে প্রস্তুত শুভ!

আজকাল বিনোদন

আরিফিন শুভ, নিজের ক্যারিয়ারে অভিনয় করেছেন বেশ কিছু সিনেমায়। এমনকি অভিনয় করেছেন ওপার বাংলার সিনেমাতেও। এবারের ঈদেও আসতে চলেছে তার নতুন সিনেমা 'নীলচক্র'। তাছাড়া, সম্প্রতি সনি লিভের 'জ্যাজ সিটি' শিরোনামের একটি বলিউড প্রজেক্টে কাজ করেছেন তিনি।

তবে শুভ বোধহয় 'মুজিব: একটি জাতির রূপকার' সিনেমার জন্যই বেশি আলোচনায় থেকেছেন। বলা যায় এখনও আছেন। ৫ আগস্টের পর শুভকে নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠেছে। বিশেষ করে শেখ মুজিবের চরিত্রে অভিনয়, উক্ত সিনেমায় এক টাকা পারিশ্রমিক নেওয়া, তার নামে বরাদ্দকৃত প্লট বাতিল, সব মিলিয়ে শুভ ছিলেন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে।

সম্প্রতি তিনি দেশের এক গণমাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকারে কথা বলেছেন বিস্তারিত, পরিষ্কার করেছেন নিজের রাজনৈতিক মতাদর্শ নিয়েও। শুভ জানিয়েছেন, তিনি একজন অভিনেতা। অভিনেতার কাজ অভিনয় করা এবং যেকোনও চরিত্রকে যথাযথভাবে পর্দায় তুলে আনা। তিনি সেটিই করেছেন। শেখ মুজিবের চরিত্রে তাকে উপযুক্ত মনে করা হয়েছে, কাস্ট করা হয়েছে, তিনি শুধু অভিনয় করেছেন। এমনকি তাকে যদি জিয়াউর রহমানের চরিত্রেও অভিনয় করতে এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

কান উৎসবের রেড কার্পেট: ইতিহাস, গৌরব আর গ্যামারের গল্প

আজকাল বিনোদন

যখন পৃথিবীর চোখ ফ্রান্সের ছোট্ট কিন্তু রাজকীয় শহর কানের দিকে তাকিয়ে থাকে, তখন বুঝে নিতে হয়-চলচ্চিত্রের মহোৎসব শুরু হয়েছে। কান চলচ্চিত্র উৎসব শুধু একটি ইভেন্ট নয়, এটি শিল্প, ঐতিহ্য, গ্ল্যামার এবং আন্তর্জাতিক সংহতির এক অনন্য মহার্ঘ উপলক্ষ। আর এই উৎসবের হৃদয়ে অবস্থান করছে যার, সেটি হলো রেড কার্পেট। একটি লাল গালিচা, যার প্রতিটি ধাপ রচিত হয়েছে সম্মান, প্রতিভা ও সময়ের সাক্ষ্য দিয়ে।

কান এর ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ইউরোপ যখন সাংস্কৃতিকভাবে বিধ্বস্ত, তখন প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল এক আশাবাদের উৎস। ১৯৪৬ সালে সেই আশার আলো হয়ে আসে কান চলচ্চিত্র উৎসব। ফ্রান্সের দক্ষিণের এই শহরটি ছিল কৌশলিকভাবে সুবিধাজনক, শান্তিপূর্ণ এবং সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ। যুদ্ধের কবাল ছায়া থেকে উঠে আসা ইউরোপকে সংস্কৃতির শক্তিতে উদ্দীপিত করতেই বেছে নেওয়া হয় কানের উপকূল। এই উৎসব হয়ে উঠেছে বিশ্ব সিনেমার সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ মঞ্চ, যেখানে পুরনো কিংবদন্তি আর নতুন প্রতিভা হাতে হাত রেখে হাঁটে লাল গালিচায়।

কেন কান বিশ্বজুড়ে বিখ্যাত?

বিশ্বমানের চলচ্চিত্র উৎসব: কানের মর্যাদা বিশ্বব্যাপী চলচ্চিত্র শিল্পের শীর্ষস্থানীয় হিসেবে স্বীকৃত।

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র মেলা: বিশ্বের নানা দেশের নির্মাতা ও শিল্পীরা এখানে একত্রিত হয়ে নতুন ধারার চলচ্চিত্র উপস্থাপন করেন।

গ্ল্যামার ও ঐতিহ্যের মিলনস্থল: রেড কার্পেট, পোশাক, পার্টি ও অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কানের গ্ল্যামার সর্বদা মনোযোগ আকর্ষণ করে। এরপর ২৯ পৃষ্ঠায়

২৭ বছর পর রিমেক আসছে 'হঠাৎ বৃষ্টি'র

আজকাল বিনোদন

২৭ বছর আগে 'হঠাৎ বৃষ্টি' নামের একটি চলচ্চিত্র তুমুল আলোচনার সৃষ্টি করেছিল। সিনেমা হলে মুক্তির আগেই টেলিভিশনে প্রিমিয়ার হয়েছিল। পরে দর্শক আগ্রহে সেটি সিনেমা হলে মুক্তি পায়।

২৭ বছর পর নতুন জুটি নিয়ে নির্মিত হচ্ছে জনপ্রিয় চলচ্চিত্র 'হঠাৎ বৃষ্টি'র রিমেক। রিমেক চলচ্চিত্রটির নাম রাখা হয়েছে 'আবার হঠাৎ বৃষ্টি'। এবারও সিনেমাটিতে অভিনয় করছেন একদম নতুন মুখ-জাহিদ খান ও রাফিদা, যাঁরা পর্দায় ফুটিয়ে তুলবেন মূল চরিত্র অজিত ও দীপার রূপ। এরপর ২৯ পৃষ্ঠায়

শুরু হতে যাচ্ছে প্রথমবারের মতো অনলাইন ভিত্তিক মিউজিক্যাল রিয়েলিটি শো
"গোল্ডেন এইজ প্রেজেন্ট ৫২ রাইজিং স্টার ইউ এস এ"
GOLDEN AGE HOME CARE
Licensed Home Health Care Agency
Presents
52 RISING STAR USA
রেজিস্ট্রেশনের জন্য আজই আপনার খালি গলায় গাওয়া যেকোনো একটি বাংলা গান মোবাইলে ভিডিও করে পাঠিয়ে দিন আমাদের কাছে।
বিস্তারিত জানতেঃ
facebook.com/BayannoUSA
অথবা
youtube.com/@bayannousa
রেজিস্ট্রেশনের জন্য যোগাযোগ করুনঃ
০১৮৭৮১৮৪৩০৫ অথবা +১ (৩৪৭) ৫৪৫-৭০৩৯
নিয়মাবলীঃ
১. যেকোনো একটি বাংলা গান খালি গলায় অথবা একটি বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে মোবাইলে রেকর্ড করতে হবে।
২. ধারনকৃত ভিডিওটি এবং আপনার নাম, মোবাইল নম্বর ও ঠিকানাসহ পাঠিয়ে দিন উপরোক্ত যেকোনো একটি মাধ্যমে।
Title sponsor
GOLDEN AGE HOME CARE
Licensed Home Health Care Agency
Media Partner
News Print Partner
আজকাল
Online Partner
ONLINE
Magazine Partner
LOOK@ME

জ্যাকসন হাইট্স, উডসাইড এ নিরিবিলি পরিবেশে

বাংলাদেশী ডাক্তার

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Internal Medicine

Geriatric Medicine

শামীম আহমেদ এম, ডি

- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য সুলভে পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারিরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
- ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি। অফিসে আসার পূর্বে অনুগ্রহ করে ফোন করুন।

35-30 , 64th Street, Woodside NY 11377 (Subway E, F, R, N, V, G, 7)

TEL: 718-205-6561

যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই

- ASYLUM Cases
- Business Immigration/Non-Immigrant Work Visa (H-1B, L1A/L1B, O, P, R-1, TN)
- PERM Labor Certification (Employment based Green Card)
- Family Petition
- Deportation
- Cancellation of Removal
- Visas for physicians, nurses, extra-ordinary ability cases
- Appeals
- All other immigration matters

Khagendra Gharti-Chhetry, Esq
Attorney-At-Law

ইমিগ্রেশনসহ যে কোন আইনি সহায়তার জন্য

এ পর্যন্ত আমরা দুই শতাধিক বাংলাদেশীকে বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্ত করেছি।

এখনো শতাধিক বাংলাদেশী ডিটেইনির মামলা পরিচালনা করছি।

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের বাফেলো শাখা থেকেও ইমিগ্রেশন সেবা দিচ্ছ।

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন।

বাফেলো ঠিকানা :

Nasreen K. Ahmed
Chhetry & Associates P.C.
2290 Main Street, Buffalo, NY 14214

Nasreen K. Ahmed
Sr. Legal Consultant
LLM, New York.
Cell: 646-359-3544
Direct: 646-893-6808
nasreenahmed2006@gmail.com

CHHETRY & ASSOCIATES P.C.
363 7th Avenue, Suite 1500, New York, NY 10001
Phone: 212-947-1079 ext. 116

PEOPLE N TECH

A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

EARN 100K TO 200K PER YEAR

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by: NYC Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by:

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:

info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

জ্যামাইকার হিলসাইডে অভিজ্ঞ ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং প্রতিষ্ঠান

IRS e-file

নুসরাত জেরিন

CALL: 917-436-0954

- সর্বোচ্চ ট্যাক্স রিটার্ন
- কম সময় এবং নূন্যতম ফি
- ট্যাক্স, ইমিগ্রেশন
- কন্সালটেশন, নোটারী পাবলিক
- নির্ভুল, ঝামেলামুক্ত ও সঠিক ট্যাক্স ফাইলিংসহ যাবতীয় কাজ এর জন্য যোগাযোগ করুন।

168-47 Hillside Avenue (FL2)
Suite B, Jamaica, NY 11432
718-480-6904, 917-436-0954
Email: globalnusrat@gmail.com

Clearview Eye Center

কুইন্সের বহু বছর যাবত চোখের চিকিৎসায় সাফল্য অর্জনকারী ডাক্তার সাজ্জাদ আখতার এর চিকিৎসা নিন

* চোখ আপনার জীবনের অমূল্য সম্পদ
* সময় থাকতে অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে চোখের সঠিক যত্ন নিন
* আমরা বাংলায় কথা বলি

All kinds of eye's Problems Solved by

SAJJAD AKHTAR, M.D.

117-04 Jamaica Ave, Richmond hill, NY 11418

Tel : 718-847-3937

25-19 35th Street, Suite: CFAstoria, NY 11103

Tel : 718-728-3606

We Accept most of Insurances.

ESTD 2017

Tribune Training Academy

Workplace Safety Training School

40-38 75th Street,
Jackson Heights, NY 11373
(718) 790-2664
tribunest@gmail.com
www.tribunest.com

40-HR OSHA/SST: $400

Tribune Training Academy is an outstanding institution with a proven track record of excellence that has made it a top player in the field of safety and technical training. Based in New York City, our esteemed organization has continuously set the standard for quality education through our unwavering commitment to providing the very best in certification training. Below are a list of some of the courses we offer:

- 30 Hour OSHA Training
- 40 Hour OSHA/SST
- 62 Hour Supervisor SST
- 4,16 & 32 Hour Scaffold
- 8-Hour EPA Lead Renovator
- NYS Security Guard License
- Fire Guard/FSD Training
- Work-zone Flagger
- Forklift/Scissor Lift Operator
- Defensive Driving Course

40-HR OSHA/SST: $400 (LIMITED TIME OFFER)

Get your 40-Hour OSHA/SST Training for only $400. This is a limited time offer only and this rate will not be honored once this promotional rate ends.

Zillur Tax Accounting and Insurance

Accounting, Tax Filling, Audit, Insurance and Real State

Zillur Rahim

IRS Enrolled Agent, MBA

646-322-3254

Our Services:

- Personal tax filling
- Business tax filling
- New Business Set-up
- Immigration
- Insurance and all kind of form fill up
- Notary

IRS e-file

We help Buying, Selling and Renting

Zillur Rahim
Exit Realty Prime

88-11A, 169th St. (2nd floor) Jamaica NY-11432

646-322-3254, 718-374-3110

Email : zillurincometaxnyc@gmail.com

Zillurtaxandinsurance.com

ঢাকা জেলা এসোসিয়েশন ইউএসএ ইন্‌ক
Dhaka Zila Association USA Inc.
(দোহার, নবাবগঞ্জ, কেরানীগঞ্জ, সাভার ও ধামরাই উপজেলা নিয়ে গঠিত)
আমাদের ঢাকা, আমাদের অহংকার
কার্যকরী কমিটি
২০২৫-২০২৬
মোঃ উজ্জল বিপুল
সভাপতি
শাহজাহান মিয়া ডলার
সাধারণ সম্পাদক
মোঃ জিয়াউর রহমান মিলন
সিনিয়র সহ-সভাপতি
মোঃ মিলন মোল্লা
সহ-সভাপতি
মোঃ আলমগীর হোসেন
সহ-সভাপতি (সাবেক চেয়ার ম্যান)
হামিদুললাহ হামিদ রকি
সহ-সভাপতি
শেখ আবদুল মালেক
সহ-সভাপতি
মহিউদ্দিন শিকদার
সহ-সভাপতি
গনেশ কীর্তনীয়া
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক
মোঃ মাসুদ করিম মিলন
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক
আজাদুর রহমান লিপন
সাংগঠনিক সম্পাদক
ডাঃ আরিফ
সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক
আবুল কালাম আজাদ
কোষাধ্যক্ষ
শফিকুল ইসলাম খান
প্রচার সম্পাদক
মাহবুর রহমান
দপ্তর সম্পাদক
আরিফা কাকলি
মহিলা বিষয়ক সম্পাদক
মেহেদী হাসান লিটন
আপ্যায়ন সম্পাদক
মোঃ ইমরুল ইসলাম
আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক
মোঃ আজিজুর রহমান খান
শিক্ষা ও সাহিত্য সম্পাদক
হাজী সাহাজউদ্দিন
ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক
মোঃ সোহেল রানা
ক্রীড়া সম্পাদক
আসাদ জামান
সাংস্কৃতিক সম্পাদক
পংকজ রায়
কার্যকরী সদস্য
সেলিম ইব্রাহিম
কার্যকরী সদস্য
রীনা মাসুদ
কার্যকরী সদস্য
ডালিয়া রহমান
কার্যকরী সদস্য
গোলাম খান লিপন
কার্যকরী সদস্য
ইঞ্জিনিয়ার আঃ মান্নান
কার্যকরী সদস্য
তানভীর করিম
কার্যকরী সদস্য
মোঃ সরোয়ার হোসেন
কার্যকরী সদস্য
মোঃ তানভীর কায়সার
কার্যকরী সদস্য
প্রচার: সম্পাদক শফিকুল ইসলাম খান কর্তৃক প্রচারিত
www.dhakazilaassociation.org

DUO NEST
REAL ESTATE TUTORING CENTER

নিউ ইয়র্কে আপনার রিয়েল এস্টেট ক্যারিয়ার শুরু করুন
কোন অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নেই!

DUO NEST REAL ESTATE TUTORING- এ, আমরা আপনার লাইসেন্স পাওয়ার প্রক্রিয়া সহজ এবং ঝামেলামুক্ত করে তুলি

কেন রিয়েল এস্টেট লাইসেন্স নেবেন?

দ্রুত একটি নির্ভরযোগ্য আয় উপার্জন করুন।
নিউ ইয়র্কের ক্রমবর্ধমান রিয়েল এস্টেট বাজারে একটি সম্মানিত ক্যারিয়ার তৈরি করুন।
স্বাধীনভাবে বা নেতৃস্থানীয় রিয়েল এস্টেট সংস্থাগুলির সাথে কাজ করুন।
ধাপে ধাপে আর্থিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করুন।
আপনার সাফল্যের মাধ্যমে আপনার পরিবারকে গর্বিত করুন।

শক্তিশালী ইংরেজি দক্ষতা নেই? কাজের অভিজ্ঞতা নেই?
কোন চিন্তা নেই আমরা আপনাকে প্রতিটি ধাপে গাইড করার জন্য এখানে আছি।

আমাদের সুযোগ ও সুবিধা

- এককালীন পেমেন্ট, কোন এক্সট্রা ফি নেই।
- আপনি পাশ করে লাইসেন্স পাওয়া না পর্যন্ত অগণিত ক্লাস।
- দ্রুত শেখার জন্য ব্যক্তিগত ১-অন-১ কোচিং
- পরীক্ষায় আত্মবিশ্বাস বাড়াতে প্র্যাকটিস এক্সাম
- সময় অনুযায়ী অনলাইন বা সরাসরি ক্লাস আপনার সুবিধামতো সময়ে
- পরিষ্কার, সহজবোধ্য ইংরেজি ব্যাখ্যা
- রিয়েল এস্টেট সম্পর্কিত শব্দ ও নিয়মাবলী সহজ বাংলায় ব্যাখ্যা

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

CALL US TODAY TO START YOUR REAL ESTATE CAREER
929-414-7746
929-608-6206
646-508-2434

duonest03@gmail.com
169-24 Hillside Ave, FL 2
Jamaica, NY 11432
www.duonest.us

!! 100% HALAL & TASTY FOOD IN MANHATTAN !!

We do catering
HALAL
CHINESE
HALAL FOOD

CURRY KING
RESTAURANT حلال

PAKISTANI, INDIAN & BANGLADESHI CUISINE

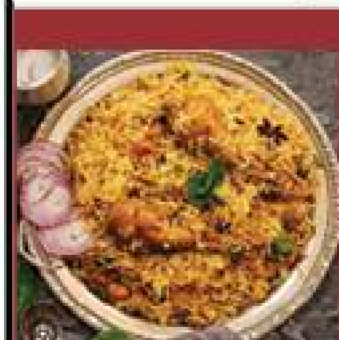
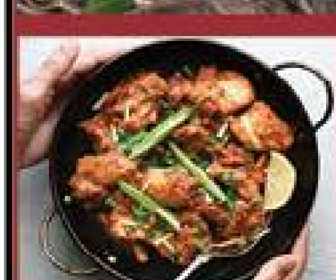

ম্যানহাটানের প্রাণকেন্দ্রে ১০০% হালাল ও সুস্বাদু খাবার

* PAKISTANI -BANGLADESHI- INDIAN CUISINE
COME & ENJOY
OUR DELICIOUS FOOD

CURRY KING

WE DO MONEY TRANSFER
AVAILABLE RECHARGE PHONE CARDS
FREE DELIVERY & ONLINE ORDER

সকল অনুষ্ঠানের ক্যাটারিং এর অর্ডার নেয়া হয়

942 COLUMBUS AVE. NEW YORK, NY 10025
TEL : 646-669-7826

বিসিবি সভাপতি হচ্ছেন বুলবুল !

বিসিবি সভাপতি ফারুকের মনোনয়ন বাতিল

আজকাল স্পোর্টস

যদিও ফারুক আহমেদের দাবি, তিনি হাল ছাড়ার পাত্র নন, লড়াই চালিয়ে যাবেন এবং আইসিসির কাছে জানিয়েছেন, তাকে জোরপূর্বক অন্যায়ভাবে বিসিবি সভাপতির পদ থেকে সরানো হয়েছে। তার সে দাবি ধোপে টিকবে কি না, আইসিসি ফারুক আহমেদের দাবির প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে বিসিবিকে নোটিশ করবে কি না, সে উত্তর দেবে সময়। তবে এখনকার খবর হলো, সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে শেষ পর্যন্ত আগামী চার মাসের জন্য (বিসিবি নির্বাচনের আগ পর্যন্ত) বিসিবির নতুন সভাপতি হতে যাচ্ছেন আমিনুল ইসলাম বুলবুল।

সবকিছু ঠিক থাকলে আগামীকাল শুক্রবার বিকেল সাড়ে ৪টায় বোর্ড পরিচালনা পর্ষদের পরবর্তী সভা ডাকা হয়েছে এবং বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, সেই বোর্ড সভাতেই বিসিবির নতুন সভাপতি পদে আসীন হতে যাচ্ছেন, জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক ও টেস্টে বাংলাদেশের প্রথম সেঞ্চুরিয়ান আমিনুল ইসলাম বুলবুল।

বিসিবির নির্ভরযোগ্য সূত্র জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার পড়ন্ত বিকেলে বিসিবির আট পরিচালক ফারুক আহমেদের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করার ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের পক্ষ থেকে বিসিবিতে ফারুক আহমেদের মনোনয়ন বাতিলের চিঠি পাঠানো হয়। সেই চিঠি পাঠানোর পর জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ থেকে বিসিবিতে আরও একটি চিঠি প্রেরণ করা হয়। তাতে এনএসসির নির্ধারিত ৫ মনোনীত কাউন্সিলরের মধ্যে ফারুক আহমেদের মনোনয়ন বাতিল করে আমিনুল ইসলাম বুলবুলকে মনোনয়ন দেয়ার কথা জানানো হয়েছে।

সূত্র আরও জানায়, শুক্রবার বিকেল সাড়ে ৪টায় ফারুককে ছাড়াই নতুন পরিচালক পর্ষদের সভা অনুষ্ঠিত হবে এবং সে সভায় সভাপতিত্ব করবেন বিসিবির অন্যতম পরিচালক নাজমুল আবেদিন ফাহিম।

সেই সভাতেই বুলবুলকে নতুন বোর্ড পরিচালক হিসেবে গ্রহণ করা হবে। বুলবুল পরিচালক হওয়ার পর নতুন সভাপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সূত্রের দাবি, বুলবুল সভাপতি পদে নির্বাচন করবেন এবং আশা করা যায়, বুলবুলকেই সর্বসম্মতিক্রমে নতুন বিসিবি সভাপতি হিসেবে নির্বাচিতও হয়ে যাবেন।

বোর্ডের উচ্চ পর্যায়ের ওই দায়িত্বশীল সূত্র নিশ্চিত করেছে, যে সভায় আমিনুল এরপর ৩৮ পৃষ্ঠায়

আইসিসি কি ফারুকের পক্ষে দাঁড়াতে পারবে?

আজকাল স্পোর্টস

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে তার মনোনয়ন বাতিল করার সঙ্গে সঙ্গেই আইসিসির সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন ফারুক আহমেদ। বৃহস্পতিবার রাত পৌনে ১২টার দিকে সঙ্গে আলাপে ফারুক জানান, তিনি এরই মধ্যে আইসিসির পাঁচ-সাতজন পরিচালকের সঙ্গেও এ বিষয়ে কথা বলেছেন এবং আইসিসি প্রধান জয় শাহকেও অবহিত করেছেন।

ফারুক জানান, 'আমি জয় শাহকে ফোন করেছিলাম; কিন্তু উনি 'ট্রাভেলে' ছিলেন। তাই কথা হয়নি। তবে সবিস্তারে জয় শাহর সেক্রেটারিকে অবহিত করেছি। জয় শাহর সঙ্গে পরে কথা বলবো। আমার স্থির বিশ্বাস, আইসিসিও খুব দ্রুত অ্যাকশনে যাবে এবং বিসিবিকে হয়তো ২/১ দিনের মধ্যেই এরপর ২৯ পৃষ্ঠায়

৪ ম্যাচ পর মিয়ামিকে জয় উপহার সুয়ারেজ-মেসির

আজকাল স্পোর্টস

চার ম্যাচ পর ইন্টার মিয়ামিকে জয় উপহার দিয়েছেন লুইস সুয়ারেজ ও লিওনেল মেসি। দুর্দান্ত বোঝাপড়ার এই জুটির দুজনই করেছেন জোড়া গোল। মেসি-সুয়ারেজের আলো ছড়ানোর দিনে যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) নিয়মিত মৌসুমের খেলায় মন্ট্রিয়ালকে ৪-২ গোলে হারিয়েছে মিয়ামি। ৯ ম্যাচে এটি মিয়ামির দ্বিতীয় জয়। বাংলাদেশ সময় বৃহস্পতিবার ভোরে ফ্লোরিডার ফোর্ট লডারডেলে দুর্দান্ত জয়ে পূর্ব কনফারেন্সের টেবিলের ষষ্ঠ স্থানে উঠে এসেছে স্বাগতিক মিয়ামি। অন্যদিকে টেবিলের তলানিতে থাকা থাকা মন্ট্রিয়াল শেষ তিন ম্যাচে দ্বিতীয়বারের মতো হারের মুখ দেখলো।

সুয়ারেজ গত ৩ মে মিয়ামির শেষ জয়ের পর আর গোল পাননি। বৃহস্পতিবারের আগে এমএলএসে এই মৌসুমে তার মোট গোল ছিল মাত্র ২টি। আজকের ম্যাচে ৬৮ ও ৭১ মিনিটে পরপর দুটি গোল করে সে সংখ্যাকে দ্বিগুণ (৪টি) করলেন উরুগুয়ে ফরোয়ার্ড।

ম্যাচ শেষে সুয়ারেজ বলেন, 'সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আমরা আবার জিতেছি। আমরা হারের বৃত্তে ছিলাম, যার জন্য আমাদের দায়িত্ব নিতে হয়েছে। এখন কাজ হলো- ভুল শুধরে ফের জয়ের পথে ফেরা এবং আগের মতো দল হয়ে ওঠা।' মেসির পাস থেকে প্রথম গোল করেন সুয়ারেজ। আর্জেন্টাইন সুপারস্টার নিখুঁতভাবে ক্রস বাড়ান, সুয়ারেজ সহজেই বল গোলমুখে পাঠান। এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

মাঠে ফিরেই বড় বড় ছক্কা হাঁকাচ্ছেন তামিম

আজকাল স্পোর্টস

ঊনচল্লিশ সেকেন্ডের ভিডিও ছেড়েছেন তামিম ইকবাল। ছয় বলে হাঁকিয়েছেন পাঁচ ছক্কা। সামনে এগিয়ে নেওয়া একটি শটই যা মিস হয়েছে। বাকি সব বল উড়ে গিয়ে পড়েছে মাঠের এদিক-সেদিক। হার্ট অ্যাটাকের পর প্রথমবার মাঠে ফিরে বেজায় খুশি টাইগার ওপেনার।

নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুকে দেওয়া ভিডিওর ক্যাপশনে তামিম লিখেছেন, 'অসুস্থতার পর প্রথমবার মাঠে ফিরলাম। আলহামদুলিল্লাহ।' দর্শক-সমর্থকরা তার ফেরায় অভিনন্দন জানিয়েছেন। ভিডিওটি ইতোমধ্যে কয়েকশ শেয়ারও হয়ে গেছে।

ডিপিএল চলাকালে ঈদের আগে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন তামিম। ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক হয়। মৃত্যুর মুখ থেকে সে যাত্রায় বেঁচে ফেরেন। পরে জানা যায়, ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। হার্টে ব্লক ধরা পড়েছে। পরানো হয় রিং। এরপর ধীরে ধীরে সেরে ওঠেন তামিম।

এত বড় অসুস্থতার পর স্বাভাবিকভাবেই তামিম ছিটকে যান মাঠের বাইরে। জাতীয় দলের সাবেক এই অধিনায়ককে খেলায় এরপর ২৯ পৃষ্ঠায়

হামজাদের ইউরোপীয় দলের বিপক্ষে খেলাতে চায় বাফুফে

আজকাল স্পোর্টস

জুনের পর এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে বাংলাদেশের পরের ম্যাচ অক্টোবরে। এর আগে সেপ্টেম্বরে রয়েছে ফিফা উইন্ডো। সেখানে ইউরোপের দেশের বিপক্ষে খেলতে হামজা-শমিতদের খেলাতে চায় বাফুফে।

যদিও এখন পর্যন্ত প্রতিপক্ষ ঠিক হয়নি। তবে বাফুফের মাথায় দুটি ভাবনা রয়েছে। দেশের বাইরে খেলতে হলে ইউরোপিয়ান প্রতিপক্ষ বাছাই করবে তারা। তবে ঘরের মাটিতে যদি খেলতে হয় তখন আমন্ত্রণ জানানো হবে এশিয়ান কোনো দেশকে। জাতীয় দল কমিটির সভায় নেওয়া হয় এই সিদ্ধান্ত।

বাংলাদেশ সবশেষ ইউরোপিয়ান দেশের বিপক্ষে খেলেছে ২৪ বছর আগে। ২০০১ সালে ৩ মহাদেশের ১৩টি দল নিয়ে সাহারা কাপ আয়োজন করেছিল ভারত। বাংলাদেশের গ্রুপে পড়ে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা এবং যুগোস্লাভিয়া। কোচির জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে দুই দলের কাছেই হারে বাংলাদেশ। প্রথম ম্যাচে বসনিয়ার কাছে হজম করে ২ গোল। যুগোস্লাভিয়া চারটি গোল দিলেও বিপরীতে বাংলাদেশ পায় একটি গোলের দেখা। সেই গোলটি করেন সাবেক ডিফেন্ডার ফিরোজ মাহমুদ টিটু। তাঁর গোলেই ম্যাচের ৬ মিনিটে এগিয়ে যায় বাংলাদেশ কিন্তু পরে আর তা ধরে রাখতে পারেনি। ইউরোপের গল্প আজ স্মৃতিচারণ হলো আবারও। সভা শেষে বাফুফের সিনিয়র এরপর ৩৮ পৃষ্ঠায়

নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে আগামী মাসে সিদ্ধান্ত নেবেন নেইমার

আজকাল স্পোর্টস

ক্লাবের সঙ্গে খেলোয়াড়দের চুক্তির মেয়াদ শেষ দিকে আসলে নানা রকমের গুঞ্জন ভেসে বেড়ায় বাতাসে। অমুক খেলোয়াড় তমুক ক্লাবে যাচ্ছেন-এ রকম কিছু। অনেকের আবার চুক্তির মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কিছুই জানা যায় না। নেইমার হচ্ছেন শেষ তালিকার।

শৈশবের ক্লাব সান্তোসের সঙ্গে আগামী ৩০ জুন তার চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে। অর্থাৎ এক মাস পরই। কিন্তু এখনো কোনো সিদ্ধান্ত নেননি ব্রাজিলিয়ান এরপর ৩৮ পৃষ্ঠায়

জনগণ আসলে কী চা

৬ পৃষ্ঠার পর

সবকিছুই লেজেগোবরে হয়ে গেল কি না, সেই প্রশ্নও সামনে এসেছে।

বাস্তব অভিজ্ঞতা না থাকলে অনেক কিছুই যে দ্রুত গুবলেট পাকায়, তার বহু উদাহরণ এই ৯ মাসে তৈরি হয়েছে। এখন মনে হয় এই প্রশ্ন করার সময় এসেছে-একাত্তরকে এবং একাত্তরের নায়কদের নির্বাসিত করে কি এ দেশের ইতিহাস লেখা সম্ভব? এই প্রশ্ন করার সময় এসেছে, নির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্য না থাকায় এই সরকারের ওপর কত দিন জনগণ বিশ্বাস ধরে রাখবে?

এবার জিজ্ঞেস করা যায়, যে জনগণকে নিয়ে কথা হচ্ছে, সেই জনগণ আসলে কী ভাবছে, সে কথা কি এই সরকার অনুধাবন করতে পারছে? সাধারণ মানুষ তাদের জীবনযাপনে যে বিষয়টি এখন সবচেয়ে বেশি অনুভব করছে, তা হলো নিরাপত্তাহীনতা। কোনো অপরাধ ঘটলে কার কাছে যাবে তারা?

এই সময়ের একটা বড় বিপদ হলো মব সন্ত্রাস। এখানে এসে সরকার যেন শিখণ্ডী হয়ে বসে আছে। 'ডাক্তার আসিবার পূর্বে রোগী মারা গেল' বাক্যটির মতো 'মব আসিয়া সন্ত্রাস চালাইবার পর সরকারের টনক নড়িল' যেন এই মুহূর্তের বাস্তবতা হয়ে উঠেছে। জনগণ সবিস্ময়ে লক্ষ করেছে, নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও কারও কারও জন্য প্রধান উপদেষ্টার সরকারি বাসভবন যমুনার সামনে দাবিদাওয়া নিয়ে অবস্থান নেওয়া কত সহজ। আবার কারও কারও জন্য একই রকম দাবিদাওয়া নিয়ে সে পর্যন্ত পৌঁছানো কতটা কঠিন। কেন এটা হয়? কেন এই পক্ষপাতিত্ব? তাহলে কি এই সরকার কোনো এক দিকে হেলে আছে? জনগণের মনে এই প্রশ্ন জাগে। কারও জন্য সাত খুন মাফ, কারও জন্য খুনহীন অস্তিত্বও বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে।

জনগণ এ রকম প্রশ্ন করছে, করিডর দেওয়া বা বন্দরের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে পরামর্শ না করাটা এই সরকারের ভুল সিদ্ধান্ত কি না। নির্বাচনের একটা রোডম্যাপ ঘোষণা করা কি একটাই কঠিন ছিল?

এ রকম একটা অবস্থায় সবাই জনগণের নাম করে নিজেদের ফায়দা লোটার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। সব দল ক্ষমতায় এলেই জনগণকে বোকা ভাবতে শুরু করে। যে জনগণের জন্য তাদের এত ভাবনা, সেই জনগণ কী ভাবছে, সেটা কেন রাজনৈতিক নেতারা ভাবছেন না?

জনগণ আসলে কী চায়? ইনক্লুসিভ রাজনীতির কথা বলে রাজনীতির বিভাজন নিশ্চয়ই চায় না। ঘুষ-দুর্নীতি থেকে মুক্ত হওয়ার প্রত্যাশা করে। সবার গণতান্ত্রিক অধিকার বজায় থাকুক, মনে-প্রাণে তা চায়। শিক্ষালয়গুলোতে শিক্ষার পরিবেশ ফিরে আসুক, তা চায়। কথায় কথায় 'এর দোসর, ওর দোসর' বলে মানুষকে নাজেহাল করার বিরক্তিকর খেলার অবসান চায়। ধর্ম নিয়ে ব্যবসা করার সুযোগ সংকোচ করতে চায়। পরমতসহিষ্ণুতা চায়। রাজনৈতিক মাস্তানিকে রাজনীতি থেকে দূর করতে চায়। বাজারব্যবস্থায় সুস্থিতি চায়। কৃষকের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চায়। শ্রমজীবী মানুষের শ্রমের ন্যায্যমূল্য আদায় করতে চায়।

এ রকম আরও অনেক চাওয়া রয়েছে। জনগণ বিশাল মব নিয়ে প্রধান উপদেষ্টার সরকারি বাসভবন ঘেরাও করতে পারে না। জনগণ পরিকল্পিতভাবে যোগসাজশ করে কৌশলী খেলা খেলতে পারে না। সেই ইচ্ছাও তাদের নেই। তারা রাজনীতির এই বিশৃঙ্খল খেলা দেখতে দেখতে ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে গেছে। দলবাজি, চাঁদাবাজি, মিথ্যা ইত্যাদির চাপে আশা-আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ অন্তর্জলি হওয়ার আগেই জনগণ অন্তত স্বাভাবিক জীবনযাপনের গ্যারান্টি চায়।

এ দেশে একটা মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল, সে-কথা দেশের জনগণের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হয়। সেই মুক্তিযুদ্ধকে অপমান বা অবমাননা করার হাত থেকে বাঁচাতে চায় জনগণ। সে কথা জনগণের সেবক তথা রাজনীতিবিদদের বুঝতে হবে।

লেখক: উপসম্পাদক, আজকের পত্রিকা।

BECOME A REALTOR
রিয়েল এস্টেট পেশায় আসুন
Make SIX-FIGURE ($$$$$$) or more income/ year !
মাত্র ১ মাসেই লাইসেন্স করা সম্ভব
বছরে লক্ষ লক্ষ ডলার ($$$$$$) আয় করুন
YES, Sky is the Limit! NO MORE ODD JOB!
No Bossing! Work Independently
Work Part-time/ Full-time, We Help You:
Pass Real Estate Exam
[Salesperson in New York State]
মাতৃভাষায় ব্যাখ্যা করা হয়
Unlimited Package Deal- Flat Fee - Until You Pass
পাশ-চুক্তি পড়ানো- পাশের নিশ্চয়তা ১০০%
Real Estate Productivity Coaching

Azizul Hoque
[Realtor Hoque]
Consultant, Coach & Licensed Realtor
148-45 Hillside Avenue, Suite 201B
Jamaica, NY 11435
Phone: 347 451 7307
Email: realtorhoque64@gmail.com

kw LANDMARK II
KELLERWILLIAMS. REALTY

•Residential •Commercial • Investment
•Foreclosures •Auctions • Co-Op & Condo
•Short Sale •Hud • Rentals
•Bank Owned/ REO Properties

List Your Property Faster with TOP $$$
Free Market Analysis
Consultation

Azizul Hoque
[Realtor Hoque]
Licensed Realtor
realtorhoque64@gmail.com
azizul.hoque@kw.com
www.azizul-hoque.kw.com
347-451-7307
347-846-1200
347-846-1201
75-35 31st Avenue Suite. 202
Jackson Heights, NY-11370
realtorhoque64
AzizulH48770125
azizul-hoque-880064245

ঘরে বসে আয় করুন
আপনার কি বাবা, মা, আত্মীয় স্বজন,
বন্ধু বান্ধব কিংবা প্রতিবেশী অসুস্থ?
তাহলে এক্ষুনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে সর্বোচ্চ ইনকামের নিশ্চয়তা দিচ্ছি।

যোগাযোগ : ৯১৭ ৫১৯ ১১৫১

বাংলাদেশ কি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নিয়ন্ত্রণে চলে যাচ্ছে?

৫ পৃষ্ঠার পর

মেডিকেল চিকিৎসার প্রয়োজন হলে তাদেরকে বিনা পয়সায় কোন চিকিৎসা দেওয়া হয় না, এমনকি তাদের টেলিফোন ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে- লুকিয়ে লুকিয়ে কোন ব্যবহার করতে হয়। এমন অমানবিক আচরণের পরও তাদেরকে মারধর করত, ঘর বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়া হতো, এমনকি রোহিঙ্গা নারীদের ধর্ষণ করা হতো প্রতিনিয়ত। শেষ পর্যন্ত প্রায় সব রোহিঙ্গাই বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে।

মানবিক কারণে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেয়, তাদের জন্য ক্যাম্প নির্মাণ করে দেয়, তাদের থাকা-খাওয়া নিরাপত্তা নিশ্চিত করে দেয়। এরই মধ্যে জাতিসংঘ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে - বাংলাদেশ যেন রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেয় মানবিক কারণে। কিন্তু প্রশ্ন হল - বার্মার সামরিক জান্তা এসব রোহিঙ্গাদের পিটিয়ে দেশ ছাড়া করেছে, অমানবিক নির্যাতন করেছে, নারীদের ধর্ষণ করেছে, এসব বিষয়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কোন কথা বলছে না। বছরের পর বছর একটি সভ্য দেশের নাগরিকদের উপর নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে- সারা বিশ্বের মানুষ যেন চেয়ে চেয়ে দেখছে আর নীরবে এই নির্যাতন কে সমর্থন দিয়ে আসছে।

বাংলাদেশকে বাধ্য করছে রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিতে। জাতিসংঘ ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বলা হয়েছিল - তারা বার্মার জান্তা সরকারকে বাধ্য করবে রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে ফিরিয়ে নিতে। কে শোনে কার কথা- আজ রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের পরিবর্তে নতুন করে বাকি রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে ঢুকানো হচ্ছে - শেখ হাসিনা সরকারকে প্রেশার দেয়া হয়েছিল বাংলাদেশ যেন রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব প্রদান করে, তাদেরকে ভোটার আইডি প্রদান করে, রোহিঙ্গা সন্তানদের স্কুলে ভর্তির সুযোগ দেয়। বর্তমানে ড. ইউনূস সরকারকে ক্ষমতায় বসিয়ে ইঙ্গ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি নতুন করে খেলা শুরু করে দিয়েছে বাংলাদেশ নিয়ে। এবার নতুন করে যোগ হচ্ছে বাংলাদেশে করিডোর দিতে হবে আরাকান আর্মিকে, এই করিডোর নাকি ব্যবহার হবে রোহিঙ্গাদের জন্য ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দিতে - সে ত্রাণ জাতিসংঘ পাঠাবে। আর আরাকান আর্মি কে অস্ত্র সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে এই করিডোর ব্যবহার করে। এই সুযোগে বাংলাদেশের গোটা পার্বত্য অঞ্চল কে অস্থির করার জন্য আরাকান আর্মির সহজ অনুপ্রবেশ হবে বাংলাদেশে এবং একই সাথে বিভিন্ন সন্ত্রাসী গ্রুপ যেমন কুকি চিনের মত সন্ত্রাসীদের সহজ অনুপ্রবেশ ঘটানো হবে। এমনকি শুনেছি পার্বত্য এলাকায় খ্রিস্টান রাষ্ট্র স্থাপনের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা রয়েছে ইউরোপের এবং আমেরিকার। রোহিঙ্গা, আরাকান আর্মি, খ্রিস্টান রাষ্ট্র সবকিছুই হবে স্বাধীন বাংলার সার্বভৌমত্বকে বিলীন করে দেয়া।

হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বাড়ায় ইনফ্লুয়েঞ্জা

২২ পৃষ্ঠার পর

কের ঝুঁকি বেড়ে যায়।

৫. ইনফ্লুয়েঞ্জা সংক্রমণে সিস্টেমিক ইনফ্লামেশন, এনডোথেলিয়াল ডিসফাংশন ও এথেরোসক্লেরোটিক প্লাকের রাপচার হতে পারে। যা অ্যাকিউট করোনারি সিনড্রোম তথা হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বাড়ায়।

৬. ইনফ্লুয়েঞ্জা সংক্রমণের পিক টাইমে হার্ট ফেইলিওরের পেশেন্টদের হসপিটালাইজেশন ১৯% ইনফ্লুয়েঞ্জার কারণে হয়ে থাকে।

৭. ২০১০-২০১৮ সালের মধ্যে ৮০০০০-এর বেশি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের ওপর পরিচালিত সিডিসি-এর একটি গবেষণায় দেখা গেছে, ইনফ্লুয়েঞ্জা সংক্রমণে ভর্তি রোগীদের প্রায় ১২% পরবর্তীতে অ্যাকিউট হার্ট ফেইলিওর বা ইস্কেমিক হার্ট ডিজিজে আক্রান্ত হয়েছেন। যাদের ৩০%-এর আইসিইউ সাপোর্ট লেগেছে। ৭% হাসপাতালে মারা গেছেন।

৮. JAMA Network Open এ একটি মেটা-অ্যানালাইসিস প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে দেখা গেছে, ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন মেজর অ্যাডভার্স কার্ডিওভাস্কুলার ইভেন্টের ঝুঁকি ৩৪% কমাতে পারে। আরেকটি গবেষণায় দেখা গেল, ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন গ্রহণকারীদের মধ্যে অ্যাকিউট করোনারি সিনড্রোমের ঝুঁকি ৩৭% কম।

৯. ইউরোপিয়ান সোসাইটি অফ কার্ডিওলজি তাদের সর্বশেষ গাইডলাইনে অ্যাকিউট করোনারি সিনড্রোমের রোগীদের বার্ষিক ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন নিতে জোরালোভাবে রিকমেন্ড করেছে। মূলত মেজর অ্যাডভার্স কার্ডিওভাস্কুলার ইভেন্ট এবং মৃত্যুর ঝুঁকি কমাতে এই ক্লাস ওয়ান রিকমেন্ডেশান।

১০. আমাদের দেশে সেনিক্যাল ফ্লু হয় তার জন্য প্রধানত দায়ী ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস।

IEDCR & ICDDR,B-এর ডেটা বলছে, ইনফ্লুয়েঞ্জা সংক্রমণ বাংলাদেশে সারা বছরই হয়। তবে এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বরে বেশি হয়। সবচেয়ে বেশি হয় জুন ও জুলাই মাসে।

১১. হেলথ এক্সপার্টগণ রিকমেন্ড করছেন, পিক শুরু হবার আগেই অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি/মার্চ মাসে ভ্যাকসিন নিয়ে নিতে। বিশেষ করে হেলথকেয়ার ওয়ার্কার, বয়স্ক মানুষ, অন্তঃসত্ত্বা ও যাদের ক্রনিক ডিজিজ রয়েছে।

১২. হাত ধোয়া, মাস্ক পরা ও জনসমাগম যথাসাধ্য এড়িয়ে চলা ইনফ্লুয়েঞ্জা সংক্রমণ প্রতিরোধে সহায়ক।

লেখক: হৃদরোগ ও উচ্চ রক্তচাপ বিশেষজ্ঞ, ৩৯ তম বিসিএস, খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল।

UCS Ultra Credit Solutions Inc.

CREDIT REPAIR
ক্রেডিট রিপেয়ার

আমাদের সেবাসমূহঃ
পাবলিক রেকর্ড, কালেকশন একাউন্ট,
ব্যাংকক্রাপসি, ডেবট সেটেলমেন্ট,
লেট-পেমেন্ট, ষ্টুডেন্ট লোন,
মেডিক্যাল বিল ও কার রিপজিশানিং রিমুভাল।
(এটি একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান)

Public Record Removal, Collection Removal
Bankruptcy Removal, Debt Settlement, Debt Elimination

929-386-6426
929-386-4705

3716 73rd Street, Suite. 302-B (3RD FLOOR)
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
34-18 Northern Blvd, Suite # 5/14
Long Island City, NY 11101 (বাংলাদেশ কনস্যুলেট অফিসের উপর তলায়)

www.ultracreditsolutions.com

MITU DISABILITY CENTER

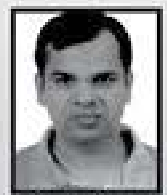
RONJAN (Consultant)
646-730-8416

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET
$500-$2500 PER MONTH
State Disability (TANF) • Federal Disability (SSI, SSDI)
Citizenship Without Exam N-648 Waiver
Personal Injury • Divorce • Bankruptcy • Immigration
Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Loan Modification • Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন
* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

37-47 73 St. #215, Jackson Heights NY 11372
TEL: 718-701-2666

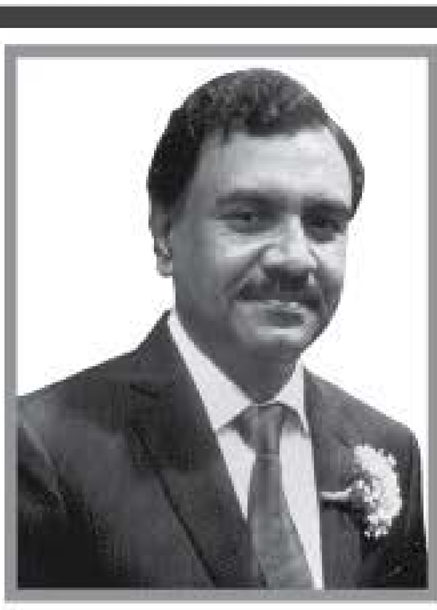

ডাঃ গোবিন্দ পাল
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Attending Physician
Wyckoff Heights
Medical Center

Gobinda Paul M.D., F.A.C.P.
Board Certified in Internal Medicine

- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য সুলভে পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারিরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
- বয়সভিত্তিক বিভিন্ন রোগের টিকা দিয়ে ভবিষ্যতে নিরাপদ থাকুন।

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি। অফিসে আসার পূর্বে অনুগ্রহ করে ফোন করুন।

GOBINDA PAUL PHYSICIAN P.C.
An Ideal Healthcare Unit for Curative and Preventive Medicine

Visiting Hours: Mon-Fri : 6PM-9PM
Sat or Sun : 9AM-2PM

87-38 168 Pl, Jamaica, NY 11432
P: 718-874-0076, F: 718-841-7499
E-mail : GobindaPaul.PC@outlook.com

মহিলা দাঁতের ডাক্তার
NAEEMA BHUIYA, D.D.S
নাঈমা ভূঁইয়া, ডি.ডি.এস
Program Director, Department of Dentistry, Lincoln Hospital

* রেফারেন্সের প্রয়োজন নেই। সরাসরি চলে আসুন
* আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
* স্বল্প মূল্যে দাঁতের সবধরনের চিকিৎসা করা হয়

87-48, 168 Street, Jamaica, NY 11432
Tel: 718-206-0601, Fax: 718-206-0603

রুমী ডেন্টাল ল্যাব

আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত(Unbreakable, Flexi,Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।

Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)
Tel: 718-414-4760

USR BROKERAGE CORP.

USR BROKERAGE

আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স করে থাকি

★HOME ★BUSINESS ★AUTO ★WORKERS' COMPENSATION

MULTI-CARRIER ACCESS:
ALLOWS US TO COMPARE PRICES FROM MULTIPLE CARRIERS.

MD ABDUR ROUF

President

Electrical and Computer Engineer NYIT, NY
Cybersecurity and Cyber Insurance Specialist
Licensed Property and Causality Insurance Broker

+1 (646) 270 4861, +1 (631) 565 4334

usrbrokerage.com | a.rouf@usrbrokerage.com, info@usrbrokerage.com
37- 21 72 Street, Suit # 2, Jackson Heights, New York 11372

LIBERTY REAL ESTATE SCHOOL

NYS Approved Real Estate School

রিয়েলএস্টেটের লাইসেন্স করুন
বছরে লক্ষ ডলার আয় করুন

বিস্তারিত তথ্য এবং ক্লাসের সময় সুচি জানতে কল করুন **+1 (929) 393-8620**

- SALESPERSON COURSE : 75 HOURS
- CONTINUING EDUCATION : 22.5 HOURS
- BROKER COURSE : 45 HOURS

YOU LEARN :

The easiest way to buy and sell a home
Learn for Being a professional Realtor or for knowledge
Buying and selling a home as an investment
The market price of house goes up and down
Buy for profit, sell for profit (fix-flip)
What to do to buy your own house
Rules of buying and selling properties
Different types of mortgage loans

Jackson Heights Office: 37-22 73rd Street, Suite 2A
Jamaica Office: 167-16 Hillside Avenue
917 781 0647, 929 399 9352
libertyrealestateschool@gmail.com

হোমিও চিকিৎসা

এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্লান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *মরুভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *এ্যাজমা *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal

72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

জব জব হেল্প জব

Job Help Application Processing Service

917-500-3937

* পোষ্টাল জব
* ফেডারেল জব
* স্টেট জব
* এম. টি. এ জব
* সিটি জব
* রেজুমী তৈরী
* কভার লেটার
* সিটিজেনশীপ এপ্লিঃ প্রঃ
* নিউ পাসপোর্ট/রিনুয়েল
* ডুয়েল সিটিজেনশীপ
* ফুড স্ট্যাম্প
* ডিজএবিলিটি (SSI)
* সসিয়াল সিকিউরিটি (SS)
* রিটারম্যান্ট বেনিফিড

Md. Ali
B.Sc. LLB
Chittagong University
Retired Govt. Officer
Bangladesh

148-45, Hillside Ave, 2nd Fl, Suite 204
Jamica, NY 11435

Phone/Fax: 917-300-6160

অ্যামা অ্যাওয়ার্ডে ইতিহাস গড়লেন বিলি আইলিশ

৪৬ পৃষ্ঠার পর

টিভি অনুষ্ঠানে গান গাইলেন এ শিল্পী। লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন স্যার রড স্টুয়ার্ট। অনুষ্ঠানে আরো গান গেয়েছেন ব্লেক শেলটন, বেনসন বুন, গোরিয়া এস্তেফান, লেইনি উইলসন, গোয়েন স্টেফানি, রেনে র‍্যাপ, অ্যালেক্স ওয়ারেন প্রমুখ।

অ্যামার ৫১তম এ আসরে নিউ আর্টিস্ট অব দ্য ইয়ার ক্যাটাগরিতে চমক দেখিয়েছেন গ্রেসি আব্রামস। বেনসন বুন, চ্যাপেল রোয়ান, শেবুজি, টেডি সুইমস ও টমি রিচম্যানের মতো প্রতিদ্বন্দ্বীদের পেছনে ফেলে এ পুরস্কার জেতেন তিনি। যৌথ অ্যালবাম ক্যাটাগরিতে 'ডাই উইথ আ স্মাইল'-এর জন্য পুরস্কার পেয়েছেন লেডি গাগা ও ব্রুনো মার্স। এ ক্যাটাগরির অন্যতম দাবিদার ছিলেন 'ফোর্টনাইট'-এর দুই শিল্পী টেলর সুইফট ও পোস্ট মেলোনি।

মিউজিক ভিডিওর পুরস্কারও পেয়েছেন লেডি গাগা ও পোস্ট মেলোনি জুটি। মেইল পপ আর্টিস্টের পুরস্কার পেয়েছেন ব্রুনো মার্স। যদিও এ ক্যাটাগরির অন্যতম দাবিদার ছিলেন বেনসন বুন। মেইল কান্ট্রি আর্টিস্টের অ্যাওয়ার্ড নিয়েছেন পোস্ট মেলোনি। এ ক্যাটাগরিতে বাজিমাত করার আশা করেছিলেন শেবুজিও। মেইল হিপহপ আর্টিস্ট অ্যাওয়ার্ড জিতেছেন র‍্যাপার এমিনেম। এ ক্যাটাগরিতে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ড্রেইক, ফিউচার, কেন্ড্রিক ল্যামার প্রমুখ। ফিমেইল হিপহপ আর্টিস্ট হয়েছেন মেগান দি স্ট্যালিয়ন। তিনি পেছনে ফেলেছেন ডোয়েচি, গোরিলা, ল্যাটো এবং সেক্সি রেডকে। হিপহপ অ্যালবাম হিসাবে বিবেচিত হয়েছে এমিনেমের 'দ্য ডেথ অব দ্য স্লিম শ্যাডি'। আর হিপহপ সঙ-এর পুরস্কার পেয়েছে কেন্ড্রিক ল্যামারের 'নট লাইক আস'।

মেইল ল্যাটিন আর্টিস্ট হয়েছেন ব্যাড বানি এবং ফিমেইল ল্যাটিন আর্টিস্টের পুরস্কার জিতেছেন বেকি জি। এ ক্যাটাগরির অন্যতম দাবিদার ছিলেন কলম্বিয়ান গায়িকা শাকিরা। যদিও ফেভারিট ল্যাটিন সঙ-এর পুরস্কার পেয়েছে শাকিরার গাওয়া 'সোলটেরা' গানটি। রক সঙ হিসাবে পুরস্কার পেয়েছে আলোচিত দল লিংকিন পার্কের 'দ্য এম্পটিনেস মেশিন'। চার্লি এক্সসিএক্স-এর মতো সেনশেনকে হারিয়ে আকর্ষণীয় ড্যান্স আর্টিস্ট হিসাবে পুরস্কার পেয়েছেন লেডি গাগা।

গাড়ি ভাড়া

জরুরি ভিত্তিতে UBER/ LYFT এর জন্য গাড়ি ভাড়া Rent for Ford Explore TLC plate Uber X & XL immediately. 2020 Ford explorer 89k miles asking $450 weekly, super mint condition

Please call

(917) 770-1341

জ্যাকসন হাইটসে বাংলাদেশীদের দ্বারা পরিচালিত ড্রাইভিং স্কুল

কেন সবাই আমাদের ড্রাইভিং স্কুলে শিখতে চায় — সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

- আমাদের ফি যুক্তিসঙ্গত এবং সেবা অতুলনীয়
- মহিলা পুরুষ ও বয়স্ক সবার প্রতি সমপরিমান যত্ন নিয়ে শিখিয়ে থাকি
- আমাদের সব প্রশিক্ষক NYS Instructor License প্রাপ্ত এবং খুবই ধৈর্যশীল।
- আমাদের স্কুলে পাশের হার সবচেয়ে বেশী
- প্রতি দশজনের আটজন আমরা প্রাক্তন ছাত্র/ছাত্রীর রেফারেন্স থেকে পাই
- আপনি যদি আমাদের সেবায় সন্তুষ্ট হন তবে, অন্যজনকে বলুন আর যদি সন্তুষ্ট না হন তবে আমাদেরকে বলুন

অন্য ড্রাইভিং স্কুলের প্রচারনায় বিভ্রান্ত হবেন না। আমাদের প্যাকেজ ডীলে একই মূল্যে পাচ্ছেন পাঁচ ঘন্টার ক্লাসের সার্টিফিকেট যা অন্যস্থানে পাচ্ছেন না।

৩৩০ ডলারে পাচ্ছেন

★ ৫টি রোড লেসন,
★ রোড টেস্টের দিন গাড়ী
★ পাঁচ ঘন্টার (5 Hours) ক্লাস
★ অতি অল্প মূল্যে গাড়ী ইন্সুরেন্স করে থাকি Defensive Driving Class দেয়া
★ নতুন অটোমেটিক গাড়ী (A/C) সহ

● অত্যন্ত সহজ উপায়ে পার্কিং শিক্ষা
● আপনার সময়ই আমাদের সময়

যোগাযোগ : অভিজ্ঞ ইনস্ট্রাক্টর রহমান 917-378-0353

Full Insured & Licensed by New York State

PUPIL DRIVING SCHOOL

37-16 73rd Street (Suit#201) 2nd Floor, Jackson Heights, NY 11372

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই যোগাযোগ করুন

আমাদের সার্ভিস

নিউ ইয়র্ক ফিল্ম একাডেমী থেকে প্রকাশিত

২০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কর্মী দ্বারা পরিচালিত

স্বল্প খরচে, দ্রুত ডেলিভারি

বিয়ে, জন্মদিন, বিজিনেস পার্টি, কালচারাল প্রোগ্রাম হাই কোয়ালিটি নিশ্চিত করা হয়

যোগাযোগ: আমাদের সার্ভিস
+১ (৯১৭) ৫১৯ - ১১৫১
amader.services@gmail.com

JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER

সেলস এবং রিপেয়ার

Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।
Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।
GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।
সবধরনের Accesories পাওয়া যায়
সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।

ultra mobile · simple mobile · h2O · T-Mobile · univision mobile · Lycamobile

Ph : (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733

37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

FAMOUS DRIVING SCHOOL

73-16 Roosevelt Ave., 2nd FL, Jackson Heights, NY 11372

Between 74 Street & 73 Street

Tel: 718-424-8890 /347-497-8544

(Full Insured & Licenced by New York State, DMV)

1 — 5 Lesson Package Include
- 5 Road Lesson
- Car For Road Test
- Road Test Apointment
- 5 Hrs Class
- Easy Way to Teach: Paralal Park, Broken U Turn & Everything

We Provide Individual Lesson Also

2 — 10 Lesson Package Include
- 10 Road Lesson
- Car For Road Test
- Road Test Apointment
- 5 Hrs Class

We provide Defensive Class (DDC) for TLC, Insurance & 4 points

Please Call Now

৩০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন DMV অনুমোদিত অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ইনস্ট্রাক্টরের কাছে ড্রাইভিং শিখুন

স্বদেশ ড্রাইভিং স্কুল

ঃ সেবা সমূহ ঃ

* রোড লেসন ০৫/১০/১৫ লেসনের প্যাকেজ ডিলস্
* DMV Quick রোড টেস্ট
* 5 Hour (Per- License Class) Certificate
* 6 Hour DDC (ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং সার্টিফিকেট) for Insurance & Points
* High Way Lesson
* Available Schedule
* DMV Service

মহিলাদের জন্য অত্যন্ত ধৈর্য্যসহকারে অভিজ্ঞ মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শেখানো হয়।

যোগাযোগ

Swadesh Driving School
37-13 74th ST. FL-2
Jackson Heights NY-11372
Phone: 718 255 1231
Cell: 929 670 2871
E-mail: swadeshdrv@gmail.com

UNIQUE TAX & MULTI SERVICES

* INCOME TAX (ALL STATES)
* BUSINESS TAX
* INDIVIDUAL TAX ID (ITIN)
* OPEN NEW BUSINESS
* IMMIGRATION HELP
* NOTARY AND MANY MORE

ABDUR RASHID
B.S.S (Honors) M.S.S (Economics)
Dhaka University, Bangladesh.

IRS ACCEPTANCE AGENT
IRS E-FILE PROVIDER

168-25 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY 11432
(সাগর রেষ্টুরেন্টে-এর উপরে)

Cell: 718 -736- 4095

Email: rashidtax2@gmail.com

ভ্রমন সেবার জগতে একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

দীর্ঘ ২০ বছরের অভিজ্ঞতা

রহমানিয়া ট্রাভেল সার্ভিসেস

Rahmania Travel Services
Best Service is our Goal

৭ দিনই খোলা

Emirates | Biman | EGYPTAIR | QATAR | ETIHAD | KUWAIT AIRWAYS | Saudi Arabia

IATA ACCREDITED AGENT

বাংলাদেশসহ পৃথিবীর যেকোন দেশে ভ্রমণের জন্য আমরাই দিচ্ছি সর্বনিম্ন মূল্যে টিকিট বিক্রয়ের নিশ্চয়তা

PLACID EXPRESS | small world | ria Money Transfer

দেশে যাওয়ার পথে অল্প খরচে পবিত্র ওমরাহ্ পালনের সুযোগ নিন

International/Domestic টিকিট ১০০% সীট কনফার্ম করার পর আমাদের অফিস থেকে ইস্যু করে থাকি।

718-205-3270
718-205-2677
646-322-1654

আমাদের সার্ভিস সমূহ

Ticket:
International/Domestic
Visa Services
Umrah Package
5 Years Multiple
Bussiness Visa (SAUDI)
Money Transfer
6 Hours Defensive

37-15 73rd Street, Suite 203 (Bangladesh Plaza)
Jackson Heights, NY 11372, Email: rahmaniatravel@yahoo.com

Magical Natural & Homeophathy Inc

25 Years of Experience and Reliable in NM

মোঃ সালাহউদ্দিন
আমেরিকায় গ্রীণ মেডিসিন সনদপ্রাপ্ত
Email: magicalhomeo2016@gmail.com

চিকিৎসা-

কোভিড, যৌন, কিডনি, ক্যান্সার, পেইন, পাইলস, মেয়েলি কিংবা জটিল রোগে ভুগছেন। বারবার চিকিৎসা করেও ভালো হচ্ছেন না? ন্যাচেরাল মেডিসিনে ফ্রি পরামর্শ ও ঔষধ পেতে (যে কোন ষ্ট্যাট) আজই মেসেজ অথবা কল করুন।

By Appointment only or Call : +1-917-470-6395

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
basharlaw.com

সবধরনের ইমিগ্রেশন সমাধানে

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি

Khairul Bashar
Attorney At Law
(MBA., LL.M.)

* ফ্যামেলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
* অ্যাসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
* ওয়েভারস (I-601, I-601A & 1-212)
* বর্ডারে গ্রেপ্তার, ডিটেনশন ও বন্ড
* আপিল ও রিট অব ম্যানডামাস
* U - ভিসা, VAWA & SIJS
* EB-1, EB-2 NIW & EB-3
* বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
* কনস্যুলার প্রসেসিং ও 221 (g) ভিসা রিফিউজাল

718-775-8509
212-464-8620

khairul@basharlaw.com

72-32 Broadway
Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372

1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D. C. 20006
Tel: (888) 771- 4529

Admitted in Washington D.C. and Alabama State Bar
Practice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

JK Gain Multi

'আমাদের সকল গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই বাংলা নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা।'

J. K. GAIN MULTISERVICES

জে.কে. গাইন মাল্টি সার্ভিসেস্

Notary Public

প্রতি রবিবার একাউন্টার ফ্রি কর্মশালা

LOW COST GUARANTEE

Authorized IRS e-file Provider

* **TAX SERVICES**
* **INSURANCE**
  * Life Insurance — MassMutual
  * Health • Auto • TLC
  * Home • Business
* **Immigration Services**
* **DDC.** (6 Hrs. Defensive Class)
* **Private Service Bureau** (DMV Approved)

Jaydeb Gain

Tel: **347-536-5107**
Office: **917.396.4509**
41-15 75th Street, Suite 2
Elmhurst, NY 11373
gain_jaydeb@yahoo.com
www.JKGainMulti.com

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন

যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন
Tel: 646-267-7751, 917-519-1151
Email: ajkalnews@gmail.com
OFFICE 71-16 35th Ave Jackson Heights NY 11372.

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসে ১ বেডরুম ভাড়া ২০০০ ডলার, ভেলিসিট্রম লং-আইল্যান্ডে ২ বেডরুম ভাড়া ২,০০০ ডলার। ওজোন পার্ক কুইন্সে ৩ বেডরুম, ১ বাথরুম ভাড়া ৩০০০ ডলার। ব্রুকলিনের ইস্ট নিউইয়র্কে ৪ বেডরুম - ২ বাথরুম, ভাড়া ৩,৫০০ ডলার। কুইন্সের হলিসে মনোরম পরিবেশে ৮ বেডরুম, ৫ বাথরুম বাসা ভাড়া হবে, ভাড়া ৬,৫০০ ডলার।
আমরা CityPHEPS, Section-8 প্রোগ্রাম গ্রহণ করি। ভাড়া দিতে বা নিতে আজই যোগাযোগ করুন : ৩৪৭-৪৬৫-৩২২০
কামরুজ্জামান বাচ্চু, রিয়েলটর আইল্যান্ড অ্যাডভ্যান্টেজ রিয়েলটি
(০১/১০/০০/০৭/সি)

বাসা ভাড়া

উডসাইডের ৬৯ স্ট্রিট রুজভেল্ট এভিনিউ ৭ ট্রেনের এক ব্লক দূরত্বে, এম আর ট্রেন এবং মসজিদ সংলগ্ন প্রাইভেট হাউজের নিরিবিলি পরিবেশে প্রথম তলায় দুই বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে।
ফোন : ৩৪৭-৭৫৭-১৩০০
(০৫/৩০/০১/০১)

বেসমেন্ট ভাড়া

সাটফিন বুলেভার্ড ১১৫ রোড, কিউ-৬ ও ই ট্রেনের স্টেশনের কাছে সম্পূর্ণ রেনোভেটেড এক বেডরুমের বেসমেন্ট স্বামী-স্ত্রী অথবা কর্মজীবি পুরুষের নিকট ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : ৩৪৭-৯৩০-৪৫২৯
(০৫/৩০/০২/০৩)

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকায় ১৭১ স্ট্রিট হিলসাইড এভিনিউতে দুই বেডরুমের বাসা ছোট ফ্যামিলির কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। লিভিং রুম আলাদা। ভাড়া ১৭০০ ডলার।
ফোন : ৩৪৭-৮৩৭-৭৩৩৪
(০৫/৩০/০১/০৯)

আজকালে বিজ্ঞাপন দিতে আজই কল করুন **646-267-7751**। ফোনেও বিজ্ঞাপন নেয়া হয়। চাইলে এই নাম্বারে টেক্সট ম্যাসেজ করতে পারেন। একই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপেও বিজ্ঞাপন দেয়া যায়। এছাড়া ইমেইলেও বিজ্ঞাপন পাঠানো যায়। ajkalnews@gmail.com

বাসা ভাড়া

আগামী ১ জুন থেকে জ্যামাইকার প্রাইম লোকেশানে একদম নতুন নির্মিত বাড়ির ২য় তলায়ে ৪ বেড/২ বাথ এবং আধুনিক কিচেন সম্বলিত বাড়ি ভাড়া হবে। এটি কিউ-৪, কিউ-৫, কিউ-৮৪ ও কিউ-৮৫ বাসের থেকে ১ মিনিট হাঁটা দূরত্বে, এবং জ্যামাইকা সেন্টার হতে ৬ মিনিট (ড্রাইভিং) দূরত্বে অবস্থিত। বাড়ির বিপরীতে মিডল স্কুল, অন্যান্য স্কুল, বড়ো বড়ো গ্রোসেরি ও দোকান আছে। চাকুরীজীবি অথবা ছাত্রছাত্রী হলেও চলবে। ঠিকানাঃ ১০৮-২২ ১৬৭ স্ট্রিট, জ্যামাইকা, নিউ ইয়র্ক।
যোগাযোগঃ ৩৪৭-৫৫৩-৯৩০৯ অথবা ৩৪৭-৮৬৭-৩৮৫১
(০৫/৩০/০২/০২)

বেসমেন্ট ভাড়া

আগামী ১ জুন থেকে জ্যামাইকায় সাটফিন বুলেভার্ড, ১৩৯ স্ট্রিট ও ৯০ এভিনিউতে ফাস্টফ্লোরে তিন বেডরুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। বাসা কাছেই ই, এফ, জে, জেড, লং-আইল্যান্ড ট্রেন এবং বাস স্টপ।
ফোন : ৬৪৬-২৫৮-৮৭৮৬
(০৫/২৩/০২/১০)

বেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্সের বেলরোজে একটি দুই বেডরুম ও এক বাথরুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া ২৮০০ ডলার। একই সঙ্গে একটি তিন বেডরুম ও এক বাথরুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া ৩৪০০ ডলার। সেকশন এইড ওয়েলকাম।
ফোন : ৭১৮-৭৯১-৬৯৩১
(০৫/২৩/০২/০৫)

বাসা ভাড়া

মেসপ্যাথ/উডসাইডে ব্র্যান্ড নিউ দুই বেডরুমের সেমিবেসমেন্ট, এপার্টমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। 6802 52 Drive,Maspeth, NY. এক ব্লকের মধ্যে সুপার মার্কেট এবং গ্রোসারি শপ। ৫ মিনিটে মেজর হাইওয়ে, হাফ ব্লক পর বাস স্টপ। ম্যানহাটন থেকে ২০ মিনিটের দূরত্ব।
ফোন : ৯১৭-৪৯৬-৩১৪৬
(০৫/২৩/০২/০৪)

বাসা ভাড়া

লং আইল্যান্ডের অভিজাত এলাকা লিনব্রোকে (জ্যামাইকার সন্নিকটে) দুই বেডরুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : ৯১৭-৫১৯-১১৫১

বাসা ভাড়া

লং-আইল্যান্ডের বে-শোর, পাইন এয়ার ড্রাইভ এলাকায় বড় দুই বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। টেঙ্গার মল ও ডিয়ার পার্ক, এলআইআরআর এর খুব কাছে। নো পেট, নো স্মোকিং।
ফোন : ৯১৭-২৮৫-৬২৪৩
(০৫/০৯/০৪/১২)

House for Rent

3 bedrooms in East Elmhurst $3400, Two bedrooms in Jamaica Estate 3,000.Two bedrooms in Queens Village $2500, Four bedrooms in South Jamaica $3,500,Two bedrooms in Woodhaven $3,000, One bedroom in Parkchester Condo ,Bronx $2,100 One bedroom basement in Valley Stream $1,800,One bedroom basement in Jamaica $1,600, One bedroom basement in Freeport $1600.
We accept CityPHEPS, PHEPS, Section 8 programs.
Call:347-465-3220
Kamruz Zaman Baccu
Island Advantage Realty

বাসা ভাড়া

ওজোন পার্কে প্রাইভেট হাউজের প্রথম তলায় দুটি প্রশস্ত বেডরুম রান্নাঘর, একটি ডাইনিংরুম, একটি প্রশস্ত লিভিং রুম এবং এক বাথরুমসহ বাসা আগামী ১ জুলাই থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। ১০১-৩৯ ১০০ স্ট্রিট ওজোন পার্ক। সাবওয়ে ও বাস স্টেশন ৫-১০ মিনিটের মধ্যে।
ফোন : ৬৪৬-৬৬৭-৬৮৫৮(রিতা)
(০৫/৩০/০২/০৮)

বাসা ভাড়া

ফরেস্ট পার্কের কাছে তিন বেডরুমের একটি বেসমেন্ট ভাড়া হবে। জে ট্রেনের অতি নিকটে।
যোগাযোগ করুন : ৬৪৬-২৬২-৩৭৯৪
(০৫/১৬/০২/০৫)

বাসা ভাড়া

সাউথ জ্যামাইকার কুইন্সে একটি এক বেডরুমের ফুল বেসমেন্ট জুনের ১ তারিখ থেকে ভাড়া হবে। আলাদা এন্ট্রান্স। এসি ও ওয়াল টু ওয়াল কার্পেট আছে।
ফোন : ৩৪৭-৪৮৪-০৬৩

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা হলিসে ২১৩ স্ট্রিট ও জ্যামাইকা এভিনিউতে প্রাইভেট হাউজের দোতলায় দুই বেডরুম, লিভিং, কিচেন ও বাথরুম, বড় ব্যালকনিসহ বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। নিউলি রেনোভেটেড। ভালো নেইবারহুড। কিউ-১১০ বাস সন্নিকটে।
646-591-8396

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা হলিসে ২১৩ স্ট্রিট ও জ্যামাইকা এভিনিউতে প্রাইভেট হাউজে তিন বেডরুম, লিভিং, কিচেন ও বাথরুমসহ বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। নিউলি রেনোভেটেড। ভালো নেইবারহুড। কিউ-১১০ বাস সন্নিকটে। গ্যাস ও বিদ্যুৎ মিটার আলাদা।
646-591-8396

দোকান-অফিস ভাড়া

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে, প্রাইম লোকেশনে, ৭৩ স্ট্রিটের মাথায় কিংস প্লাজায় দুটি অফিস স্পেস ভাড়া দেওয়া হবে। এছাড়া সাবওয়ের ভিতরে একটি দোকান ভাড়া দেওয়া হবে।
917-213-2816(11am-11pm)

অফিস ভাড়া হবে

পারসন বুলেভার্ডের নিকটে হিলসাইড এভিনিউর ওপরে এক বা একাধিক স্টোর ফ্রন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া ১০০০-৩০০০ ডলার (অফিস সাইজের ওপর নির্ভরশীল)।
আগ্রহীরা অতিসত্তর যোগাযোগ করুন।
– ফোন –
929-206-9520

কনস্ট্রাকশন কাজ

আমরা কনস্ট্রাকশনের নিম্নবর্ণীত কাজ করে থাকি। Plumbing, Electrical, Boilar মেরামত, দরজা, জানালা, ফ্লোর, কিচেন, বাথরুম পরিবর্তনসহ প্রকার Interior work, Violation remove, ওয়ান ফ্যামিলি থেকে টু ফ্যামিলি পরিবর্তনের জন্য DOB ফাইল প্রস্তুত করে থাকি।
সাইফুল ইসলাম মিলন : **646-261-3040**

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার কুইন্স হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় প্রাইভেট হাউজের দ্বিতীয় তলায় একটি ৩ বেডরুমের বাসা আগামী জুন থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। বাসার কাছেই বাস স্টপ।
ফোন : ৪৬৯-৮৮৮-৩৮৫৩
(০৫/২৩/০২/০৯)

বাসা ভাড়া

সাউথ ওজোন পার্কে এ ট্রেনের ১১১ স্ট্রিট সাবওয়ে স্টেশনের দুই ব্লক দূরে এক বেডরুম, এক বাথরুম ও এক কিচেনের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। স্বামী-স্ত্রী অথবা মহিলা।
ফোন : ৩৪৭-৮৯১-৭১৪৫, ৩৪৭-২৬০-৭৭৭০

ঘরে বসে আয় করুন

আপনার কি বাবা, মা, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব কিংবা প্রতিবেশী অসুস্থ?

তাহলে এক্ষুনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে সর্বোচ্চ ইনকামের নিশ্চয়তা দিচ্ছি।

যোগাযোগ : ৯১৭ ৫১৯ ১১৫১

ড্রাইভিং শিখুন

বিশ্বাসযোগ্য ড্রাইভিং স্কুলে ড্রাইভিং শিখুন। অভিজ্ঞ মহিলা ইনস্ট্রাক্টর দ্বারা মহিলাদের যত্ন সহকারে ড্রাইভিং শিখানো হয়।

যোগাযোগ
৯২৯ ৩৮৬ ৯৩০৫

ব্রডওয়ে ড্রাইভিং স্কুল

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন
যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন
Tel: 646-267-7751, 917-519-1151
Email: ajkalnews@gmail.com
OFFICE
71-16 35th Ave
Jackson Heights
NY 11372.

রুম ভাড়া

রুম ভাড়া

ব্রঙ্কসের ১৩২০ নোবেল এভিনিউতে এবং ১৭২ স্ট্রিট ও ১৭৪ স্ট্রিটের মাঝে ফ্যামিলি বাসার শেয়ারে থাকার জন্য এক রুম ভাড়া দেওয়া হবে। দ্বিতীয় তলায়, শুধুমাত্র ছাত্রী অথবা কর্মজীবি নারী।
ফোন : ৩৪৭-৪৩৫-৮৬৮৭
(০৫/০৯/০৪/০৫)

রুম ভাড়া

আগামী ১ জুন থেকে ৪১১১-৭৩ স্ট্রিট জ্যাকসন হাইটসে একটি বেডরুম ভাড়া দেওয়া হবে। স্বামী-স্ত্রী অথবা ২ জন ব্যাচেলর। বাথরুম-কিচেন শেয়ার করতে হবে।
ফোন : ৯১৪-৪৬৯-৭৬৫১, ৯২৯-৭৩৯-৭৩২৯
(০৫/৩০/০১/০৪)

রুম ভাড়া

১৩০ স্ট্রিট লিভার্টি এভিনিউতে দুইটি বড় রুম ব্যাচেলর/স্টুডেন্টের কাছে ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : ৭১৮-৫২৬-৫৯৭৩, ৬৩১-৯৪৯-৭৪৯৯
(০৫/১৬/০২/১৪)

এটিক ভাড়া

হিলসাইডে ২৪১ স্ট্রিট ৮৭ এভিনিউ বেলরোজ-এ একজন কর্মজীবি মহিলার নিকট ফুল ফার্নিশড এটিক স্টুডিও রুম ভাড়া দেওয়া হবে।
যোগাযোগ : ৭১৮-৯০৯-৭৫৩৩, ৩৪৬-৬৬৪-৩৭৭৬
(০৫/২৩/০২/০৪)

রুম ভাড়া

উডসাইডে ৩১ এভিনিউ ও ৬৯ স্ট্রিটে প্রাইভেট বাসায় একটি রুম একজন মেয়ে বা স্টুডেন্টের কাছে ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : ৩৪৬-৫৪৫-১৮২৪
(০৫/২৩/০১/০২)

Room Rent

৮৮-১১ ১৭১ স্ট্রিট, জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক-১১৪৩২, প্রাইভেট হাউজের সেকেন্ড ফ্লোরে এটাচড বাথরুমসহ সেপারেট এক রুম ভাড়া দেওয়া হবে। নিউলি রেনোভেটেড। হিটার, ইলেকট্রিসিটি বিল ফ্রি। কিচেন সুবিধা নাই। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। ব্যাচেলর অগ্রাধিকার। এক ব্লকের মধ্যে এফ ট্রেন।
ফোন : ৬৩১-৮৩৩-৬৮২৩
(০৫/৩০/০২/০৭)

রুম ভাড়া

এস্টোরিয়ায় ৩৫ এভিনিউ ও ৩৪ স্ট্রিটে এপার্টমেন্ট ভবনে দ্বিতীয় তলায় একটি বড় বেডরুম ভাড়া দেওয়া হবে। এন, ডব্লিউ ও আর ট্রেন সংলগ্ন।
ফোন : ৯১৭-৮৪৭-৩৯৩৫
(০৫/৩০/০২/০৭)

রুম ভাড়া

২১১ হিলসাইড কুইন্স ভিলেজে সেকেন্ড ফ্লোরে সম্পূর্ণ ফার্নিসড আলাদা একটি রুম ১ জুন থেকে ভাড়া হবে। স্বামী-স্ত্রী দুই জন বা একজন।
ফোন : ৩৪৭-৫৬৭-৭৮৮৫
(০৫/২৩/০২/১৫)

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইটসের প্রাইভেট বাড়িতে ই, এফ, এম, আর এবং ৭ ট্রেনের সন্নিকটে ৪ রুমের বাসা ২টি ফ্যামিলি অথবা ব্যাচেলারের কাছে ভাড়া হবে। ১টি ১ বেডরুমের বাসা ৩/৪ জন পুরুষ ব্যাচেলারের কাছে ভাড়া হবে। ১টি বড় রুম ১/২ জন স্টুডেন্ট পুরুষের কাছে ভাড়া হবে। অধূমপায়ী হতে হবে। ১ জন রুমমেট আবশ্যক। কিচেন, বাথরুম শেয়ারিং। ২টি পার্কিং, ২টি অফিস রুম, ২টি স্টোরেজ ভাড়া হবে।
যোগাযোগ : ৩৪৭-৮৮১-৭৬৫৩, ৩৪৭-৯৪৪- ৩৭৭০
(০৫/৩০/০২/০৭)

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইটস আপনা বাজারের পার্শের এ্যাপার্টমেন্টে একটি ছোট রুম একজনের জন্য ভাড়া দেওয়া হবে।
যোগাযোগ : রানা (অবকাশ) ৯১৭ ৯১৬ ৭৮৭৮
(০৫/১৬/০০/১৩/এস)

বাড়ি-কন্ডো-হাউজ বিক্রি

রুমমেট

৬৯ স্ট্রিট রুজভেল্ট এভিনিউ ৭ ট্রেনের এক ব্লক দূরত্বে, এম আর ট্রেন এবং মসজিদ সংলগ্ন প্রাইভেট হাউজের বেসমেন্টে নিরিবিলি পরিবেশে আলাদা এক রুমে একজন অধূমপায়ী মুসলিম পুরুষ রুমমেট আবশ্যক।
ফোন : ৩৪৭-৭৫৭-১৩০০
(০৫/২৩/০১/০৪)

রুমমেট

Room for rent. Looking for one bachelor male near 69 street and 37 Avenue, near R&7 trains, Jackson Heights. No drinking or smoking. Share kitchen & bathroom. Available December 1st.Contact 646-331-3976. I speak Bangla.

রুমমেট

ব্রুকলিন চার্চ ম্যাকডোনাল্ড - এর কাছে নিরিবিলি পরিবেশে অ্যাপার্টমেন্টে ২ জন বা ১ জন অধূমপায়ী রুমমেট আবশ্যক। রুম ভাড়াও দেয়া হবে।
ফোন : (২১২)-৫১৮-৭৯১৫

রুমমেট

১৮৪ হিলসাইডে একটি বেসিমেন্টের একটি রুমে শেয়ারে থাকার জন্য একজন কর্মজীবি মহিলা রুমমেট চাই। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। পাশেই গ্রোসারি ও সাবওয়ে। এখনই উঠা যাবে।
ফোন : ৯২৯-৩৫০-৬৫৯৫
(০৫/২৩/০২/০৩)

রুমমেট

উডসাইডে ৩৭-৬৫ ৬১ স্ট্রিটে একজন রুমমেট প্রয়োজন। অধূমপায়ী হতে হবে। আগামী ১ জুন থেকে উঠতে পারবে। বাসার এক ব্লকের মধ্যে ৭ ট্রেন, মসজিদ, লন্ড্রি ও কিউ-৭০ বাস।
ফোন : ৩৪৭-৩৩৭-২৭৫৪
(০৫/৩০/০২/০৬)

রুমমেট

জ্যাকসন হাইটসের ৭২ স্ট্রিট এবং ৩৭ এভিনিউতে ২ জন রুমমেট আবশ্যক। যে কোন সময় উঠতে পারবে।
ফোন : ৩৪৭-৩০০-৬৮৩

গাড়ি ভাড়া-বিক্রি/ ড্রাইভার

টিএলসি গাড়ি ভাড়া

টয়োটা সিয়েনা ২০১৯ হুইল চেয়ার গাড়ি বিক্রি হবে। দুইবছরের টিএলসি ভায়মন্ড এবং এক বছরের ডিএমভি রেজিস্ট্রেশন। দাম ২৩ হাজার ডলার।
ফোন : ৩৪৭-৮৩৭-৭৩৩৪
(০৫/৩০/০১/১০)

টিএলসি গাড়ি ভাড়া

২০১৮ সালের Toyota RAV-4 গাড়ি উবার লিফটের জন্য ভাড়া দেওয়া হবে। এছাড়া টিএলসি প্লেট ভাড়া হবে।
ফোন : ৪১৫-৬৫০-৭২৯৪

সিজনাল পারমিট ভাড়া

DMV Express Service এবং Driving School এর জন্য একজন লোক আবশ্যক। অবশ্যই কম্পিউটার জানতে হবে। ইংরেজি ভাষা জানতে হবে। ডিএমভি এর কাজ জানা থাকলে প্রায়োরিটি দেয়া হবে।
যোগাযোগ ৩৪৭৫৯৩৯৫৯৫

লোক আবশ্যক

বোস্টনের লয়েল এলাকায় একটি রেস্টুরেন্টে হেলপার হিসেবে দুইজন ছেলে এবং পিজা শপে রেজিস্টারে দুই জন মেয়ে আবশ্যক। থাকা-খাওয়া ফ্রি। পিজা শপের কাজে ইংরেজি জানতে হবে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে।
ফোন : 646-765-1307

ন্যানী আবশ্যক

পেনসিলভেনিয়াতে বাংলাদেশি পরিবারের সাথে থেকে ছোট শিশুকে দেখাশোনার জন্য একজন অভিজ্ঞ ন্যানী আবশ্যক। আকর্ষণীয় বেতন দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা যোগাযোগ করুন।
347-504-1655

পড়াতে চাই

কিন্ডার গার্টেন থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত স্টুডেন্ট পড়াতে চাই। জ্যাকসন হাইটস, উডসাইড এলাকার অভিভাবকরা যোগাযোগ করুন।
212-203-2581, 347-652-9500

বাড়ি-কন্ডো-হাউজ বিক্রি

বাড়ি বিক্রি

জ্যাকামাইকায় ১ ফ্যামিলি হাউজ বিক্রি হবে, মূল্য ৪৫০,০০০ ডলার। ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে সিংগ্যালি ৪ ফ্যামিলি হাউজ এবং বেজমেন্টে ২ ফ্যামিলি, মোট ৬ ফ্যামিলি ভাড়ার বাড়ি বিক্রি হবে। ১৭১৫ সেন্ট পিটারস এভিনিউ-১০৪৬২, মূল্য ১,৫৫০,০০০ ডলার।
ওপেন হাউজ ২৭ এপ্রিল রোববার ১২-৩ টা।
জ্যামাইকায় ১ ফ্যামিলি হাউজ বিক্রি হবে। ১০৪-৮১ ১৬৫ স্ট্রিট, মূল্য ৪৫০,০০০ ডলার। (বাড়িটি মেরামত করতে হবে)।
জ্যামাইকা স্টেটে ১৭৮-৩৬ ওয়েক্স ফোর্ড টেরেসে দুই বেডরুমের বাড়ি বিক্রি হবে। মূল্য ৫৩০,০০০ ডলার। এছাড়া ব্রঙ্কস, ব্রুকলিন ও লং আইল্যান্ডে শতাধিক রেগুলার ও ব্যাংকের বাড়ি বিক্রি হবে।
আমরা ব্যাংক, অকশন ও রেগুলার বাড়ি বিক্রি করি। বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য কল করুন।
ফোন : ৩৪৭-৪৬৫-৩২২০
কামরুজ্জামান বাচ্চু, ডিরেক্টর আইল্যান্ড অ্যাডভ্যান্টেজ রিয়েলটি।

বাড়ি বিক্রি

জ্যামাইকায় ১৭১ স্ট্রিট ও লিবার্টি এভিনিউতে লিগ্যাল টু ফ্যামিলি বাড়ি বিক্রি হবে। প্রতি ফ্লোরে তিন বেডরুম, লিভিং, ডাইনিং, কিচেন ও ১ বাথরুম। বড় বেসমেন্ট আছে। নিউলি রেনোভেটেড।
ফোন : ৯১৭-৬০৭-৫২৮৮
(০৫/১৬/০২/০৩)

বাড়ি বিক্রি

নিউইয়র্কের জ্যামাইকা এস্টেটে এক ফ্যামিলি হাউজ বিক্রি হবে। গ্রোসারি ও মসজিদসহ সবকিছুর কাছে।
নিউইয়র্কের বিংহামটনে এক ফ্যামিলি হাউজ বিক্রি হবে। দাম ১৩৯,০০০ ডলার। কম ডাউন পেমেন্টে। সবকিছু কাছেই। বিনিয়োগ বা বসবাসের জন্য উপযুক্ত।
ফোন : ৭১৮-৫০৩-২৮৩৫
(০৫/০২/০০/০৬)

বাড়ি বিক্রি

ব্রংক্সের পার্কচেস্টার এরিয়াতে একটি সিঙ্গেল ফেমিলি বাড়ি (পার্কিংসহ) এবং একটি দুই ফেমেলির বাড়ি এবং একটা এক বেডরুমের কন্ডো বিক্রি হবে।
যোগাযোগ : মাসুম আহমদ - ৩৪৭-৩৫৫-৮৫৩৭

অত্যন্ত যত্ন সহকারে ড্রাইভিং শিকানো হয়

* Free Pick up and drop off
* 100% পাশের নিশ্চয়তা
* 5hr Certificate
* 6hr Certificate
যোগাযোগ:
914-343-2629 (Nuri)

Carpet World
উত্তর আমেরিকায় কার্পেটের একমাত্র বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

Free Shop at Home Service
আপনি কি সুলভমূল্যে কার্পেট কেনার কথা ভাবছেন?
তাহলে আজই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
69-01A Northern Blvd, Woodside, NY 11377
Email: carpetdeco@yahoo.com, www.carpetdeco.com
Tel : 718.429.1920 Fax : 718.429.3739

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন

যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন
Tel: 646-267-7751, 917-519-1151
Email: ajkalnews@gmail.com

OFFICE
71-16 35th Ave
Jackson Heights
NY 11372.

পাত্রী চাই

আমেরিকান সিটিজেন (আইটি ইঞ্জিনিয়ার) ৪০ উর্ধ ছেলের জন্য পাত্রী চাই। ছেলে বর্তমানে ব্যবসা করছে।

ফোন : **347-635-2106**

লোক আবশ্যক

ব্রুকলিনে ফটোফ্রেমিং স্টোরে কাজের জন্য একজন ইংরেজি জানা লোক (পুরুষ) আবশ্যক। কাজ শিখিয়ে নেয়া হবে। বয়স ৪৫ বছরের কম হতে হবে।

646-287-8203(10am-7pm)

বেবিসিটার আবশ্যক

কানেকটিকাটের রকিহিলে দুইটা বাচ্চাকে দেখাশোনার জন্য একজন ফুলটাইম লিভিং বেবিসিটার কাম হেল্পিং হ্যান্ড আবশ্যক। নিউইয়র্ক থেকে দুই ঘন্টার দূরত্বে। বাচ্চার বছর ৯ বছর। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে।

917-375-4960

ন্যানী আবশ্যক

একজন ডিমেনসিয়া ভদ্রমহিলাকে সার্বক্ষণিক দেখাশোনার জন্য একজন ন্যানি আবশ্যক। থাকা খাওয়া ফ্রি। মাছলি বেতন আলোচনা সাপেক্ষে।

ইমাদুল হক ৭০৭-৫৫২-৩৮১৫, ৭১৮-৪০৬-৬৬৪৮,
মহসিন ননি ৯১৭-৬৫৩-০৯৪৬ (দুপুর ১২ টার পর)

পাত্র /পাত্রী চাই

হিন্দু পাত্র চাই : Us Citizen, Computer Science Graduate চাকুরীজীবি মেয়ের জন্য USA তে বসবাসরত ভদ্র, হিন্দু পাত্র চাই।

যোগাযোগ : ৩৪৭-৬৫৬-৩১৪১ (০৫/০৯/০২/০৩)

বেবিসিটার আবশ্যক

লংআইল্যান্ডের স্টোনিব্রুক এলাকায় বাংলাদেশির বাসায় ফুলটাইম লিভইন বেবিসিটার কাম হাউস কিপার আবশ্যক। থাকা খাওয়ার পাশাপাশি ভালো বেতন দেওয়া হবে। ৪০+ বয়সীদের অগ্রাধিকার।

Please contact Mezbha 718-450-4566

লোক আবশ্যক

জরুরি ভিত্তিতে ব্রুকলিনের একটি গ্রোসারি শপে লোক নিয়োগ করা হবে। আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন।

929-397-1373

পাত্রী চাই

৫৬ বছর বয়সী, ডিভোর্সড, আমেরিকান সিটিজেন, সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। ঘটক বা সরাসরি যোগাযোগ করুন।

hmurshedmd@gmail.com
850-866-9012

পাত্র চাই

২৪ বছর বয়সী আমেরিকান সিটিজেন পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। পাত্রী একটু অসুস্থ। শুধুমাত্র আমেরিকাতে বসবাসরত পাত্ররা যোগাযোগ করুন।

929-235-2412(Nasrin)

পাত্র চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত সিটিজেন, উচ্চ শিক্ষিত ভদ্র ২৮ বছর বয়সী পাত্রীর জন্য পাত্র আবশ্যক। পাত্রের বয়স ৩০+ বছর হতে হবে। একই সঙ্গে মার্জিত, ভদ্র ও উচ্চ শিক্ষিত হতে হবে। (পাত্র ডিভোর্সী হলেও চলবে)। সিরিয়াস প্রার্থীরা যোগাযোগ করুন।

allow1686@gmail.com
718-912-8057

ডাক্তার পাত্র চাই

নিউইয়র্ক-এ বসবাসরত বাংলাদেশ থেকে আগত সুশ্রী এবং সুপ্রতিষ্ঠিত একজন পাত্রীর জন্য বাংলাদেশ থেকে আগত ডাক্তার পাত্র চাই । পাত্রী বাংলাদেশ থেকে উচ্চমাধ্যমিক এবং নিউ ইউর্ক থেকে কম্পিউটার বিজ্ঞান ও এ্যাপলাইড ম্যাথামেটিক্সে ব্যাচেলার সম্পন্ন করেছেন। পাত্রের বয়স ৩০ থেকে ৩৫ হতে হবে।

646-724-6983

মুসলিম পাত্র চাই

বাংলাদেশী সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সুন্দরী শিক্ষিতা পাত্রী Floral Park এ নিজ বাড়িতে মা-বাবার সাথে বসবাসরত, New York এ কর্মরত, New York থেকে Accounting এ Masters Graduate পাত্রীর জন্য সমমনা শিক্ষিত ৩০ বছরের বেশি বয়সী New York বসবাসরত Citizen পাত্র আবশ্যক।

917-863-3924, 917-373-3825, বাসা-**347-548-0334**
Email : MKDHAKA06@GMAIL.COM

পাত্রী চাই

আমেরিকায় জন্ম ২৬ বছর বয়সী সাইবার সিকিউরিটিতে মাস্টার্স এবং কর্মজীবি পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। ডাক্তার, ফার্মাসিস্ট, বায়োসায়েন্স, ফিন্যান্স, দন্ত, ডাটা সায়েন্স-এ আমেরিকায় অধ্যয়নরত অথবা কর্মজীবি হতে হবে। পাত্রীর বয়স ২৩ থেকে ২৫ বছর হতে হবে।

215-791-1291

ড্রাইভিং শিখুন

স্বল্প খরচে যত্ন সহকারে ড্রাইভিং শিখানো হয়

আপনাদের সময় অনুযায়ী ড্রাইভিং শিখানো হয়

লাস্ট লেসন ফ্রি
Free pick up drop
৫, ১০, ১৫ ও স্পেশাল প্যাকেজ
৩০ লেসন, ৩টি রোড টেস্ট

D.D.C. 6 Hours Class
10% Save all insurrance
রোড টেস্টের জন্য গাড়ি

মহিলাদের জন্য
মহিলা ইন্সট্রাকটার

হাইওয়ে Individual
আরলী রোড টেস্ট

যোগাযোগ: **646-991-9653**

BEST TAX EXPRESS INC

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

অফিস সহকারী পদে পরিশ্রমী প্রার্থী আবশ্যক। ভালো বেতন ও সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা আছে। ট্যাক্স ফাইলিং কাজে অভিজ্ঞ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীদের নিম্নবর্তী ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

যোগাযোগের ঠিকানা: 929-206-9520

BEST TAX EXPRESS INC
159-06 Hillside Avenue Jamaica NY 11432.
besttaxexpress@gmail.com

সাপ্তাহিক আজকাল

বিজ্ঞাপনের মুল্য তালিকা

বাসা ভাড়া/রুম ভাড়া/রুমমেট চাই: এক সপ্তাহ ১৫ ডলার, দুই সপ্তাহ ২৫ ডলার
পাত্র/ পাত্রী চাই: এক সপ্তাহ ২০ ডলার, দুই সপ্তাহ ৩৫ ডলার
লোক আবশ্যক: এক সপ্তাহ ১৫ ডলার, দুই সপ্তাহ ৩০ ডলার
বেবি সিটার: এক সপ্তাহ ১৫ ডলার, দুই সপ্তাহ ৩০ ডলার
ড্রাইভার: এক সপ্তাহ ১৫ ডলার, দুই সপ্তাহ ৩০ ডলার

আপনি আমাদের অফিসে এসে বিজ্ঞাপন দিতে পারবেন। আপনাদের সুবিধার জন্য আমরা ফোন, ইমেইল, ফ্যাক্সেও বিজ্ঞাপন নেই। ফোন-ইমেইল-ফ্যাক্সে বিজ্ঞাপন দিলে আপনার ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ডের নাম্বার এবং এক্সপাইরেশন ডেট দিতে হবে। আমাদের পেপার শুক্রবারে ছাপা হয়। আমরা সারা সপ্তাহব্যাপী বিজ্ঞাপন নেই। আমাদেরকে বিজ্ঞাপন দেবার শেষ সময় বৃহস্পতিবার রাত ১০টা।

যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন।

৬৪৬-২৬৭-৭৭৫১ | ৯১৭-৫১৯-১১৫১

Email: ajkalnews@gmail.com

NABANNO
HALAL
FREE WiFi
দেশীয় স্বাদ নবান্নেই
আমরা শতভাগ ফ্রেশ খাবার পরিবেশন করি।
পিকনিক সহ সকল প্রকার অনুষ্ঠানে ক্যাটারিং করি।
আমরা সুস্বাদু হালাল চায়নিজ খাবার পরিবেশন এবং ক্যাটারিং করি।
সুসজ্জিত হলে বিয়ে, গায়ে হলুদ, জন্মদিন সহ সকল প্রকার পার্টি ও অনুষ্ঠানের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।
DOORDASH
Uber Eats
GRUBHUB
www.nabannorestaurant.com
Nabanno Restaurant
37-22 73rd St, Jackson Heights, NY 11372, Phone:718 734 6000

LIBERTY BROKERAGE
GET YOUR TLC INSURANCE FROM US WITH THE BEST RATE
(Black Car, Livery, Taxi, Yellow Cab, Green Cab)
Our Services
TLC Insurance
DMV & TLC Service
TLC Car & Plate Rent
Auto, Home & Business Ins.
TLC Base (Black & Green Cab)
ARIF SHAHRIAR
PRESIDENT & CEO
NYC Office:
41-05 69th Street
Woodside, NY 11377
Buffalo Office:
170 Kerns Ave, ST #101
Buffalo, NY 14211
Phone: 718-567-5600
info@libertybkg.com, www.libertybkg.com

সাপ্তাহিক আজকাল
PAGE 62 Friday, 30 May 2025, Issue 872, www.ajkalnewyork.com

মহারুল ইসলাম বাবলা-এর কলাম গণ-অভ্যুত্থানগুলোর পরিণতি হতাশাজনক ১০ পৃষ্ঠায়

রাফসান গালিব-এর কলাম সমাবেশটি আগের মতো ছুটির দিনেও হতে পারতো ১০ পৃষ্ঠায়

মাহমুদুর রহমান মান্না-এর কলাম অধ্যাপক ইউনূসের পদত্যাগের কথা কেন উঠেছিল ১২ পৃষ্ঠায়

বছরের প্রথম পথমেলার আয়োজন ছিল মনোরম

আড্ডা গান কেনাকাটায় হৃদয় জুড়িয়েছে মানুষের

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস-এ বছরের প্রথম পথমেলা অনুষ্ঠিত হলো অত্যন্ত বর্ণাঢ্যভাবে। গত শনিবার হাজারো মানুষের উপস্থিতিতে মেলা ছিল অত্যন্ত মনোরম। আড্ডা, গান, কেনাকাটায় নিউইয়র্কবাসি ব্যস্ত এক সময় কাটান এখানে। হৃদয় জুড়িয়েছে এবারের আয়োজন। মেলায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাপ্তাহিক আজকালের সম্পাদক ও প্রকাশক লায়ন শাহ নেওয়াজ। সফল এই মেলা অয়োজনের জন্য কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান তিনি। বক্তৃতায় শাহ নেওয়াজ বলেন, বাংলাদেশি কমিউনিটি দিনদিন বাড়ছে। বাড়ছে তাদের কর্মপরিধি। প্রবাসে কর্মব্যস্ত জীবনের মাঝে এই ধরনের পথমেলা মানুষের মনের খোরাক জোগায়। এই ধরনের উদ্যোগে আমি সবসময় সহযোগিতা করে থাকি। আগামীতেও করবো। মেলায় গান গেয়ে দর্শক শ্রোতাদের প্রশংসা কুড়িয়েছেন রিজিয়া পারভীন, রানো নেওয়াজ, শাহ মাহবুব এবং অনিক রাজ। জ্যাকসন হাইটসের ৭৩ স্ট্রিটের এই মেলার উদ্বোধন করেন সাপ্তাহিক ঠিকানার সম্পাদক এমএম শাহিন। মেলার আয়োজক সংগঠন ছিল ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটস ডেভেলপমেন্ট, ইউএসএ। মেলায় এরপর ৩৪ পৃষ্ঠায়

বিদেশি শিক্ষার্থীদের ভিসা বাতিলের হুমকি

আজকাল রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত শিক্ষার্থীরা সরকারের নতুন ঘোষণায় উদ্বেগ জানিয়েছে। অভিবাসন সংক্রান্ত নিয়মকানুন কঠোর করার মধ্যেই সরকার এই বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। সেখানে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের সতর্ক করে বলা হয়েছে, 'যদি তারা ক্লাস না করেন বা কাউকে না জানিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম থেকে বেরিয়ে যান, তাহলে তাদের ভিসা বাতিল করা হতে পারে।'

সংবাদ সংস্থা জানায়, ভারতে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস থেকে সরকারের ঘোষণাটি এক্সে প্রকাশ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে সেখানে লেখা হয়েছে, আপনারা যদি কোর্স থেকে ঝরে পড়েন, ক্লাসে অনুপস্থিত থাকেন বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে না জানিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম থেকে এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

ব্রুকলিনের চার্চ অ্যাভিনিউতে উদ্বোধন বাঙালি-অ্যারাবিয়ান রেস্টুরেন্ট

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কের ব্রুকলিনে বাংলাদেশি ও আরব অভিবাসী কমিউনিটির মানুষের জন্য নতুন এক রসনাতৃপ্তির ঠিকানা হয়ে উঠতে যাচ্ছে টেস্টি বাইটস অ্যারাবিয়ান ফুড রেস্টুরেন্ট। ব্রুকলিনের ৯৫ চার্চ অ্যাভিনিউতে আনন্দঘন এক পরিবেশে গত ২৬শে মে, সোমবার এই রেস্টুরেন্টের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, সম্পূর্ণ হালাল খাবারের নিশ্চয়তা দিয়ে যাত্রা শুরু হলো এই এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী যুবক গুলিতে নিহত, আহত ২

আজকাল রিপোর্ট

বাংলাদেশের সিলেটের বাসিন্দা যুক্তরাষ্ট্রে দুর্বৃত্তের হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছেন। গুলিতে আহতদের অবস্থা আশংকাজনক বলে জানা যায়। ঘনিষ্ঠদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মিশিগানে বাংলাদেশি অধ্যুষিত এলাকায় আব্দুল আহাদ (২৪) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। নিহতের বাড়ি সিলেটের বিশ্বনাথ উপজেলাধীন দোহাল গ্রামে। তিনি মিশিগানের ডেট্রয়েট সিটিস্থ মেগজুগাল এলাকায় বসবাস করতেন। তার বাবার নাম সফিক আহমদ। এই ঘটনায় একই সময় আরো ২জন আহত হন।

জানা গেছে, গুরুতর আহতদের মধ্যে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মাসুম আহমেদের অবস্থা আশংকাজনক। তার বাড়ি সিলেটের বিয়ানীবাজারে। গত ২৫ মে রোববার সন্ধ্যার পর মিশিগান রাজ্যের ডেট্রয়েট সিটিস্থ এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রে স্টুডেন্ট 'ভিসার অ্যাপয়েন্টমেন্ট' অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত

আজকাল রিপোর্ট

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন বিশ্বব্যাপি দূতাবাসগুলোকে শিক্ষার্থী ভিসার অ্যাপয়েন্টমেন্ট নির্ধারণ না করার নির্দেশ দিয়েছে। পাশাপাশি এমন ভিসার আবেদনকারীদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যাচাইয়ের প্রক্রিয়া আরও জোরদার করার প্রস্তুতি নিচ্ছে তারা।

মার্কিন দূতাবাসগুলোতে পাঠানো এক স্মারকে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও জানান, এ স্থগিতাদেশ 'পরবর্তী নির্দেশনা না এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

'ওয়ান বিগ বিউটিফুল বিল' পাস কংগ্রেসে

ধনীদের বিপুল কর ছাড়, প্রবীণদের স্বাস্থ্যসেবায় কাটছাঁট

আজকাল রিপোর্ট

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প-সমর্থিত একটি বিতর্কিত বাজেট বিল এক ভোটের ব্যবধানে পাস হয়েছে। ২১৫-২১৪ ভোটে পাস হওয়া এই আইনটি ধনীদের জন্য বিপুল কর ছাড় এবং গরিব, শিশু ও প্রবীণদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা ও খাদ্য সহায়তা কাটছাঁটের ব্যবস্থা রয়েছে। গত ২২ মে এই বিলটি ভোটে এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

ব্রঙ্কসে পুলিশ অফিসার নাসিরের ওপর হামলা

আজকাল রিপোর্ট

ব্রঙ্কসের ওয়েস্টচেস্টার স্কয়ারের সেন্ট পিটার্স অ্যাভিনিউতে নির্মম হামলা ও অস্ত্র ছিনতাইয়ের শিকার হয়েছেন বাংলাদেশি-আমেরিকান অফ-ডিউটি পুলিশ অফিসার নাসির চৌধুরী। আলোড়ন সৃষ্টি করা এ ঘটনার তিন দিন পর প্রধান সন্দেহভাজন তাওিওন হারগ্রোভ (২৩) কে ভার্জিনিয়ার নর্থ চেস্টারফিল্ড এলাকা থেকে গ্রেফতার করেছে মার্কিন মার্শাল সার্ভিস। মারাত্মকভাবে আহত নাসির চৌধুরী বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। সিসিটিভিতে ধরা পড়া সেই ভয়াবহ হামলার এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়